বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
কৃষি ব্যাংক ভবন
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি আর্থিক খাতের অগ্রগতি

শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ।

নং প্রকা/শানিব্যউবি-১(০৪)/২০২১-২০২২/১৪১ তারিখ ঃ ০২ আগস্ট ২০২১

মহাব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় কার্যালয় ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়
উপমহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমুহ
সকল মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয় ঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রেরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর কৃষি ঋণ বিভাগের ২৯ জুলাই, ২০২১ (১৪ শ্রাবণ ১৪২৮) তারিখের এসিডি সার্কুলার নং-০১ এর প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। উক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি জারী করা হয়েছে। সার্কুলারটি বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর ওয়েব সাইটে আপলোড করা আছে। কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির নির্দেশনা ও ঋণ নিয়মাচার যথাযথ অনুসরণপূর্বক ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ঋণ বিতরণ কর্মসূচী সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

০৩। সংশ্লিষ্ট সকলকে উক্ত সার্কুলারটি বাংলাদেশ ব্যাংক (ডাউনলোড লিংকঃ https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/acd/jul292021acd01.pdf) অথবা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর ওয়েব সাইট (Notice/Circular) হতে ডাউনলোড করে অনুসরণ, বাস্তবায়ন ও সংরক্ষন করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো। মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণকে অঞ্চলাধীন শাখা পরিদর্শনকালে শাখাসমূহ কর্তৃক কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণে উপরোক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন/অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ০১ জুলাই ২০২১ তারিখ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত,

সংযুক্তিঃ বর্ণনামোতাবেক।

02/08/2022

(জামিল হোসেন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)

প্রকা/শানিব্যউবি-১(০৪)/২০২১-২০২২/১৪১ তারিখ ঃ ০২ আগস্ট ২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। সচিব/সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিসহ পত্রটি ওয়েব-সাইটে আপলোড করার জন্য আইসিটি সিস্টেমস বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
০৬। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। নথি/মহানথি।

02/08/2022

(মোঃ শাহরিয়ার মাহমুদ চৌধুরী)
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা

C:\Users\bkb\Dropbox\ZAMIL\Operation\Operation Letter.doc

২০২১-২০২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি

Agricultural & Rural Credit Policy and Program for the FY 2021-2022

বাংলাদেশ ব্যাংক

২০২১-২০২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি

Agricultural & Rural Credit Policy and Program for the FY 2021-2022

কৃষি ঋণ বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ।

www.bb.org.bd

কৃষি ঋণ বিভাগ

১৪ শ্রাবণ, ১৪২৮

তারিখ : -------------------

২৯ জুলাই, ২০২১

এসিডি সার্কুলার নং-০১

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ও
বিআরডিবি ।

প্রিয় মহোদয়,

২০২১-২০২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।
Agricultural & Rural Credit Policy and Program
for the Fiscal Year 2021-2022.

২০২১-২০২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে, যা এতদ্সঙ্গে সংযোজিত হলো।

উক্ত নীতিমালা ও কর্মসূচি অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে স্ব-স্ব ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্ধারিত ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার আওতায় খাত/উপ-খাত ভিত্তিক সকল জেলাওয়ারী, শাখাওয়ারী ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFI) ভিত্তিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিস্তারিত আগামী ৩১ আগস্ট, ২০২১ তারিখের মধ্যে অত্র বিভাগকে অবহিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

এ নীতিমালা ও কর্মসূচি ০১ জুলাই, ২০২১ তারিখ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

সংযোজনী : ০৫ থেকে ৯৮ পৃষ্ঠা ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ আব্দুল হাকিম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন : ৯৫৩০১৩৮

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

১.০। ভূমিকা........ ৯

২.০। বিগত অর্থবছরের (২০২০-২০২১) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির পর্যালোচনা........ ১০

২.০১। বিগত অর্থবছরের (২০২০-২০২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন........ ১০

২.০২। বিগত অর্থবছরে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন........ ১০

২.০৩। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন সহায়ক কার্যক্রম........ ১১

২.০৪। মুদ্রানীতি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা........ ১১

৩.০। ২০২১-২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা........ ১২

৪.০। ২০২১-২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য........ ১২

৫.০। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ পদ্ধতি........ ১৫

৫.০১। প্রকৃত কৃষক/ঋণ গ্রহীতা সনাক্তকরণ........ ১৫

৫.০২। ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা........ ১৫

৫.০৩। আবেদন ফরম সহজীকরণ........ ১৫

৫.০৪। আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাপ্তিস্বীকার ও বিবেচনা........ ১৬

৫.০৫। আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ ফি/চার্জ........ ১৬

৫.০৬। কৃষি ঋণের সুদ........ ১৬

৫.০৭। কৃষি ঋণের প্রধান (core) খাতে ঋণ বিতরণ........ ১৬

৫.০৮। ঋণের সর্বোচ্চ সীমা........ ১৬

৫.০৯। সিআইবি রিপোর্টিং ও সিআইবি ইনকোয়্যারি........ ১৭

৫.১০। জামানত........ ১৭

৫.১১। ঋণ বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকা........ ১৭

৫.১২। কৃষি ঋণ পাশ বই........ ১৭

৫.১৩। ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা মোতাবেক যথাসময়ে ঋণ বিতরণ........ ১৭

৫.১৪। মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষ........ ১৭

৫.১৫। শস্য বহুমুখীকরণ (Crop Diversification)........ ১৭

৫.১৬। এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার........ ১৮

৫.১৭। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ........ ১৮

৫.১৮। ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের অংশ হিসেবে ১০ টাকায় খোলা কৃষক হিসাবধারীদেরকে উক্ত হিসাবের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ এবং হিসাব সচল রাখতে উৎসাহ প্রদান........ ১৮

৫.১৯। আবর্তনশীল শস্যঋণ সীমা পদ্ধতি........ ১৯

৫.২০। চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন (contract farming) এর আওতায় সংশ্লিষ্ট কৃষকদের ঋণ প্রদান........ ১৯

৫.২০.১। চুক্তিতে যেসব বিষয় উল্লেখ থাকবে........ ১৯

৫.২০.২। উদ্যোক্তা বা ক্রেতার যোগ্যতা........ ২০

৫.২০.৩। অন্যান্য শর্তসমূহ........ ২০

৫.২০.৪। রিপোর্টিং........ ২০

৫.২১। মাইক্রো-ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর অনুমোদন প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম........ ২০

৫.২২। এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কৃষি ঋণ প্রদান........ ২২

৫.২৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ................................ ২৩
৫.২৪। পৃথক কৃষি ঋণ বিভাগ/সেল গঠন প্রসঙ্গে................................ ২৩
৫.২৫। নিজস্ব শাখার মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ................................ ২৩
৫.২৬। কৃষি ঋণ সম্পর্কিত তথ্য প্রচার................................ ২৪
৬.০। কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচি ২৪
৬.০১। কর্মসূচির আওতাভুক্ত খাত/ উপ-খাতসমূহ................................ ২৪
৬.০২। ঋণ নিয়মাচার ও ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ ২৪
৬.০৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন................................ ২৪
৬.০৩.১। শস্য ও ফসল ঋণের জন্য অর্থ বরাদ্দ................................ ২৫
৬.০৪। মৎস্য সম্পদ খাতে ঋণ প্রদান................................ ২৫
৬.০৪.১। মৎস্য চাষে ঋণ প্রদান................................ ২৫
৬.০৪.২। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়ে ঋণ প্রদান................................ ২৬
৬.০৪.৩। জলাশয়/জলমহাল/হাওড়ে মৎস্য চাষে ঋণ প্রদান ২৬
৬.০৪.৪। খাঁচায় মাছ চাষে ঋণ প্রদান ২৬
৬.০৪.৫। উপকূলীয় একোয়াকালচার খাতে ঋণ প্রদান ২৬
৬.০৪.৬। পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষে ঋণ প্রদান ২৬
৬.০৪.৭। বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে ঋণ প্রদান ২৭
৬.০৫। প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ প্রদান................................ ২৭
৬.০৫.১। গবাদিপশু ২৭
৬.০৫.২। দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম................................ ২৭
৬.০৫.৩। পোলট্রি খাত................................ ২৮
৬.০৫.৪। টার্কি পাখি পালনে ঋণ প্রদান................................ ২৮
৬.০৬। সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ প্রদান................................ ২৮
৬.০৬.১। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ প্রদান................................ ২৯
৬.০৬.২। সৌরশক্তি চালিত সেচযন্ত্র ক্রয়ে ঋণ প্রদান................................ ২৯
৬.০৬.৩। কৃষিতে সৌর শক্তির ব্যবহার................................ ২৯
৬.০৬.৪। কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি পর্যায়ে ঋণ প্রদান................................ ২৯
৬.০৭। কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনে ঋণ প্রদান................................ ৩০
৬.০৮। শস্য/ফসল গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান................................ ৩০
৬.০৯। উচ্চমূল্য ফসল (High Value Crops) খাতে ঋণ প্রদান................................ ৩০
৬.১০। টিস্যু কালচার খাতে ঋণ প্রদান................................ ৩১
৬.১১। পাট চাষ খাতে ঋণ প্রদান................................ ৩১
৬.১২। ওয়েলপাম চাষে ঋণ প্রদান ৩১
৬.১৩। আম, লিচু ও পেয়ারা চাষে ঋণ প্রদান................................ ৩১
৬.১৪। অমৌসুমি সবজি/ফল চাষে ঋণ প্রদান................................ ৩২
৬.১৫। নার্সারি স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান................................ ৩২
৬.১৬। ঘৃত কুমারী (Aloe Vera) চাষে ঋণ প্রদান................................ ৩৩
৬.১৭। ড্রাগন ফল চাষে ঋণ প্রদান................................ ৩৩
৬.১৮। চা চাষে (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত) ঋণ প্রদান................................ ৩৩

৬.১৯। বিশেষ/অগ্রাধিকার খাতসমূহ ৩৩
৬.১৯.১। নির্দিষ্ট ফসলের জন্য রেয়াতি সুদহারে ঋণ বিতরণ ৩৩
৬.১৯.১.১। ঋণ বিতরণ ও আদায় ৩৪
৬.১৯.১.২। রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোর আর্থিক ক্ষতিপূরণ ৩৪
৬.১৯.২। রেয়াতি সুদহারে লবণ চাষিদেরকে ঋণ প্রদান ৩৫
৬.১৯.৩। পান চাষের জন্য ঋণ বিতরণ ৩৫
৬.১৯.৪। মধু চাষের জন্য ঋণ বিতরণ ৩৫
৬.১৯.৫। অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান ৩৬
৬.১৯.৬। প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে ঋণ প্রদান ৩৬
৬.১৯.৭। সফল কৃষকদের অনুকূলে ঋণ প্রদান ৩৬
৬.১৯.৮। মাশরুম চাষের জন্য ঋণ বিতরণ ৩৭
৬.১৯.৯। নেপিয়ার ঘাস চাষে ঋণ প্রদান ৩৭
৬.১৯.১০। রেশম চাষে ঋণ প্রদান ৩৭
৬.১৯.১১। তুলা চাষে ঋণ প্রদান ৩৭
৬.১৯.১২। কাজু বাদাম চাষে ঋণ প্রদান ৩৭
৬.১৯.১৩। রাম্বুটান চাষে ঋণ প্রদান ৩৮
৬.১৯.১৪। গ্রামীণ অর্থায়ন ৩৮
৬.১৯.১৫। তাঁত শিল্পে ঋণ প্রদান ৩৮
৬.১৯.১৬। কৃষি ও কৃষি বিষয়ক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত নারীদের ঋণ প্রদান ৩৮
৬.১৯.১৭। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদান ৩৮
৬.২০। সমন্বিত কৃষি প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কৃষি ঋণ প্রদান ৩৯
৬.২১। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদে ঋণ প্রদান ৩৯
৭.০। এডিবি'র অর্থায়নে পরিচালিত কৃষি ও গ্রামীণ সহায়ক কার্যক্রম ৪০
৭.০১। দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প/ Second Crop Diversification Project(SCDP) ৪০
৮.০। JICA অর্থায়নে পরিচালিত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদেরকে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি ৪০
৮.০১। Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project (SMAP) ৪০
৯.০। কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ৪১
১০.০। কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং ৪১
১০.০১। ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং ৪১
১০.০২। কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং ৪১
১০.০৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি এবং অভিযোগ জানানোর মাধ্যম/উপায় ৪২
১০.০৪। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে স্থাপিত গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র-এর সহায়তা গ্রহণ ৪২
১০.০৫। জেলা কৃষি ঋণ কমিটি কর্তৃক মনিটরিং ৪৩
১১.০। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় ৪৪
১১.০১। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়ের গুরুত্ব ৪৪
১১.০২। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় সংক্রান্ত সচেতনতা ৪৪

১১.০৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ.. ৪৪
১১.০৪। সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা হ্রাসকরণ এবং অনাদায়ী কৃষি ঋণ আদায়ে বিকল্প উপায়/পদ্ধতি........................ ৪৫
১২.০। কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা.. ৪৫
১৩.০। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা.. ৪৫
১৪.০। সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ.. ৪৭
১৫.০। তথ্য বিবরণী সরবরাহ.. ৪৭
১৬.০। কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমে সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রণোদনা.. ৪৮
১৭.০। ব্যাংকসমূহের স্ব-স্ব কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন.. ৪৮
১৮.০। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত কৃষি সহায়ক অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচি.. ৪৮
১৮.০১। পাটখাতে সহায়তা প্রদানের জন্য পাট ক্রয়ের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে ৩০০.০০ (তিনশত) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল.. ৪৮
১৮.০২। নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কৃষি খাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কীম.. ৪৯
১৮.০৩। নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট সঙ্কট মোকাবেলায় কৃষকের অনুকূলে প্রণোদনা সুবিধার আওতায় শস্য ও ফসল খাতে ৪% রেয়াতি সুদ/মুনাফা হারে কৃষি ঋণ প্রদান... ৪৯
১৮.০৪। কৃষি ঋণ বিতরণ সহজীকরণে সরকারের এটুআই ও অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'কৃষি ও পল্লী ঋণ সহজীকরণ' প্রকল্পঃ ৪৯
পরিশিষ্ট-'ক' থেকে 'ণ' পর্যন্ত ৫০-৯৮

২০২১-২০২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি
Agricultural & Rural Credit Policy and Program
for the Fiscal Year 2021-2022

১.০। ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষি খাতের উপর নির্ভরশীল। দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষি খাতের অবদান ১৩.৩৫ শতাংশ (২০০৫-০৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে)। শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কৃষি খাতের পরোক্ষ অবদান রয়েছে। এছাড়া, দেশের মোট শ্রমজীবীর ৪০.৬০ শতাংশ প্রত্যক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত। কৃষি খাত খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি পুষ্টি সমস্যা সমাধান, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সর্বোপরি দেশের অভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এমনকি পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায়ও কৃষির ভূমিকা ব্যাপক। তাই দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি খাতের চলমান অগ্রযাত্রাকে বজায় রাখা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উন্নত কৃষি ব্যবস্থার বিকল্প নেই। এ বিষয়টিতে গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; যার ফলশ্রুতিতে দেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। এছাড়া, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, সবজি ও ফল উৎপাদনে বাংলাদেশের অগ্রগতি আজ বিশ্বের দরবারে ঈর্ষণীয় অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। কৃষি খাতের উন্নয়নের কারণে দারিদ্র বিমোচন সহজতর হচ্ছে এবং দেশের মাথাপিছু আয়ও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমেই দেশের বিস্তৃত গ্রাম বাংলা ও পল্লী অঞ্চলের আপামর জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। এছাড়া, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহের প্রধান লক্ষ্যসমূহ দারিদ্র বিমোচন, ক্ষুধা মুক্তি ও সুস্বাস্থ্য অর্জনের জন্য কৃষি খাতের ধারাবাহিক পরিচর্যার মাধ্যমে এ খাত থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়া সম্ভব হবে। দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহ এবং সকল প্রকার শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে জাতীয় কৃষি নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী (জুলাই,২০২০-জুন,২০২৫) পরিকল্পনায় খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে কৃষি খাতে বৈচিত্রতা আনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিকরণের পাশাপাশি মৎস্য, ফলমূল, সবজি ও দুগ্ধজাত পণ্য রপ্তানীর প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

কৃষি খাতকে টেকসই ও সমৃদ্ধ করতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কৃষিবান্ধব উদ্যোগের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকও দেশের কৃষি খাতকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সৃষ্ট সঙ্কটে কৃষির চলতি মূলধন ভিত্তিক খাতসমূহকে সহায়তা করার লক্ষ্যে মহামারীর শুরুতেই বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার একটি বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কীম ঘোষণা করা হয়। ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে উক্ত স্কীমের সিংহভাগ অর্থ ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের অনুকূলে স্বল্পসুদে (৪% সুদ হারে) ঋণ সররবাহ করার উদ্দেশ্যে সুদ-ক্ষতি সুবিধার আওতায় শস্য ও ফসল খাতে ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত এসকল পদক্ষেপ দেশের কৃষি খাতকে সমুন্নত রাখতে সহায়তা করছে। কৃষি খাতে ঋণ প্রবাহ ও এ খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। কৃষির আধুনিকীকরণসহ কৃষি খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান নিশ্চিত করা হচ্ছে। দেশের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের নিকট কৃষি খাতে বিনিয়োগযোগ্য পর্যাপ্ত তহবিল না থাকায় এ সকল কৃষকের নিকট পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ পৌঁছে দেওয়ার জন্যও বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করছে। এর ফলে কৃষকদের মাঝে যথাসময়ে, স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ও হয়রানিমুক্তভাবে স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছে। গ্রামীণ অঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে শহর ও পল্লী অঞ্চলের জন্য ১:১ অনুপাত নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও যে সকল এলাকায় পর্যাপ্ত ব্যাংক শাখা নেই সেই সকল এলাকায় উপশাখা, এজেন্ট ব্যাংকিং, ব্যাংক-এমএফআই পার্টনারশিপ এবং কন্ট্রাক্ট ফার্মিং সুবিধার মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির অনুসরণের আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পরও কৃষি খাত উন্নয়নের জন্য আরও উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট মহামারি কাটিয়ে উঠে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা, বাণিজ্যিক কৃষির গতি বৃদ্ধি করা, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ড চলমান রাখা, কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ ও কৃষক পর্যায়ে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা এবং কৃষি পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা বর্তমান সময়ে

বাংলাদেশের কৃষির জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব যথা- বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, আবহাওয়ার চরমভাবাপন্নতা ইত্যাদিসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে সৃষ্ট সংকট দুরীকরণের জন্যও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। বাংলাদেশের কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নে কৃষকদের মধ্যে চাষাবাদের নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণা প্রদান, উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ সরবরাহ, এলাকাভিত্তিক জলবায়ু ও পরিবেশ উপযোগী ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে ইতিপূর্বে গৃহীত কার্যক্রমকে সফল করার লক্ষ্যে সময়োপযোগী অধিকতর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এপ্রেক্ষিতে, উদ্ভূত সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের কৃষি ও কৃষকবান্ধব নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র মূল দিকগুলো ঠিক রেখে চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় যে সকল নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে তার মধ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ও এর আওতা বৃদ্ধিকরণ, প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে সোনালী মুরগী, মহিষ ও গাড়ল পালনের ঋণ নিয়মাচার সংযোজন, ঋণ নিয়মাচারের একর প্রতি ঋণ সীমা বৃদ্ধিকরণ, উচ্চ মূল্য ফসল হিসেবে নতুন ফসল ও ফল সংযোজন, বিতরণকৃত ঋণের তদারকি কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কৃষকবান্ধব ও দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা এ নীতিমালা প্রণয়নের প্রধান লক্ষ্য। কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমে ব্যাংকগুলোর করণীয় সম্পর্কে এ নীতিমালায় বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। এ নীতিমালা কাঙ্ক্ষিত কৃষি উৎপাদনে সহায়তার পাশাপাশি কৃষকদের অনুকূলে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং করোনা ভাইরাসজনিত মহামারির কারণে সৃষ্ট সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

২.০। বিগত অর্থবছরের (২০২০-২০২১) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির পর্যালোচনা

কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, পল্লী এলাকায় ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণে প্রযুক্তির প্রসারসহ পল্লী এলাকায় অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে ২৬,২৯২ কোটি টাকার কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। শস্য ও ফসল ঋণের পাশাপাশি কৃষির অন্য দুটি প্রধান খাত- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত, কৃষির সহায়ক খাতসমূহের পাশাপাশি পল্লী অঞ্চলের আয় উৎসারী কর্মকাণ্ড ও দারিদ্র্য বিমোচন খাতে কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতায় পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করা হয়।

২.০১। বিগত অর্থবছরের (২০২০-২০২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

২০২০-২১ অর্থবছরে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ০৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ০২টি ব্যাংক, ৩৯টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ০৮টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে মোট ২৫,৫১১.৩৫ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করেছে, যা মোট লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৭.০৩ শতাংশ। ঋণ বিতরণের এ পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৯-২০) তুলনায় ২,৭৬২.৩২ কোটি টাকা বা ১২.১৪ শতাংশ বেশি। এছাড়া, বিআরডিবি কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,০৩১.৮৫ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে । উল্লেখ্য যে, বেশ কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংক নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শতভাগ ঋণ বিতরণ করেছে।

২.০২। বিগত অর্থবছরে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন

- ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৩০,৫৫,১৬৬ জন কৃষি ও পল্লী ঋণ পেয়েছেন, যার মধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব নেটওয়ার্ক ও এমএফআই লিংকেজের মাধ্যমে ১৬,০৫,৯৪৭ জন নারী বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রায় ৯,২৮৭.৯৬ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছেন।
- স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত মোট ১৪,৭০২টি প্রকাশ্য ঋণ বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৮০,২৬৬ জন কৃষকের মাঝে প্রায় ৫১৯.৪৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ২২,৪৫,৫১২ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রায় ১৭,৬৩৯.৯৩ কোটি টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে চর, হাওর প্রভৃতি অনগ্রসর এলাকার ৭,৭৯৬ জন কৃষকের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে প্রায় ৩৩.৯৬ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- কৃষকদের জন্য রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকসহ অন্যান্য তফসিলি ব্যাংকগুলোতে মাত্র ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক খোলা ৯৮.৩৩ লক্ষ হিসাব চালু আছে। এসব হিসাবের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকি ছাড়াও কৃষি ঋণ বিতরণ, সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন, রেমিট্যান্স জমা ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এই হিসাবসমূহ স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়মিত তদারকি করছে।
- আমদানি বিকল্প নির্দিষ্ট কিছু ফসলে (ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাপক প্রচারণার ফলে কৃষকদের মাঝে এ জাতীয় ফসল চাষ করার বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এই খাতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২৬.৮৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যার ফলে স্থানীয়ভাবে এসব ফসলের উৎপাদন কিছুটা বেড়েছে এবং বাজারেও এর প্রভাব পড়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ১০৬.৫৭ কোটি টাকা।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলায় প্রায় ১৮,৬৬৩ জন উপজাতি কৃষকের মাঝে মাত্র ৫ শতাংশ সুদহারে ৬৮.৪৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- কৃষি ও পল্লী ঋণসহ গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণ, ব্যাংকিং খাতের সেবা পেতে যে কোন ধরনের হয়রানির হাত থেকে গ্রাহকদের রক্ষা করা এবং তাদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র- Customers' Interest Protection Center (CIPC) স্থাপন করা হয়েছে। উপরোক্ত কেন্দ্রে ১৬২৩৬ নম্বরের একটি হটলাইনও চালু করা হয়েছে। উক্ত কেন্দ্রে প্রাপ্ত কৃষি ও পল্লী ঋণ বিষয়ক অভিযোগসমূহের ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।
- কৃষি ঋণ গ্রহীতাদের মোবাইল নম্বর ব্যাংক শাখায় সংরক্ষণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষকদের কৃষি ঋণ প্রাপ্তির ব্যাপারে মনিটরিং আরও জোরদার করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক সফল কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

২.০৩ । কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন সহায়ক কার্যক্রম

উর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যক্লিষ্ট বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের দারিদ্র্য নিরসনের উদ্দেশ্যে সনাতনী কৃষির পরিবর্তে উচ্চমূল্য ফসল/সবজি/ফল উৎপাদনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের [Northwest Crop Diversification Project (NCDP)] মেয়াদ ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে শেষ হয়েছে। এই প্রকল্পের সফলতার প্রেক্ষিতে NCDP প্রকল্পের ন্যায় Second Crop Diversification Project (SCDP)-এর আওতায় ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ এবং বেসিক ব্যাংক লিঃ-এর হোলসেলিং ব্যবস্থাপনায় ব্র্যাকের মাধ্যমে যোগ্য কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। আলোচ্য প্রকল্পে ক্রেডিট কম্পোনেন্ট ২৬ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ প্রায় ২০৩ কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী দুটি হোল সেল ব্যাংককে বিতরণ করা হয়েছে।

২.০৪ । মুদ্রানীতি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা

সরকারের রাজস্বনীতি ও বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়োপযোগী মুদ্রানীতি গ্রহণের ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আশানুরূপ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। তবে, করোনা ভাইরাসজনিত বৈশ্বিক মহামারীর কারণে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের ন্যায় বিগত বছরে বাংলাদেশেও জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের গতি কিছুটা শ্লথ হয়েছে। চলমান করোনা মহামারীতে বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বিগত অর্থবছরে সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির কুশলী বাস্তবায়নের ফলে গত ২০২০-২১ অর্থবছরেও মূল্যস্ফীতি এক অঙ্কের সহনীয় মাত্রায় বজায় থেকেছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, কৃষি খাতের জন্য প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গ্রহণ করায় বিদ্যমান মহামারী পরিস্থিতিতেও খাদ্য মূল্যস্ফীতি সহনীয় মাত্রায় রয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, শিল্প ও কল-কারখানা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও উন্নত কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, কৃষি খাতে যান্ত্রিকীকরণ বৃদ্ধি পাওয়া, কৃষি খাতে পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ এবং সর্বোপরি কৃষকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের কৃষি পণ্য উৎপাদনে ধারাবাহিক বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ফলে, চা, পাট, হিমায়িত মাছ, সবজি, ফল, ইত্যাদি কৃষি পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী

করা সম্ভব হচ্ছে। আবার, আমদানী নিরুৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে আমদানী বিকল্প ফসলসমূহে রেয়াতি সুদ হারে ঋণ প্রদানের ফলে এসব খাতেও অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উন্নতির কারণে মাছ, মাংস ও দুধ উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধারাবহিকতায় চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা'টি গ্রামীণ অর্থনীতিতে মূল কৃষি খাতের পাশাপাশি অন্যান্য কৃষি ভিত্তিক কর্মকান্ড সম্প্রসারিত করে অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় গতিশীলতা আনতে সহায়ক হবে।

৩.০। ২০২১-২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা

কৃষি ও পল্লী ঋণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক তাদের স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এবং বেসরকারী ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নীট ঋণ ও অগ্রিমের ২.১০% হারে হিসাবায়ন করে চলতি অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ২৮,৩৯১ (আঠাশ হাজার তিনশত একানব্বই) কোটি টাকা (পরিশিষ্ট-'খ') নির্ধারণ করা হয়েছে। বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় এই পরিমাণ প্রায় ৭.৯৮ শতাংশ বেড়েছে। বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনায় তফসিলি ব্যাংকসমূহকে অন্যান্য খাতসমূহ অপেক্ষা কৃষি ও পল্লী ঋণের খাতসমূহে অগ্রাধিকারভিত্তিতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। এছাড়া, ব্যাংকগুলোর জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বাইরে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) নিজস্ব অর্থায়নে যথাক্রমে ২৫ কোটি টাকা এবং ১,০৬২.৫০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করবে।

৪.০। ২০২১-২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

দেশের সকল বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংককে স্ব-স্ব ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের ন্যূনতম ২.৫ শতাংশ কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের বিধান প্রবর্তিত থাকা সত্ত্বেও ব্যাংকসমূহের সক্ষমতা ও শাখা স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিগত অর্থবছরের ন্যায় চলতি অর্থবছরেও বেসরকারী ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ৩১শে মার্চ, ২০২১ ভিত্তিক নীট ঋণ ও অগ্রিমের ২.১০% হারে হিসাবায়ন করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের এ লক্ষ্যমাত্রা আবশ্যিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। লক্ষ্যমাত্রার হিসাবায়নে শিথিলতা প্রদানের পরেও যে সকল ব্যাংক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবে না তাদেরকে অর্থবছর শেষে লক্ষ্যমাত্রার অনর্জিত অংশের সমপরিমাণ অথবা ৩% হারে হিসাবায়নকৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বাধ্যতামূলকভাবে জমা করতে হবে। তবে, বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত জমাকৃত অর্থের ওপর কোনরূপ সুদ প্রদান করবে না।

- কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী কৃষি ঋণের প্রধান (Core) ৩টি খাতে (যথা-শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) অন্যান্য খাতের চেয়ে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- শস্য খাতে মোট লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৬০% ঋণ বিতরণের পাশাপাশি মৎস্য খাতে লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ১০% এবং প্রাণিসম্পদ খাতে লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ১০% ঋণ বিতরণ করতে হবে।
- বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরতা হ্রাস করে নিজস্ব নেটওয়ার্কের শাখা, উপশাখা ও এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণে গুরুত্বারোপ করতে হবে।
- সম্ভাব্য যোগ্য ঋণগ্রহীতা কৃষকদের নিকট কৃষি ঋণের আবেদনপত্র সহজলভ্য করতে হবে।
- কৃষকদের ঋণ আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকার করতে হবে। কৃষি ঋণের জন্য কৃষকদের কোনো ঋণ আবেদন বিবেচনা করা না গেলে ঋণ না পাওয়ার কারণ উল্লেখ করে পত্রের মাধ্যমে কৃষককে জানাতে হবে এবং তা একটি ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে।
- আবেদন ফরম পূরণসহ আনুষঙ্গিক কাজে যাতে কালক্ষেপণ না হয় সে জন্যে আবেদন ফরম গ্রহণের সময়ই গ্রাহককে এতদ্‌সংক্রান্ত সকল প্রকার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। সহায়ক কোনো তথ্যের প্রয়োজন হলে একটি মাত্র বৈঠকেই সকল তথ্য গ্রাহককে জানাতে হবে।
- শস্য ও ফসল চাষের জন্য ঋণের আবেদন দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঋণের আবেদন নিষ্পত্তিকরণের সময়সীমা হবে সর্বোচ্চ ১০ কর্মদিবস।
- দশ টাকায় খোলা কৃষক একাউন্টসমূহের মাধ্যমে স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে ইতোমধ্যে উক্ত একাউন্টের সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ডেবিট/ক্রেডিট স্থিতির ক্ষেত্রে আবগারী শুল্ক কর্তন হতে অব্যহতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, উক্ত হিসাব ব্যবহারে গতিশীলতা আনয়নে বিগত ০৬ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে এসিএফআইডি সার্কুলার লেটার-০৪ জারী করা হয়েছে। বিবরণীভিত্তিক

তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষকের ১০ টাকার হিসাবের প্রকৃত ব্যবহার এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে। কৃষকদের স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১০ টাকার হিসাবের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করতে হবে।

- কৃষক পর্যায়ে সময়মত কৃষি ঋণ পৌঁছানোর স্বার্থে নতুন মঞ্জুরি বা নবায়নের জন্য ২.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদী শস্য ও ফসল ঋণের ক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহের প্রয়োজন হবে না। তবে যে কোন অঙ্কের সকল বকেয়া শস্য ও ফসল ঋণের ক্ষেত্রে সিআইবিতে রিপোর্ট করতে হবে।
- অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন, ফসলের ধরণ অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভাল উৎপাদন হয় সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে Area approach পদ্ধতিতে বাস্তবভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে।
- কৃষি ঋণ সুবিধায় বর্গাচাষিসহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কাছে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থের যোগান দেয়া কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় (যেমনঃ চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকা, পাহাড়ী এলাকা, সাবেক ছিটমহলসমূহ ইত্যাদি) কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- কৃষি ঋণ বিতরণে আরও স্বচ্ছতা আনতে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকাশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় হাটের দিন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার কর্মকর্তারা ক্যাম্প করে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার ও ঋণ বিতরণ করতে পারেন।
- প্রকৃত কৃষকরাই যাতে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ পান, কৃষি ঋণ পেতে যাতে কোনো হয়রানির শিকার হতে না হয় এবং কৃষি ঋণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যাতে পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব হয় সে জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রকৃত ক্ষুদ্র, প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন ও বর্গাচাষিদেরকে সহজ পদ্ধতিতে একক/গ্রুপ ভিত্তিতে কৃষি ঋণ দিতে হবে।
- কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে গুদামজাতকৃত কৃষি পণ্যের বিপরীতে শস্য গুদামজাত ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রদান করতে হবে।
- সফল কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে; যাতে তাদের অনুসরণ করে অন্য কৃষকরাও কৃষিকাজে উৎসাহিত হয়।
- ডাল, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষে সরকার প্রদত্ত সুদ ক্ষতির বিপরীতে ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং একই সাথে বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যাতে এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য কৃষক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুদহার গত ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ৪ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনতে এসব ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষকদের রেয়াতি সুদহারে ঋণ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ব্যাংকসমূহ যাতে দ্রুত ভর্তুকি সুবিধা পায় এজন্য ভর্তুকি প্রাপ্তির ব্যবস্থা সহজীকরণ করা হয়েছে।
- একজন কৃষক কৃষির অপর কোনো খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে রেয়াতি ৪ শতাংশ সুদহারে ঋণ দেওয়া যাবে।
- কৃষির সহায়ক খাত হিসেবে সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতিতেও ব্যবহারকারী পর্যায়ে একক/গ্রুপভিত্তিতে ঋণ সরবরাহ করতে হবে।
- সোলার হোম সিস্টেম এবং সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপন খাতে কৃষক পর্যায়ে ও গৃহস্থলীতে ক্ষুদ্র ব্যবহারকারী পর্যায়ে ঋণ প্রদান করতে হবে।
- কৃষি এবং এর সহায়ক খাতের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করতে নানাবিধ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক বা আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডে একক/দলীয় ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
- বিদেশী ব্যাংকগুলো ও অনেক বেসরকারি ব্যাংক শাখা স্বল্পতার কারণে এমএফআই-এর মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। কৃষক পর্যায়ে ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করণার্থে ব্যাংক সকল ঋণ গ্রহীতার তথ্যাদি পরীক্ষা/যাচাই-বাছাই করবে এবং ঋণ গ্রহীতার মধ্য থেকে ন্যূনতম ১-২% গ্রাহক সরেজমিন পরিদর্শন করবে। উক্ত পরিদর্শন কার্যক্রমের ভিত্তিতে ব্যাংক কর্তৃক ত্রৈমাসিক পরিদর্শন প্রতিবেদন

বাংলাদেশ ব্যাংকে সরবরাহ করতে হবে। একাধিক এমএফআই এর জন্য পৃথকভাবে সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন সরবরাহ করতে হবে। ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনকরতঃ পরিদর্শন প্রতিবেদন কৃষি ঋণ বিভাগে সরবরাহ করার পর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নমুনাভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এছাড়া, ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজের আওতায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে এমএফআই এর শাখাসমূহে ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি কম্পিউটারাইজড ডাটাবেইজে সংরক্ষণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক নিশ্চিত করবে।

- কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নারীদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।
- অসহায়, দরিদ্র, শিক্ষিত, উদ্যোমী ও উদ্যোক্তা কৃষকদের ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।
- শারীরিক প্রতিবন্ধীদের অনুকূলে ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।
- কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাফল্য হিসেবেও দেখা হবে। ফলে, এ অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা, অনুমোদিত ডিলার শাখা, বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলার অনুমোদনের ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক CAMELS Rating এর ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কৃষি ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোর সাফল্যকেও বিবেচনা করা হবে। Agri Financing Performance কে CAMELS এর "M" অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা বা Management Component এর রেটিং এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, শস্য খাতে ঋণ বিতরণ, ৪% রেয়াতি হারে ঋণ বিতরণ, নিজস্ব শাখার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ এবং আদায়যোগ্য ঋণের বিপরীতে আদায়ের হারকে বিবেচনা করা হবে। বিশেষ তারল্য সমর্থনের ক্ষেত্রেও কৃষি ঋণ কার্যক্রমে পারদর্শী ব্যাংকগুলো অগ্রাধিকার পাবে।
- প্রতিটি জেলায় ডেপুটি কমিশনারদের নেতৃত্বে গঠিত জেলা কৃষি ঋণ কমিটিকে আরো সক্রিয় করতে হবে।
- জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়মিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর অনুমোদনপ্রাপ্ত এমএফআইসমূহের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর অনুসরণের জন্য প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথ পরিপালন করতে হবে।
- কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় আউটসোর্সিং এর ব্যবহার করা যাবে।
- কৃষি ও পল্লী ঋণ শতভাগ বিতরণ ও আদায়ের ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপসহ কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি ও মোবাইল ফোনের ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে।
- উচ্চমূল্য ফসল খাতে ঋণ প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
- চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থায় কৃষকদেরকে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত গ্যারান্টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষি ঋণ প্রদান করা যাবে। এছাড়া নির্দিষ্ট ফসল উৎপাদন পরিকল্পনার আওতায় ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষক পর্যায়ে অর্থ/কৃষি উপকরণ সময়মত সরবরাহের উদ্দেশ্যে কোনো কৃষিভিত্তিক শিল্পোদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি গ্রহণ সাপেক্ষে চুক্তিবদ্ধ কৃষক/উদ্যোক্তা পর্যায়ে কৃষি ঋণ দেওয়া যাবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সময়সীমায় কিছুটা পরিবর্তন আনার পাশাপাশি লবণাক্ত এলাকায় লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসল চাষ, জলাবদ্ধ ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় পানি-সহিষ্ণু ফসল চাষ, খরাপ্রবণ এলাকায় খরা-সহিষ্ণু ফসল চাষের মতো জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সহজে অভিযোজনকারী ফসল চাষের উদ্যোগে ঋণ সুবিধা প্রদান করতে হবে।
- দেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে লবণ চাষিদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে হবে। সরকার প্রদত্ত সুদ ক্ষতি পুনর্ভরণের আওতায় লবণ চাষের জন্য লবণ চাষিদের রেয়াতি সুবিধায় ৪ শতাংশ সুদহারে ঋণ প্রদান করা যাবে।
- কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কৃষক/গ্রাহকদের মাঝে সচেতনতা ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য স্ব-স্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

- কৃষি ঋণের জন্য যাতে তারল্য সংকট সৃষ্টি না হয় এবং তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় সেলক্ষ্যে ঋণ আদায়ের জন্য প্রয়োজনে স্ব-স্ব ব্যাংকে পৃথক Recovery cell গঠন করতে হবে।
- অনাবাদী জমিতে শস্য আবাদের ক্ষেত্রে কৃষককে ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার দিতে হবে ।
- বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে ঋণ প্রদান করা যাবে।
- উচ্চ মূল্য ফসল ব্রোকলি, কাকরোল, ক্যাপসিকাম, শসা, লটকন, ড্রাগন ফল, ধনিয়া, কাজুবাদাম, রাম্বুটান চাষে ঋণ বিতরণ করা যাবে।
- টার্কি পাখি, তিতির, সোনালী মুরগী পালন এবং মহিষ, গাড়ল ও গয়াল পালন খাতে ঋণ প্রদান করা যাবে।
- ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদে ঋণ বিতরণ করা যাবে।
- সমন্বিত কৃষি প্রকল্পসমূহে কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে ঋণ বিতরণ করা যাবে।

৫.০। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ পদ্ধতি

৫.০১। প্রকৃত কৃষক/ঋণ গ্রহীতা সনাক্তকরণ

ব্যাংকগুলো কৃষি ও পল্লী ঋণের আবেদনকারীদের জাতীয় পরিচয়পত্র ও কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড-এর ভিত্তিতে প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করবে। কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের বিপরীতে মাত্র ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক খোলা একাউন্টধারী কৃষকদের ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পাশবই-এর ভিত্তিতেই প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করা যেতে পারে। জাতীয় পরিচয়পত্র আছে কিন্তু কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড নেই সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা স্থানীয় স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ অথবা ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির দেওয়া প্রত্যয়নপত্রও প্রকৃত কৃষক সনাক্তকরণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫.০২। ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা

কৃষি কাজে সরাসরি নিয়োজিত প্রকৃত কৃষকগণ কৃষি ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে জড়িতরাও কৃষি ও পল্লী ঋণের সংশ্লিষ্ট খাতে ঋণ সুবিধা পেতে পারেন। তবে, সাধারণভাবে খেলাপি ঋণ গ্রহীতাগণ নতুন ঋণ পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। উল্লেখ্য, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন ও বর্গাচাষিসহ অন্যান্য কৃষকদেরকে সহজ পদ্ধতিতে একক/দলবদ্ধভাবে কৃষি ঋণ প্রদান করা যাবে। দলবদ্ধভাবে কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নীতিমালা অনুসরণ করতে পারে।

৫.০৩। আবেদন ফরম সহজীকরণ

কৃষকদেরকে অধিক হারে ব্যাংকমুখী করতে কৃষি ঋণ, বিশেষত শস্য/ফসল ঋণের ক্ষেত্রে আবেদন প্রক্রিয়া যতদূর সম্ভব সহজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশের সাধারণ কৃষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, ফরম পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়, ফরমে যাচিত তথ্যের ব্যবহার তথা উপযোগিতা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনে ব্যাংকসমূহ কৃষি ঋণের, বিশেষ করে শস্য/ফসল ঋণের আবেদন ফরম সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। আবেদন ফরম পূরণসহ আনুষঙ্গিক কাজে যাতে কালক্ষেপণ না হয়; সে জন্য আবেদন ফরম গ্রহণের সময়ই গ্রাহককে এতদ্‌সংক্রান্ত সকল প্রকার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। সহায়ক কোনো তথ্যের প্রয়োজন হলে একটি মাত্র বৈঠকেই সকল তথ্য গ্রাহককে জানাতে হবে। কৃষি ও পল্লী ঋণের আবেদন ফরম সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতা কৃষকদের জন্য আরো সহজলভ্য করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

কৃষি ও পল্লী ঋণের আবেদন ফরম সম্ভাব্য ঋণ গ্রহীতা কৃষকদের জন্য আরো সহজলভ্য করার জন্য কৃষি ঋণের আবেদন ফর্মটি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ, পত্রিকায় প্রকাশকরণ এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত/পত্রিকায় প্রকাশিত নমুনা ফরম অনুযায়ী আগ্রহী কৃষককে কৃষি ঋণের জন্য আবেদন করতে উৎসাহ প্রদান করার নিমিত্তে তা প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতদ্‌প্রেক্ষিতে, সকল ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য অনুকরণীয় একটি কৃষি ঋণের (শস্য ও ফসল ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) নমুনা আবেদনপত্র "পরিশিষ্ট-ঘ" সংযোজিত হলো। উক্ত নমুনা আবেদনপত্র অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যাংক নিজস্ব কৃষি ঋণের আবেদনপত্র প্রস্তুত করবে।

৫.০৪। আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাপ্তিস্বীকার ও বিবেচনা

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা নির্ধারিত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী আবেদনকারীর বার্ষিক প্রয়োজনীয় ফসল ঋণ ও অন্যান্য ঋণ এককালীন মঞ্জুর করবে। তবে, সংশ্লিষ্ট ফসল উৎপাদনের মৌসুম শুরু হবার অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে ঋণ বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখাসমূহ কৃষকদের বার্ষিক ফসল উৎপাদন পরিকল্পনাসহ আবেদনপত্র গ্রহণ করবে। প্রয়োজনবোধে, পরবর্তীতে কৃষকদের বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনায় যুক্তিযুক্ত পরিবর্তনের সুযোগ দেয়া যাবে।

গ্রাহকের আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করতে হবে। আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যৌক্তিকীকরণ এবং গ্রাহকের কোনো অভিযোগ থাকলে তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে শস্য ও ফসল চাষের জন্য ঋণের আবেদন দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঋণের আবেদন নিষ্পত্তিকরণের সময়সীমা হবে আবেদনপত্র জমার দিন হতে সর্বোচ্চ ১০ কর্মদিবস। বাতিলকৃত আবেদনপত্রগুলো বাতিলের কারণ উল্লেখপূর্বক একটি ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল এবং স্ব- স্ব ব্যাংকের নিরীক্ষা দলের যাচাইয়ের জন্য ফাইলটি সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.০৫। আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ ফি/চার্জ

কৃষকের আবেদনের প্রেক্ষিতে মাত্র ১০ টাকা প্রাথমিক জমার বিনিময়ে হিসাব খোলা যাবে। এ ধরণের হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৫.১৭ এ উল্লেখিত শর্তসমূহ পরিপালন করতে হবে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক সকল প্রকার কৃষি ও পল্লী ঋণে নির্ধারিত সুদ ব্যতীত অন্য কোন নামে কোন প্রকার চার্জ, প্রসেসিং ফি/মনিটরিং ফি ইত্যাদি ধার্য করা যাবে না। এছাড়া, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজ/পার্টনারশীপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফি/চার্জ ব্যতীত অন্য কোন ফি/চার্জ ধার্য করা যাবে না।

শস্য/ফসল ঋণ (৫ একর পর্যন্ত) আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ এবং ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ এবং ব্যাংকের সাথে পার্টনারশীপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নিম্নলিখিত চার্জ ডকুমেন্ট ব্যতীত অন্য কোন চার্জ ডকুমেন্ট গ্রহণ করতে পারবে না ঃ

- ডিপি নোট (১০ টাকা থেকে ৫০ টাকার স্ট্যাম্প/সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক)
- লেটার অব হাইপোথিকেশন (স্ট্যাম্প প্রয়োজন নেই)
- লেটার অব গ্যারান্টি ব্যক্তিগত (স্ট্যাম্প প্রয়োজন নেই)

৫.০৬। কৃষি ঋণের সুদ

কৃষি ও পল্লী ঋণের খাত/উপখাতে ঋণের সুদের হার ব্যাংকসমূহ নিজেরাই নির্ধারণ করবে। তবে, কৃষি খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সুদহারের সর্বোচ্চ সীমা যথারীতি প্রযোজ্য হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণে সুদের হারের সর্বোচ্চ সীমা বর্তমানে ৮%। ব্যাংক সরাসরি কৃষককে ঋণ বিতরণ করলে গ্রাহক পর্যায়ে এবং এমএফআই লিংকেজে ঋণ বিতরণ করলে এমএফআই পর্যায়ে সুদের হারের এই সর্বোচ্চ সীমা প্রযোজ্য হবে। কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে বাৎসরিক ভিত্তিতে অথবা ঋণের মেয়াদান্তে (যে সকল ঋণের মেয়াদ ১২ মাসের অধিক নয়) সরল হারে সুদ আরোপ করতে হবে। কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য কৃষি ও পল্লী ঋণের খাত/উপখাতওয়ারী সুদের হার সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে। ব্যাংক হতে প্রাপ্ত অর্থে পরিচালিত কৃষি ও পল্লী ঋণের ক্ষেত্রে এমএফআই গ্রাহক পর্যায়ে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে নমনীয় সুদ হার প্রয়োগ করবে।

৫.০৭। কৃষি ঋণের প্রধান (core) খাতে ঋণ বিতরণ

কৃষির প্রধান (core) ৩টি খাতে (যথা-শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) অন্যান্য খাতের চেয়ে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৫.০৮। ঋণের সর্বোচ্চ সীমা

ফসল উৎপাদনের জন্য একজন কৃষককে সর্বোচ্চ ১৫ বিঘা (৫ একর বা ২ হেক্টর) জমি চাষাবাদের জন্য নিয়মাচারে নির্ধারিত হারে ঋণ প্রদান করা যাবে। উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে বৃহদাকার জমিতে কৃষি ঋণের আবেদন ব্যাংকসমূহ তাদের প্রচলিত শর্তে নিয়ম অনুযায়ী বিবেচনা করতে পারবে।

৫.০৯। সিআইবি রিপোর্টিং ও সিআইবি ইনক্যোয়ারি

এসিডি সার্কুলার লেটার-০২ তারিখঃ ০৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ মোতাবেক যে কোন অঙ্কের সকল বকেয়া শস্য ও ফসল ঋণের ক্ষেত্রে সিআইবিতে রিপোর্ট করতে হবে। তবে নতুন মঞ্জুরি বা নবায়নের জন্য ২.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদী শস্য ও ফসল ঋণের ক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহের প্রয়োজন হবে না। খেলাপি ঋণগ্রহীতা যাতে কৃষি ঋণ না পান সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ঋণ বিতরণকারী ব্যাংককে নিশ্চিত হতে হবে।

৫.১০। জামানত

সাধারণভাবে ৫ একর পর্যন্ত জমিতে চাষাবাদের জন্য ফসল ঋণের ক্ষেত্রে শুধু সংশ্লিষ্ট ফসল দায়বন্ধন (Crop Hypothecation)-এর বিপরীতে ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে, ৫ একর এর বেশি জমি চাষাবাদের জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জামানত গ্রহণ করা/না করার বিষয়টি ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজের প্রচলিত শর্তে নিয়মানুযায়ী ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে। কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতায় আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রুপ/ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫.১১। ঋণ বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকা

'লীড ব্যাংক' পদ্ধতির আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখাসমূহ তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ইউনিয়নসমূহে ফসলসহ কৃষির বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করবে। তবে, অন্য ব্যাংক শাখার নামে বরাদ্দকৃত পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের কোন আগ্রহী আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট শাখার অনাপত্তিপত্র দাখিল সাপেক্ষে ঋণ প্রদান করা যাবে। এজন্য পার্শ্ববর্তী ব্যাংক শাখাসমূহের মধ্যে ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা বিনিময় করতে হবে। এছাড়া, বর্তমানে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংকের জন্য কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ বাধ্যতামূলক হওয়ায় লীড ব্যাংক পদ্ধতির আওতায় যে ইউনিয়ন যে ব্যাংক শাখার অনুকূলে বরাদ্দকৃত সেই ব্যাংক শাখা হতে অনাপত্তিপত্র নিয়ে উক্ত এলাকায় বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহ কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করবে।

৫.১২। কৃষি ঋণ পাশ বই

কৃষি ঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণ প্রদানের জন্য 'পাশ বই' আবশ্যক এবং এতদ্সংক্রান্ত বিদ্যমান সকল নিয়মকানুন যথাযথভাবে পালন করতে হবে। নতুন ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই পাশ বই ইস্যুর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করতে হবে। উল্লেখ থাকে যে, পাশ বইয়ের বিকল্প হিসেবে ব্যাংক স্টেটমেন্ট গ্রহণযোগ্য হবে।

৫.১৩। ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা মোতাবেক যথাসময়ে ঋণ বিতরণ

ব্যাংক শাখা কর্তৃক যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে ঋণ বিতরণ, তদারকি ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা পরিশিষ্ট "চ" তে সন্নিবেশিত হ'ল। তবে, সংশ্লিষ্ট ফসলের জন্য ঋণ বিতরণকাল ও পরিশোধসূচি স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই পরিবর্তন করতে পারবে। অঞ্চলভেদে শস্য বপন/রোপণের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শস্য বপন/রোপণ বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপণের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

৫.১৪। মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/ রিলে চাষ

যে সব অঞ্চলে মূল ফসলের পাশাপাশি একই সময়ে একই জমিতে অন্য একটি সাথী ফসল উৎপাদন সম্ভব, সে এলাকায় আগ্রহী কৃষকদেরকে মূল ফসলের জন্য প্রদত্ত ঋণের সাথে সাথী ফসল চাষের জন্য অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করা যাবে। এ জন্য পরিশিষ্ট 'ছ' তে সাথী ফসলের ঋণ নিয়মাচার অনুসরণযোগ্য। উক্ত পরিশিষ্টে উল্লেখ নেই এমন মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষের ক্ষেত্রে নিয়মাচারের বিষয়ে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে ব্যাংক ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.১৫। শস্য বহুমুখীকরণ (Crop Diversification)

খাদ্য উৎপাদনে দেশের সফলতা অব্যাহত রাখা এবং জনগণের জন্য সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আলু, ডাল, তৈলবীজজাত খাদ্য, ভুট্টা ইত্যাদির বহুমুখী ব্যবহার জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করার জন্য "শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচির" মাধ্যমে উক্ত

ফসলসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সাধারণ ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি উক্ত লাভজনক ফসলসমূহে ঋণ প্রদানে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করবে।

৫.১৬। এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার

অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন, ফসলের ধরণ অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভালো উৎপাদন হয় সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতিতে বাস্তবভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। যে সকল এলাকায় পর্যাপ্ত শাক-সবজি, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল জাতীয় শস্য, কলা, বাউকুল, স্ট্রবেরী, পাম, কমলা, আগর, পান-বরজ, মরিচ, আলু ইত্যাদি ফসল উৎপাদন হয়, সে সকল এলাকায় ঐসব ফসলের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে এ সংক্রান্ত তালিকা সংগ্রহপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসের মাধ্যমে অর্জিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকেও এ ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে।

৫.১৭। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ

প্রকৃত ক্ষুদ্র কৃষক, প্রান্তিক, ভূমিহীন এবং বর্গাচাষিরা যাতে সহজে এবং সময়মত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় হয়রানিমুক্তভাবে কৃষি ঋণ বিশেষ করে শস্য ও ফসল ঋণ পান তা নিশ্চিত করার জন্য যতদূর সম্ভব ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় হাটের দিন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার কর্মকর্তারা ক্যাম্প করে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার ও ঋণ বিতরণ করতে পারেন।

৫.১৮। ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের অংশ হিসেবে ১০ টাকায় খোলা কৃষক একাউন্টধারীদেরকে একাউন্ট এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ এবং একাউন্ট সচল রাখতে উৎসাহ প্রদান

ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের অংশ হিসেবে কৃষকদের অনুকূলে বিভিন্ন ব্যাংকে ১০ টাকায় খোলা হিসাবের মাধ্যমে ভর্তুকি জমা ছাড়াও ঋণ প্রদান, সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন, রেমিট্যান্স জমা ইত্যাদি ব্যাংকিং কার্যক্রম উৎসাহিত করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

ক) কৃষি ঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বাড়াতে যে সকল কৃষকের এ ধরনের হিসাব রয়েছে তাদেরকে বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া এসব হিসাবের মাধ্যমে আবশ্যিকভাবে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে।

খ) হিসাবসমূহের লেনদেন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব হিসাবের ওপর সুদ হার সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবের চেয়ে ১-২ শতাংশ বেশি হারে দেয়ার বিষয়টি ব্যাংকগুলো বিবেচনা করবে।

গ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর প্রধান কার্যালয় তাদের শাখাগুলোর প্রধানগণকে কৃষকের এসব হিসাব সচল রাখার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে।

ঘ) এ বিপুল পরিমাণ হিসাব সচল রাখার জন্য কৃষকের ফসল বিক্রির টাকা বা তাদের গচ্ছিত টাকা এসব হিসাবে জমা, রেমিট্যান্স আদান-প্রদান ইত্যাদি স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে তাদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের un-tapped savings সংগ্রহ করতে পারে।

ঙ) ব্যাংক শাখাগুলো এ ধরনের হিসাবে রক্ষিত সঞ্চয়ের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত স্বল্পসুদে ঋণ সুবিধা দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

চ) এ হিসাবগুলোতে ন্যূনতম ব্যালেন্স রাখার কোন বাধ্যবাধকতা এবং কোনরূপ চার্জ বা ফি আরোপ করা যাবে না।

ছ) এ ধরনের হিসাবে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্থিতির ক্ষেত্রে আবগারী শুল্ক/লেভি কর্তন রহিত করা হয়েছে।

জ) কৃষকের হিসাবগুলোকে কখনোই ইনঅপারেটিভ বা ডরমেন্ট করা যাবে না।

ঝ) কৃষকদের শিক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তাদেরকে চেকের বদলে নগদ উত্তোলন ভাউচার দেয়া যাবে। তবে, যে সকল কৃষক চেক বই চায় তাদেরকে চেক বই দেয়া যাবে।

ঞ) ১০ টাকার হিসাবগুলো সচল রাখার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে অধিকতর গতিশীল করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে সহজতর শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব উৎস থেকে ২০০.০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল (Revolving Refinance Fund) গঠন করেছে।

উল্লেখ্য, সময়মত সরকারের দেয়া ভর্তুকি জমা ছাড়াও স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে দশ টাকায় খোলা কৃষক হিসাবগুলো কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে বিবরণী দাখিল করছে, যা অব্যাহত থাকবে।

৫.১৯। আবর্তনশীল শস্যঋণ সীমা পদ্ধতি

কৃষি ঋণ বিতরণের অবিরাম প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য ৩ বছর মেয়াদি একটি আবর্তনশীল শস্য ঋণসীমা পদ্ধতি (Revolving crop credit limit system) প্রচলন করা হয়েছে। অবিরাম ফসল উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত কৃষকগণ এ পদ্ধতির আওতায় ঋণ সুবিধা পাবেন। এই ঋণ বিতরণের জন্য ইতোপূর্বে বিতরণকৃত সকল শস্য ঋণের সমুদয় সুদাসল আদায় করে পুনঃডকুমেন্টেশন ব্যতিরেকেই ঋণ নবায়নপূর্বক পুনরায় ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণ করা যাবে। দলিলাদি সম্পাদন যথাসম্ভব সহজীকরণ করতে হবে। ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকদের নিকট ক্ষমতা অর্পণ (Power delegate) করবে। ঋণ মঞ্জুরির পর উৎপাদন পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হলে এবং ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে কৃষকগণ পুনরায় ব্যাংকের নিকট আবেদন করতে পারবেন। এ সুবিধার আওতায় ঋণের জামানত, ঋণ সীমা, সুদের হার ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আলোকে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই প্রণয়ন করবে।

৫.২০। চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন (Contract Farming)-এর আওতায় সংশ্লিষ্ট কৃষকদের ঋণ প্রদান

উৎপাদনকারী কৃষক এবং বৃহদাকারে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থা বাজারজাতকরণের খরচ কমিয়ে আনার মাধ্যমে কৃষকদেরকে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য (fair price) পেতে ভূমিকা রাখতে পারে। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, রপ্তানি এবং বাড়তি ভোগ চাহিদা সৃষ্টি হওয়ার কারণে কিছু কিছু কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ইতোমধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কৃষকদের প্রয়োজনীয় ইনপুট যথাঃ সার, বীজ, কীটনাশক, নগদ অর্থ সরবরাহ করে এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান নিকটবর্তী বাজারসমূহে উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারমূল্য পর্যালোচনা করে ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করে থাকে। ব্যাংক হতে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডকুমেন্টের প্রয়োজন হয়। অপরদিকে, উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান হতে সহজে ঋণ গ্রহণের সুযোগ থাকায় এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বিপণনের জন্য বাজার নিশ্চিত থাকার কারণে কৃষকগণ এ পদ্ধতিতে ঋণ গ্রহণ করে উপকৃত হয়ে থাকে।

৫.২০.১। চুক্তিতে যেসব বিষয় উল্লেখ থাকবে

চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থার আওতায় প্রকৃত কৃষকের সঙ্গে একক বা গ্রুপ ভিত্তিতে ক্রেতার একটি বৈধ চুক্তি (৩০০ টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল ষ্টাম্প পেপারে সম্পাদিত) সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিতে নিম্নোক্ত বিষয় অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে ঃ

ক) চুক্তিটি অবশ্যই কৃষি পণ্য উৎপাদনের পূর্বে সম্পাদিত হতে হবে। গ্রুপ ভিত্তিক চুক্তি সম্পাদনকালে একই ধরণের পণ্য উৎপাদনকারী কৃষকের সহিত আলাদাভাবে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ একই চুক্তির আওতায় একাধিক পণ্য উৎপাদনকারী কৃষকের সহিত চুক্তি করা যাবে না। চুক্তিতে মেয়াদকাল, জমির পরিমাণ, তফসীল, উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ, পণ্যের গুণগতমান, চাষ পদ্ধতি, শস্য সরবরাহ ব্যবস্থা, পণ্যের মূল্য, অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি, বীমা ব্যবস্থা (শস্য বীমা চালু হওয়া সাপেক্ষে) ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে।

খ) এ ধরনের চুক্তিতে কৃষককে কৃষি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেসব সহযোগিতা প্রদান করা হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ যদি কৃষকের অনুকূলে ঋণ প্রদান করা হয় তাহলে ঋণের পরিমাণ, ঋণের সুদের হার, ঋণ সমন্বয় পদ্ধতি ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে। এছাড়া উপকরণ (যেমন-বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি) সহায়তার ক্ষেত্রে উপকরণের নাম, পরিমাণ, উপকরণের মূল্য এবং মূল্য কিভাবে ঋণ পরিশোধের সাথে সমন্বিত হবে তা উল্লেখ করতে হবে।

গ) কৃষকের উৎপাদিত পণ্য চুক্তিতে উল্লিখিত গুণাগুণ অনুযায়ী হলে/না হলে পণ্যের বিক্রয়মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হবে, কৃষক যদি উক্ত উৎপাদিত পণ্য তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করে সেক্ষেত্রে কৃষকের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ ও উপকরণ সহায়তা কিভাবে সমন্বিত হবে তা চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

ঘ) ঋণ এবং উপকরণ সহায়তা ব্যতীত অন্যান্য সহায়তা যেমন প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা ইত্যাদি প্রদান করা হলে তা বিনামূল্যে কিনা অথবা মূল্য নির্ধারণ করা হলে কি পরিমাণ তা চুক্তিতে উল্লেখ করতে হবে ।

ঙ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কৃষকের অনুকূলে নির্দিষ্ট শর্ত উল্লেখ করতে হবে।

৫.২০.২। উদ্যোক্তা বা ক্রেতার যোগ্যতা

ক) রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানী হতে হবে।

খ) কৃষি পণ্য সংরক্ষণ, বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

গ) মাঠ পর্যায়ে কৃষকের সঙ্গে কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৫.২০.৩। অন্যান্য শর্তসমূহ

ক) কৃষিভিত্তিক শিল্পোদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কৃষি পণ্য উৎপাদনকারী কৃষকের সঙ্গে একক বা গ্রুপ ভিত্তিতে সম্পাদিত চুক্তির একটি কপি বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করতে হবে এবং এ ধরনের প্রতিটি ঋণ প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

খ) কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আওতায় কৃষকের সাথে গ্রুপ ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদন করলে সম্পাদিত চুক্তির সহিত কৃষকের তালিকা অত্র বিভাগে সরবরাহ করতে হবে। তালিকায় কৃষকের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।

গ) কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-এর আওতায় প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে কৃষক পর্যায়ে প্রকৃত সুদহার (reducing balance পদ্ধতিতে) নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ঋণের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা প্রযোজ্য হবে এবং উক্ত সুদহারের অতিরিক্ত কোন চার্জ আরোপ করা যাবে না।

ঘ) উপকারভোগী কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ও হিসাব বিবরণী সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংরক্ষণ করতে হবে এবং চাহিদামত অর্থায়নকারী ব্যাংককে তা সরবরাহ করতে হবে।

ঙ) কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আওতায় কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় উল্লিখিত ফসলসমূহের ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফসল চাষে একর প্রতি ঋণসীমা অনুসরণ করতে হবে।

চ) কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আওতায় কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় উল্লিখিত খাত/উপখাত সমূহের মধ্যে কেবলমাত্র ফসল উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, মৎস্য চাষ এবং প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় দুগ্ধ উৎপাদন ও গরু মোটাতাজাকরণ উপখাতে ঋণ প্রদান করা যাবে ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আওতায় প্রদত্ত ঋণসমূহের সদ্ব্যবহার যাচাইকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনবোধে সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এছাড়া, ব্যাংকসমূহ নিজেরাও ঋণ বিতরণের পর সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনাপূর্বক উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের একটি কপি বাংলাদেশ ব্যাংকে সরবরাহ করবে। প্রেরিতব্য প্রতিবেদনে সকল কৃষকের নামের তালিকা, জমির পরিমাণ, কৃষকওয়ারী ঋণের পরিমাণ, কৃষকের অনুকূলে উপকরণ সহায়তার ক্ষেত্রে উপকরণের মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে। কৃষক পর্যায়ের তথ্যাদি সরবরাহে ব্যর্থ হলে এবং কৃষকগণ চুক্তি অনুযায়ী সার্বিক সহায়তা না পেলে উক্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫.২০.৪। রিপোর্টিং

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আওতায় প্রদত্ত ঋণসমূহের বিস্তারিত বিবরণী ব্যাংকসমূহ ইতিপূর্বে প্রদত্ত ছক মোতাবেক প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তর কৃষি ঋণ বিভাগ বরাবর প্রেরণ করবে।

৫.২১। মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম

বিগত ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়। বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে যে সকল ব্যাংকের পল্লী অঞ্চলে শাখার সংখ্যা অপ্রতুল তারা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই)-এর সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ যাদের পর্যাপ্ত শাখা (৫০০ এর অধিক)

রয়েছে তারা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই)-এর সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে ঃ

ক) এমআরএ'র অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংককেই গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী উভয় ধরণের ব্যাংকের ক্ষেত্রেই এ রীতি প্রযোজ্য হবে। এ লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংককেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য/বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করতে হবে।

খ) এমএফআই হতে ঋণের পরিমাণ, গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সম্ভাব্য আকার এবং ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, মেয়াদকাল, ব্যবহার (খাত-উপখাত), কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য সুদহার, প্রকল্প এলাকা (জেলা, উপজেলা) ইত্যাদির উল্লেখসহ একটি সুনির্দিষ্ট ঋণ প্রস্তাবনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তাদেরকে অর্থায়নের বিষয়ে বিবেচনা করবে এবং সংশ্লিষ্ট মঞ্জুরিপত্র/চুক্তিপত্রে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

গ) সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রথমবার অর্থ ছাড়ের আবেদনের সময় অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট তথ্য যথা-ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, মেয়াদকাল, ব্যবহার (খাত-উপখাত), কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য সুদহার, প্রকল্প এলাকা (জেলা, উপজেলা) ইত্যাদির সমন্বিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সরবরাহ করবে এবং পরবর্তীতে প্রতিবার পুনরায় অর্থ ছাড়ের আবেদনের ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত অর্থায়ন প্রকৃতই কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সরবরাহ করবে।

ঘ) ব্যাংক কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থ ছাড় করার পর উক্ত অর্থ কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ হবার পরই কেবলমাত্র তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিবেচিত হবে।

ঙ) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ৬০ শতাংশ শস্য ও ফসল খাতে বিতরণের ব্যাপারে যে নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে তা অর্জনে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকসমূহসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সচেষ্ট থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি শস্য ও ফসল খাতেও ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণ করতে হবে।

চ) এমএফআই একই সাথে একাধিক ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এক্ষেত্রে, ব্যাংকসমূহ ঋণ গ্রহীতাদের উপজেলা/ইউনিয়ন/গ্রাম ভিত্তিক কৃষকদের তালিকা বিনিময় করতে পারে। পরিদর্শনকালে ব্যাংক তাদের বিতরণ করা ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। এমএফআই লিংকেজের আওতায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ঋণের Overlapping রোধকল্পে তথা ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণের স্বার্থে এমএফআই নির্বাচনে ব্যাংকসমূহকে সতর্ক হতে হবে।

ছ) ব্যাংক কর্তৃক এমএফআই লিংকেজে কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে এমএফআই পর্যায়ে সুদের হারের সর্বোচ্চ সীমা ৮% এবং এমএফআইসমূহের জন্য ব্যাংক হতে গৃহীত কৃষি ঋণ গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণের ক্ষেত্রে সুদের হারের সর্বোচ্চ সীমা ও অন্যান্য নীতিমালা এমআরএ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

জ) ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজের আওতায় এমএফআই কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ সম্পন্ন হওয়ার পর অর্থায়নকারী ব্যাংক সংশ্লিষ্ট এমএফআই কর্তৃক বিতরণকৃত সকল ঋণ গ্রহীতার তথ্য ও দলিলাদির সঠিকতা যাচাই করবে এবং ঋণগ্রহীতাদের মধ্য হতে ন্যূনতম ১-২ শতাংশ গ্রাহকদের অনুকূলে বিতরণকৃত ঋণসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করবে। উক্ত পরিদর্শন কার্যক্রমের ভিত্তিতে ব্যাংক কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে সরবরাহ করতে হবে। একাধিক এমএফআই এর জন্য পৃথকভাবে সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন সরবরাহ করতে হবে।

ঝ) ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনকরতঃ পরিদর্শন প্রতিবেদন কৃষি ঋণ বিভাগে সরবরাহ করার পর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নমুনাভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। কোনো নির্দিষ্ট এমএফআই এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণসমূহ হতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনকৃত ঋণসমূহের মধ্যে গ্রহণযোগ্য ঋণের আনুপাতিক হার অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অর্থবছরে বিতরণকৃত মোট ঋণ হতে গ্রহণযোগ্য ঋণের পরিমাণ হিসাবায়ন করা হবে।

ঞ) ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজের আওতায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে এমএফআই এর শাখাসমূহে ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি কম্পিউটারাইজড ডাটাবেইজে সংরক্ষণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক নিশ্চিত করবে। এমএফআই এর সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ বিতরণকৃত ঋণ সংক্রান্ত তথ্য ও দালিলিক প্রমাণাদি ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের নিকট সরবরাহ করবে। উক্ত শাখাসমূহ বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত শাখায় সংরক্ষণ করবে; যা অর্থায়নকারী ব্যাংক অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের নিকট তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবে। অর্থায়নকারী ব্যাংক অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের নিকট এমএফআই এর সংশ্লিষ্ট শাখা ঋণ গ্রহীতার তথ্যাদি তাৎক্ষণিক সরবরাহ করতে সমর্থ না হলে সংশ্লিষ্ট শাখার বিতরণকৃত ঋণসমূহ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঋণের অংশ বিশেষ পরিদর্শন দলের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫.২২। এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কৃষি ঋণ প্রদান

বিগত ০৯ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এজেন্ট ব্যাংকিং গাইডলাইন্স প্রবর্তন করা হয়েছে। অন্যান্য ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি দেশের সর্বত্র কৃষি ঋণ কার্যক্রম অধিকতর সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। সেপ্রেক্ষিতে, যে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু আছে এবং যে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক সে সকল ব্যাংক চলমান কৃষি ঋণ বিতরণ পদ্ধতির পাশাপাশি এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

এক্ষেত্রে, ব্যাংকসমূহকে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবেঃ

ক) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত "গাইডলাইন্স অন এজেন্ট ব্যাংকিং ফর দা ব্যাংকস"-এ বর্ণিত নীতিমালা অনুসারে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হতে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যাংকসমূহ এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে, এজেন্ট বুথের মাধ্যমে ঋণের আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাইকরণ, কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ এবং ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণের কিস্তি আদায় করা যাবে। তবে, ঋণের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ, ঋণ মঞ্জুরি এবং ঋণের প্রয়োজনীয় তদারকি ব্যাংক কর্তৃক সম্পন্ন করতে হবে।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতাভুক্ত খাত/উপখাতসমূহে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা যাবে। এক্ষেত্রে, এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণসহ সামগ্রিকভাবে ব্যাংকের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৬০ শতাংশ শস্য/ফসল খাতে বিতরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাংককে সচেষ্ট থাকতে হবে। এছাড়া, বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFI) এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনায় অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। যে সকল ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক রয়েছে তাদেরকে এমএফআই পার্টনারশীপ নির্ভরতা হ্রাস করে এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

গ) এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রতি অর্থবছরের শুরুতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত ঋণ নিয়মাচার এবং অন্যান্য নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

ঘ) এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির আলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সুদহারের সর্বোচ্চ সীমা প্রযোজ্য হবে। ঋণ বিতরণে বাৎসরিক ভিত্তিতে অথবা ঋণের মেয়াদান্তে (যে সকল ঋণের মেয়াদ ১২ মাসের অধিক নয়) এবং কিস্তিতে আদায়ের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান হার পদ্ধতিতে সুদ আরোপ করতে হবে।

ঙ) এজেন্টদের কমিশন বা সার্ভিস চার্জ বাবদ গ্রাহকের নিকট হতে নির্ধারিত সুদহারের অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ০.৫০% সার্ভিস চার্জ (ভ্যাট সহ) আদায় করা যাবে। এছাড়া, কোন উপায়ে গ্রাহকের নিকট হতে উক্ত সার্ভিস চার্জ ব্যতীত অন্য কোনরূপ ফি/চার্জ আদায় করা যাবে না এবং এই সার্ভিস চার্জ ব্যাংক কর্তৃক কর্তনের মাধ্যমে এজেন্টের হিসাবে প্রদান করতে হবে অর্থাৎ এজেন্ট সরাসরি ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে কোন সার্ভিস চার্জ আদায় করতে পারবে না।

চ) ঋণ গ্রহীতা কৃষক/গ্রাহকগণের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ও হিসাব বিবরণী সংশ্লিষ্ট এজেন্ট ও ব্যাংক কর্তৃক সংরক্ষণ করতে হবে এবং চাহিদামত সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে তা বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে।

ছ) এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে "পরিশিষ্ট-ট" মোতাবেক প্রতি মাস সমাপনান্তে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগে দাখিল করতে হবে।

জ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যে কোন সময় ব্যাংকসমূহের এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝ) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংককেই এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রকৃত কৃষক পর্যায়ে ঋণ পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি অনুসারে এবং কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ হবার পরই কেবলমাত্র তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিবেচিত হবে।

৫.২৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ

কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম নিবিড় তদারকিধর্মী। প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যায় যে, ব্যাংকগুলোতে জনবলের অভাবে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ে বিঘ্ন ঘটছে; প্রদত্ত ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই করতেও সমস্যা হচ্ছে। এ সমস্যা নিরসনে শাখা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল নিয়োগের জন্য ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

নিয়মিতভাবে নিয়োগ দেয়া সম্ভব না হলে 'কাজ নেই, বেতন নেই' (no work, no pay) ভিত্তিতে সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া, যে সকল ব্যাংকের শাখা/জনবলের সীমাবদ্ধতা রয়েছে সে সকল ব্যাংক তাদের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রাহক নির্বাচন, ঋণ প্রস্তাব তৈরিকরণ, মূল্যায়ন, মঞ্জুরি, ঋণ বিতরণ, মনিটরিং, আদায় ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজে কোন কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে এজেন্ট/ইন্টারমিডিয়ারি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।

৫.২৪। পৃথক কৃষি ঋণ বিভাগ/সেল গঠন প্রসঙ্গে।

কৃষি ঋণ বিতরণ, আদায় এবং এ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তদারকি জোরদার করার লক্ষ্যে সকল তফসিলি ব্যাংক স্ব-স্ব প্রধান কার্যালয়ে কৃষি ঋণ সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য পৃথক কৃষি ঋণ বিভাগ/সেল গঠনপূর্বক প্রয়োজনীয় লোকবল পদায়ন এবং শাখা পর্যায়ে একজন বা একাধিক কর্মকর্তাকে কৃষি ঋণ সংশ্লিষ্ট সকল কাজের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রদান করবে।

উক্ত বিভাগ/কর্মকর্তা কৃষি ঋণ সংশ্লিষ্ট সকল কাজ যেমনঃ গ্রাহক নির্বাচন, ঋণ প্রস্তাব তৈরিকরণ, মূল্যায়ন, মঞ্জুরি, তদারকি করা, ঋণ বিতরণ, আদায়, জেলা/উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভা ও অন্যান্য সভায় অংশগ্রহণ, কৃষকের সাথে সভায় অংশগ্রহণ, ঋণ খেলাপি হওয়ার পূর্বেই তদারকি জোরদারকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।

৫.২৫। নিজস্ব শাখার মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ

২০০৮-০৯ সাল থেকে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারী ব্যাংকসমূহকেও কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের আওতায় আনা হয়। তদ্‌প্রেক্ষিতে, যে সকল বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের পল্লী অঞ্চলে শাখার সংখ্যা অপ্রতুল তারাও যাতে আবশ্যিকভাবে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করতে পারে সেলক্ষ্যে তাদেরকে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই)-এর সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছিল। তবে, বিগত বছরসমূহে পল্লী অঞ্চলে শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রত্যেক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে কৃষি ঋণ সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য পৃথক কৃষি ঋণ বিভাগ/সেল গঠনপূর্বক প্রয়োজনীয় লোকবল পদায়ন ও শাখা পর্যায়ে ন্যূনতম একজন কর্মকর্তাকে কৃষি ঋণ সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারী ব্যাংকসমূহের নিজস্ব সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এখন থেকে কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে এমএফআই লিংকেজ-এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার বিষয়ে ব্যাংকসমূহকে সচেষ্ট হতে হবে। কারণ, ব্যাংকের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হলে কৃষকেরা অপেক্ষাকৃত কম সুদে ঋণ গ্রহণ করতে পারে এবং ব্যাংকের জন্যও প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই ও মনিটরিং এর মাধ্যমে ঋণের গুণগত মান বজায় রাখা সহজ হয়।

এপ্রেক্ষিতে, কৃষকদের নিকট কৃষি ও পল্লী ঋণকে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে দেশে কার্যরত সকল বাংলাদেশী বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য নির্ধারিত কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৩০% নিজস্ব সক্ষমতায় তথা নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বিতরণ করার বিষয়টি ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর থেকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি, কৃষকদের তুলনামূলক স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করণার্থে ব্যাংকসমূহকে নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে মাসিক/দ্বিমাসিক সভায় উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের মোট কৃষি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলেও তাদেরকে অর্থবছর শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কোন লেটার অব এ্যাপ্রিসিয়েশন প্রদান করার বিষয়টি বিবেচনায় না আনাও যেতে পারে। যে সকল বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংক নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করবে তাদেরকে লেটার অব এ্যাপ্রিসিয়েশন প্রদান করা যেতে পারে।

৫.২৬। কৃষি ঋণ সম্পর্কিত তথ্য প্রচার

কৃষকদেরকে কৃষি ঋণ বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহের প্রতিটি শাখায় কৃষি ঋণের সুদ হার, কৃষি ঋণের খাতসমূহের বিবরণ, ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য প্রদত্ত কৃষি ঋণের রেয়াতি সুদ হার এবং শাখার কৃষি ঋণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার যোগাযোগ নম্বর সম্বলিত ব্যনার-ফেস্টুন দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.০। কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচি

কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতায় ফসল উৎপাদনসহ পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবেঃ

৬.০১। কর্মসূচির আওতাভুক্ত খাত/উপখাতসমূহ

কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত খাত/উপ-খাতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক) শস্য/ফসল (ধান, গম, ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদিসহ পরিশিষ্ট-ঙ তে উল্লিখিত সকল ফসল);
খ) মৎস্য সম্পদ;
গ) প্রাণিসম্পদ;
ঘ) কৃষি যন্ত্রপাতি (ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ);
ঙ) সেচ যন্ত্রপাতি (ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ);
চ) বীজ উৎপাদন (পরিশিষ্ট-জ ও ঝ অনুযায়ী কৃষক পর্যায়ে প্রদানের জন্য);
ছ) শস্যগুদাম ও বাজারজাতকরণ (শুধুমাত্র নিজস্ব উৎপাদিত ফসল গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ);
জ) দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকাণ্ড (পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে প্রদত্ত ঋণ);
ঝ) অন্যান্য (ঋণ নিয়মাচারে উল্লিখিত হয়নি এমন অপ্রচলিত ফসল চাষ/কৃষিতে প্রদত্ত ঋণ)।

স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি ঋণের আওতায় বিভিন্ন খাতে সম্ভাব্য ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পরিশিষ্ট 'ক' তে সন্নিবেশিত হলো। উল্লেখ্য, কৃষিভিত্তিক শিল্প খাত কৃষি ও পল্লী ঋণের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৬.০২। ঋণ নিয়মাচার ও ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ

কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন ফসলভিত্তিক কৃষি উপকরণ বাবদ খরচের ভিত্তিতে প্রণীত "ঋণ নিয়মাচার" অনুযায়ী একর প্রতি নির্ধারিত ঋণের পরিমাণ, ফসল বপন এবং সংগ্রহ মৌসুম অনুযায়ী "ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি", "শ্রেণীবিন্যাস/মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষভিত্তিক বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা", ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার এবং উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি (যথাক্রমে পরিশিষ্ট-ঙ, চ, ছ, ঢ ও ণ) ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

উল্লেখ্য, অঞ্চল ভেদে বাস্তবতার নিরিখে কৃষকদের প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে ঋণ নিয়মাচারে ফসলভিত্তিক নির্ধারিত ঋণের পরিমাণ ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি/হ্রাস করা যাবে। নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে চাষাবাদের জন্য নিয়মাচারে বর্ণিত জমির ভাড়া প্রযোজ্য হবে না।

৬.০৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন

ব্যাংকগুলো তাদের শাখাসমূহের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো বরাবরই কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণে উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক এ খাতে ঋণ বিতরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। কৃষি ও পল্লী ঋণের পরিমাণ ও আওতা বাড়াতে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকেও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

কৃষি ও পল্লী খাতে বেসরকারী ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অংশগ্রহণের ফলে এ খাতে ঋণ ও অগ্রিম সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এ খাতে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা অর্জনের বিষয়ে নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে ঃ

ক) মাঠ পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী ঋণের চাহিদা, এ খাতে ঋণ বিতরণে ব্যাংকের সামর্থ্য ও দক্ষতা, ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ খাতে ব্যাংকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংকগুলো প্রত্যেক অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের একটি যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। তবে এই লক্ষ্যমাত্রা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৩১ মার্চ তারিখের অবস্থাভিত্তিক নীট ঋণ ও অগ্রিমের ২.৫ শতাংশের চেয়ে কম হবে না।

খ) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের স্বার্থে প্রত্যেক ব্যাংক মাসিক ভিত্তিতে স্ব-স্ব ব্যাংকের আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি শাখা/আঞ্চলিক অফিস/প্রধান কার্যালয় পর্যালোচনা করবে। কোন ত্রৈমাসিকে আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে, অনর্জিত অংশ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক পরবর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা করতে পারে।

গ) অর্থবছর শেষে কোনো ব্যাংক কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারলে অনর্জিত অংশের সমপরিমাণ অথবা ৩% হারে হিসাবায়নকৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত জমাকৃত অর্থের ওপর কোনরূপ সুদ প্রদান করবে না।

ঘ) অনর্জিত অংশের সমপরিমাণ অর্থ জমা রাখলে কোনো ব্যাংক যদি পরবর্তী অর্থবছর/অর্থবছরসমূহের লক্ষ্যমাত্রার সাথে পূর্ববর্তী অর্থবছর/বছরসমূহের লক্ষ্যমাত্রার অনর্জিত অংশ সম্পূর্ণ/আংশিক বিতরণ করতে পারে, সেক্ষেত্রে জমাকৃত/কর্তনকৃত অর্থ সম্পূর্ণ বা আনুপাতিক হারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে ফেরত প্রদান করা হবে। লক্ষ্যমাত্রার অনর্জিত অংশের ৩% হারে হিসাবায়নকৃত অর্থ জমা রাখলে কোন ব্যাংক যদি পরবর্তী ০২ (দুই) অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার সাথে বিগত অর্থবছর/অর্থবছরসমূহের লক্ষ্যমাত্রার অনর্জিত অর্থ সম্পূর্ণ/আংশিক বিতরণ করতে পারে সেক্ষেত্রে জমাকৃত অর্থ সম্পূর্ণ/আনুপাতিক হারে ফেরত প্রদান করা হবে; অন্যথায়, উক্ত জমাকৃত অর্থ আর ফেরতযোগ্য হবে না।

ঙ) উপর্যুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের বিবরণীর সঠিকতা যাচাই করে নেয়া হবে।

চ) কোনো ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের পৃথক নির্দেশনা থাকলে সেই ব্যাংকের বা বিশেষ কোনো কারণে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকের ক্ষেত্রে অর্থ জমার উপরোক্ত বাধ্যবাধকতা শিথিল করা যেতে পারে।

৬.০৩.১। শস্য ও ফসল ঋণের জন্য অর্থ বরাদ্দ

২০২১-২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির অধীনে ব্যাংকগুলো কর্তৃক প্রাক্কলিত মোট লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৬০ শতাংশ ঋণ শস্য ও ফসল খাতে বিতরণ করতে হবে।

৬.০৪। মৎস্য সম্পদ খাতে ঋণ প্রদান

৬.০৪.১। মৎস্য চাষে ঋণ প্রদান

বর্তমানে মৎস্য চাষ একটি লাভজনক খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে চিংড়ি চাষ ও মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ একান্ত অপরিহার্য। মাছের রেণু উৎপাদন, প্রায় অবলুপ্ত দেশী মাছ (কৈ, মাগুর, শিং ইত্যাদি), রুই জাতীয় মাছ, মনোসেক্স তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, পাবদা, গুলশা ইত্যাদি মাছ চাষ, বাগদা ও গলদা চিংড়ি চাষ ইত্যাদির জন্য ঋণ প্রদান করতে হবে। সরকারের মৎস্য চাষ নীতিমালার আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে মৎস্য উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ নিয়মাচার (পরিশিষ্ট-ড/১,২) ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করা হ'ল। সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচারে অন্তর্ভুক্ত নেই সেসকল মৎস্য চাষে ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই স্থানীয় পরিস্থিতিতে মৎস্য চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত মাছ চাষের পরামর্শপত্র অনুসারে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি

নির্ধারণ করা যাবে। ইজারা পুকুরে মাছ/চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে পুকুর বন্ধকীর পরিবর্তে ইজারা মূল্যকে গুরুত্ব দিয়ে মৎস্য চাষ খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, মৎস্য খাতে মোট লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ১০% ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৬.০৪.২। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়ে ঋণ প্রদান

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসরত উপকূলীয় মৎস্যজীবিদের মাছ ধরার ট্রলার, নৌকা, জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়/সংগ্রহের জন্য তাদের অনুকূলে অধিকতর সহজ শর্তে স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বিতরণে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে-মাছ ধরা, মৎস্য চাষ, শুঁটকী মাছ উৎপাদন এর সাথে জড়িতদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে। উপকূলীয় মৎস্যজীবিদেরকে প্রয়োজনে গ্রুপভিত্তিতে ঋণ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

৬.০৪.৩। জলাশয়/জলমহাল/হাওড়ে মৎস্যচাষে ঋণ প্রদান

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো জলাশয়/জলমহাল/হাওড়ে দলভিত্তিতে মৎস্য চাষের জন্য মৎস্যজীবিদের ঋণ প্রদান করতে পারবে। সরকার কর্তৃক মৎস্য চাষের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপের প্রেক্ষিতে মৎস্য চাষের জন্য ঋণ প্রদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে বিষয়টি জনগণকে অবহিত করবে। মৎস্যজীবিরা যাতে ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারেন সে বিষয়ে তাদের উপযোগী প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

৬.০৪.৪। খাঁচায় মাছ চাষে ঋণ প্রদান

সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার কারণে খাঁচায় মাছ চাষ পদ্ধতি আমাদের দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিভিন্ন ধরনের জলাশয়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উপযোগী আকারের খাঁচা স্থাপন করে অধিক ঘনত্বে বাণিজ্যিকভাবে মাছ উৎপাদনের প্রযুক্তি হলো খাঁচায় মাছ চাষ। সম্প্রতি চাঁদপুর জেলার ডাকাতিয়া নদীতে থাইল্যান্ডের প্রযুক্তি অনুকরণে খাঁচায় মাছ চাষ সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকা এবং নাটোরের চলনবিলে খাঁচায় মাছ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

মৎস্য সম্পদ খাতের উপখাত হিসেবে খাঁচায় মাছ চাষ উপযোগী জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষে ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদান করতে পারে। এক্ষেত্রে স্থানীয় মৎস্য চাষি, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে ব্যাংকগুলো নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৬.০৪.৫। উপকূলীয় একোয়াকালচার খাতে ঋণ প্রদান

বাংলাদেশের উপকূলীয় মৎস্য চাষ চিংড়িসহ কয়েকটি মৎস্য চাষে সীমাবদ্ধ রয়েছে। তবে, উপকূলীয় অঞ্চলে সম্ভাবনাময় আরো অনেক মৎস্য প্রজাতিকে একোয়াকালচার এর আওতায় এনে দেশের প্রোটিন ঘাটতি পূরণসহ রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে কাদামাটির কাঁকড়া চাষ, কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ (crab fattening), ভেটকি ও বাটা জাতীয় মাছ চাষের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ পর্যাপ্ত না হওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও মূলধনী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হলে সমুদ্রে অপ্রচলিত মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের রপ্তানি আয় বাড়ানো সম্ভব।

উপকূলীয় এলাকার ব্যাংক শাখাসমূহ স্থানীয় মৎস্য চাষি ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক ঋণ প্রদান করতে পারে।

৬.০৪.৬। পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষে ঋণ প্রদান

কোন উন্মুক্ত বা আবদ্ধ জলাশয়ে এক বা একাধিক দিক বাশেঁর বানা, বেড়া, জাল বা অন্য কোন উপকরণ দিয়ে ঘিরে উক্ত জলাশয়ে মাছ মজুদ করে চাষ করাকে পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষ বলে। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরণের খালে, মরা নদীতে, হাওর, বাওড়, বন্যা প্লাবিত জলাভূমিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করে মাছের উৎপাদন বাড়ানোসহ বেকারত্ব দূর করা যেতে পারে।

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষ করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট মৎস্যচাষি/মৎস্য চাষিদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে পারে। ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে ব্যাংকগুলো নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো প্রয়োজনে স্থানীয় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করতে পারে।

৬.০৪.৭। বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে ঋণ প্রদান

মাছ চাষের আধুনিক উপায়সমূহের মধ্যে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ অন্যতম। এটা বৃহদাকার ড্রাম বা ট্যাংকে অধিক ঘনত্বে মাছ চাষের একটি আধুনিক প্রযুক্তি। এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ করলে সাধারণ পুকুরের চেয়ে একই পরিমাণ আয়তনে কয়েক গুণ বেশি মাছ চাষ করা সম্ভব। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হচ্ছে।

মৎস্য চাষ খাতের আওতায় ব্যাংকসমূহ বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য ঋণ বিতরণ করতে পারবে। ব্যাংকসমূহ এ খাতে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে স্থানীয় মৎস্য চাষি ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

৬.০৫। প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ প্রদান

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমানে দেশে প্রয়োজনের তুলনায় মাংস ও দুগ্ধ সরবরাহের পরিমাণ অপ্রতুল। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রাণিসম্পদের প্রচলিত নিম্নবর্ণিত খাত/উপখাতসমূহে ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২০২১-২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির অধীনে ব্যাংকগুলোর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ১০ শতাংশ প্রাণিসম্পদ খাতে বিতরণ করতে হবে।

৬.০৫.১। গবাদি পশু

ক) হালের বলদ ক্রয়, দুগ্ধ খামার স্থাপন, ছাগল/ভেড়ার খামার স্থাপন, গরু মোটাতাজাকরণ, গয়াল ও গাড়ল পালন ইত্যাদিতে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ব্যাংক গ্রহণ করবে।

খ) গরুর পাশাপাশি মহিষ পালন একটি লাভজনক খাত। গরুর মতো মহিষ হতেও দুধ ও মাংস পাওয়া যায়। পাশাপাশি হালচাষ এবং গ্রামীণ পরিবহণেও মহিষের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পরিবেশগত এবং প্রথাগত কারণে বাংলাদেশের চরাঞ্চলসহ যে সকল এলাকায় মহিষ পালন লাভজনক সে সকল এলাকায় মহিষ পালনের জন্য সংযুক্ত নিয়মাচার অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা যাবে।

গ) ব্যাংকের নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অফিসার বা একজন ভেটেরিনারী চিকিৎসক কর্তৃক সময়ে সময়ে গরু/ছাগলের খামার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রাহকদের ব্যাংক শাখার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সংযুক্ত নিয়মাচার অনুসরণ করবে (ঠ/৬-১২) এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.০৫.২। দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম

দেশের বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান, পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ গুঁড়াদুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ার্থে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গাভী ক্রয়, লালন-পালন এবং কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সংকর জাতের গাভীপালনের জন্য ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত নবায়ন/আবর্তনযোগ্য (Revolving) ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠন করা হয়। এ স্কীমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার নতুন ব্যাংক রেট কার্যকরের তারিখ অর্থাৎ ২৯/০৭/২০২০ তারিখ হতে সর্বোচ্চ ৩%। ব্যাংক/বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে সুদ ক্ষতি/ভর্তুকি বাবদ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট অতিরিক্ত ৫% দাবী করতে পারবে। এছাড়া, অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংক রেটে (বর্তমানে ৪%, যা পরিবর্তনশীল) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে স্বাক্ষরিত অংশগ্রহণ চুক্তিপত্রের (Participation Agreement) আওতায় সরকারী ও বেসরকারী খাতের ১৪টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে এ স্কীমের আওতায় সমুদয় অর্থ গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ সম্পন্ন করেছে।

৬.০৫.৩। পোলট্রি খাত

ডিম ও মাংস সরবরাহের মাধ্যমে দেশের প্রোটিন ঘাটতি পূরণে পোলট্রি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে নিজের একটি অবস্থান তৈরি করে নেয়া পোলট্রি শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ কর্মকাণ্ড কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে দেশে ডিম ও মাংসের চাহিদার তুলনায় সরবরাহের পরিমাণ অপ্রতুল। পোলট্রি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রাণিসম্পদের প্রচলিত নিম্নবর্ণিত খাত/উপখাতসমূহে ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ

ক) হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন এবং হাঁস-মুরগির খাদ্য, টিকা, ঔষধপত্র ক্রয় ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া তিতির, কোয়েল, খরগোশ, গিনিপিগ ইত্যাদির বিভিন্ন লাভজনক খামার স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। পোলট্রি খাতে ঋণ প্রদানের কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কেন্দ্রীভূত না রেখে ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ খাতে ঋণ প্রদানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ) পরিবেশগত এবং প্রথাগত কারণে বাংলাদেশের বিল এবং জলা এলাকাসহ যে সকল এলাকায় পারিবারিক উদ্যোগে হাঁস পালন লাভজনক সে সকল এলাকায় হাঁস পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

গ) পোলট্রি বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহের মধ্যে ব্রয়লার, লেয়ার মুরগি, তিতির এবং সোনালী মুরগী পালনে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি (পরিশিষ্ট-ঠ/১-৪) ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। অন্যান্য খাতসমূহে ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি নির্ধারণে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.০৫.৪। টার্কি পাখি পালনে ঋণ প্রদান

বাংলাদেশে টার্কি পাখি পালন ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। টার্কি পাখি পালনের জন্য উন্নত অবকাঠামোর দরকার হয় না এবং তুলনামূলক খরচ কম হওয়ায় এদেশের মানুষ টার্কি পালনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। টার্কির মাংসে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি এবং চর্বির আধিক্য কিছুটা কম হওয়ায় এটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে খামার করে টার্কি পালনে লাভবান হচ্ছে খামারীরা। টার্কি পাখি পালন একদিকে যেমন গরু বা খাসির মাংসের বিকল্পরূপে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করছে অন্য দিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। টার্কি পাখি পালনের প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্যও অর্জন করা সম্ভব। এলক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে টার্কি পাখি পালনে নিম্নবর্ণিত খাতসমূহে ঋণ প্রদান করা যেতে পারেঃ

ক) টার্কি পাখি ক্রয়, ছোট আকারের স্থাপনা নির্মাণ (সর্বোচ্চ ১০০০ টি টার্কি পাখি পালনের জন্য) এবং খাদ্য, টিকা ও ঔষধপত্র ক্রয় ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

খ) টার্কি পালনে তুলনামূলক খরচ কম, মাংস উৎপাদন ক্ষমতা বেশী ও ঝামেলাহীনভাবে দেশী মুরগীর মত পালন করা যায় বিধায় দেশের সকল অঞ্চলে এ খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

গ) টার্কি পালনে অন্যান্য পাখির তুলনায় রোগবালাই কম এবং খামারের ঝুঁকি কম হওয়ায় পারিবারিক উদ্যোগে টার্কি পালন খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিশিষ্ট-ঠ/৫ মোতাবেক নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.০৬। সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ প্রদান

দেশের বিভিন্ন এলাকায় পানির অভাবে এবং হালের বলদের স্বল্পতার কারণে চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে, দেশে চাষাবাদ পদ্ধতি যান্ত্রিকীকরণের উদ্দেশ্যে এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে প্রাপ্ত পানির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে সময়মত ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণের জন্য গভীর/অগভীর/হস্তচালিত নলকূপ, ট্রেডল পাম্প ইত্যাদির জন্য ব্যবহারকারী পর্যায়ে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন- ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, বারি সিডার (বীজ বপন যন্ত্র), বারি উইডার (আগাছা নিড়ানি যন্ত্র), অটোমেটিক সিডলিং নার্সারি মেশিন ইত্যাদি উপখাতে ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ঋণের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এতদ্‌ভিন্ন সারের অপচয় রোধ, উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং এর বিপরীতে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে ব্যাংকসমূহ দানাদার/গুটি ইউরিয়া তৈরির মেশিন প্রস্তুতকারীদের ঋণ প্রদান বিবেচনা করতে পারবে এবং তেমন ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র ব্যবহারকারী পর্যায়ে সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে গণ্য হবে।

৬.০৬.১। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ প্রদান

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য কারণে পাকা ফসল ঘরে উঠাতে দেরি হলে অনেক সময় কৃষকগণ ক্ষতির সম্মুখীন হন। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) এ সমস্যা মোকাবিলায় কৃষককে বহুলাংশে সাহায্য করতে পারে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এ ধরনের বেশ কিছু যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে (যেমন-পাওয়ার থ্রেসার, পাওয়ার ইউনোনেয়ার ও ড্রায়ার ইত্যাদি)। কৃষি যন্ত্র হিসেবে ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র বাবদ কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। কৃষকের স্বার্থে প্রত্যেক ব্যাংক হতে ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

৬.০৬.২। সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র ক্রয়ে ঋণ প্রদান

সেচযন্ত্র চালাতে সাধারণত বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে সকল এলাকায় বিদ্যুৎ নেই সেখানে সাধারণত ডিজেল চালিত সেচ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অথচ সৌরশক্তি ব্যবহার করেই সেচের কাজ করা সম্ভব। শুকনো মৌসুমে, যখন প্রচুর রোদ ওঠে এবং ক্ষেতে শুষ্কতা/খরা দেখা দেয় তখনই সাধারণত সেচের প্রয়োজন পড়ে। সেই সময়ে সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব। বর্ষা মৌসুমে বা মেঘলা আবহাওয়ায় সেচের প্রয়োজন পড়েনা বললেই চলে। সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র প্রায় ২০ বছর ব্যবহার করা যায়, ফলে প্রাথমিক ব্যয় কিছুটা বেশি হলেও প্রকৃত অর্থে তা সাশ্রয়ী। ব্যাংকগুলো এ ধরনের সেচ যন্ত্র ক্রয়ে মেয়াদী কৃষি ঋণ প্রদান করতে পারে।

৬.০৬.৩ । কৃষিতে সৌর শক্তির ব্যবহার

কৃষি খাতে জ্বালানী সংকট মোকাবেলা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার প্রসারের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সৌর শক্তি ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় অনগ্রসর এবং বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন এলাকায় ব্যক্তি পর্যায়ে সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে সোলার হোম সিস্টেম, সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম খাতে বিতরণকৃত ঋণসমূহ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৬.০৬.৪ । কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি পর্যায়ে ঋণ প্রদান

সম্প্রতি বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় কৃষিক্ষেত্রেও ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তির ছোঁয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে যা এদেশের সনাতন কৃষি ব্যবস্থাকে ক্রমান্বয়ে একটি আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করছে। এদেশে Agricultural Mechanization এর দ্রুত উন্নয়নের ফলে কৃষিকাজে সময় ও ফসল উভয়ের অপচয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে, সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের অনবদ্য প্রয়াস কৃষি-বান্ধব নীতিমালার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারকে আরও প্রসারিত করতে বৃহৎ ও মাঝারি কৃষকের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝেও কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বদ্ধ পরিকর।

বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬০% কৃষিকাজে নিয়োজিত হলেও, মাত্র ৫২.৯১% কৃষকের নিজের জমি আছে যাদের মধ্যে ৮৪.৩৯% কৃষকই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক অর্থাৎ তাদের জমির মালিকানা ০.৪৯৪-২.৪৭ একর মাত্র। গ্রামের এই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের বেশিরভাগই এত দরিদ্র যে, তাদের পক্ষে এককভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রে, সাধারণত কিছু অর্থবান কৃষকেরা ব্যয়বহুল কৃষি যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয় করে নিজে ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে অন্যদের জমিতে ব্যবহার করতে দেয়। তবে নিজস্ব অর্থায়নে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারে এ ধরনের কৃষকের সংখ্যা অপ্রতুল। এ কারণে ব্যাংকগুলো কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য প্রদত্ত কৃষিঋণ শুধুমাত্র ব্যবহারকারী পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না রেখে কৃষিকাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সকল ব্যক্তিকে একক অথবা গ্রুপভিত্তিতে প্রদান করতে পারে

যাতে তারা কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করে নিজের জমিতে ব্যবহার করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে অন্যদের জমিতে ব্যবহার করে ঋণ পরিশোধে সক্ষম হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এ খাতে এক বা একাধিক কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি পর্যায়ে স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদে একক অথবা গ্রুপভিত্তিতে প্রদত্ত সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ট যন্ত্রের বাজারমূল্যের অধিক হতে পারবে না। তাছাড়া, কোন কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি একই ধরণের একটির বেশী যন্ত্র ক্রয়ের জন্য ঋণ সুবিধা পাবেন না এবং ঋণ প্রদানের বিষয়টি ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

৬.০৭ । কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনে ঋণ প্রদান

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা, কৃষিখাতে সঠিক পরিকল্পনা ও যান্ত্রিকীকরণের অভাব, অপরিকল্পিতভাবে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার প্রভৃতি প্রতিনিয়ত আমাদের কৃষিখাতকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলছে। কৃষিখাতে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সারের ব্যবহার সাময়িকভাবে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করলেও তা পর্যায়ক্রমে জমির উর্বরতা শক্তি ক্ষয় করছে, যা ভবিষ্যৎ কৃষির জন্য একটি দুঃসংবাদ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে কৃষিবিদ এবং বিজ্ঞানীরা পরিবেশ বান্ধব জৈব সার ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করছেন। রাসায়নিক সারের পরিবর্তক হিসেবে কেঁচো কম্পোস্ট সার একটি ভাল, সস্তা এবং সহজলভ্য বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কেঁচো কম্পোষ্ট সার (Vermicompost) এক ধরণের জৈব সার, যা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাটির উর্বরতা শক্তি অক্ষুন্ন রাখতে সহায়তা করে। পচনশীল গাছ-গাছড়া ও গৃহপালিত প্রাণীর গোবরের মিশ্রণে কেঁচো ছেড়ে দিলে কেঁচো এই মিশ্রণ খেয়ে যে বিষ্ঠা ত্যাগ করে তা কেঁচো কম্পোস্ট সার হিসেবে পরিচিত। কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনকে জনপ্রিয় করতে এ খাতে ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পরিশিষ্ট "গ" এর ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী ঋণ প্রদান করবে। কেঁচো কম্পোস্ট সারের বাণিজ্যিক উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ খাতে ব্যাংকের অর্থায়নের বিপরীতে সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়।

৬.০৮ । শস্য/ফসল গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান

শস্য/ফসল ওঠা/কাটার মৌসুমে কৃষি পণ্যের দাম অনেক সময় হঠাৎ কমে যায়, ফলে উৎপাদনকারী কৃষক ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হন। পক্ষান্তরে, মুনাফালোভী ব্যবসায়ী/ফড়িয়ারা লাভবান হয়। এ অবস্থা এড়িয়ে কৃষক পর্যায়ে (সাধারণভাবে সর্বোচ্চ ৫ একর জমিতে) উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে গুদামজাতকৃত কৃষি পণ্যের বিপরীতে প্রকৃত কৃষককে স্বল্প মেয়াদে ঋণ প্রদান করতে হবে, যাতে সুবিধামত সময়ে পণ্য বিক্রি করে উৎপাদনকারী কৃষক পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেতে পারেন।

সরকার/সরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন পরিত্যক্ত/অব্যবহৃত গুদাম প্রয়োজনে জেলা/উপজেলা কৃষিঋণ কমিটির উদ্যোগে সংস্কার করে স্থানীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শস্য গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হলে উক্ত গুদামে গুদামজাতকৃত শস্যের বিপরীতে শস্য গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

এছাড়া, আলু আমাদের একটি অন্যতম প্রধান খাদ্য শস্য। কিন্তু, উৎপাদন মৌসুমে আলুর ব্যাপক উৎপাদনের ফলে দেশে বিদ্যমান সংরক্ষণাগারে উৎপাদিত আলুর এক তৃতীয়াংশ এর বেশী সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। মৌসুমে আলুর চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অধিক থাকার ফলে আলুর বাজার মূল্য হ্রাস পায় এবং পর্যাপ্ত সংরক্ষণাগারের অভাবে উৎপন্ন আলুর একটি বড় অংশ পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। এপ্রেক্ষিতে, গৃহপর্যায়ে স্বল্প খরচে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আলু সংরক্ষণের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করছে। গৃহপর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণ করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আগ্রহী কৃষকগণকে ব্যাংকসমূহ সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করতে পারবে। তবে, গৃহপর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণের প্রকৃত খরচ নির্ধারণে প্রয়োজনবোধে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।

৬.০৯ । উচ্চমূল্য ফসল (High Value Crops) খাতে ঋণ প্রদান

এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক প্রদত্ত বর্ণনানুযায়ী উচ্চমূল্য ফসল বলতে একর প্রতি উৎপাদিত গতানুগতিক বোরো (শীতকালীন) ধানের তুলনায় অধিক লাভজনক এবং অধিক বাজার সম্ভাবনাময় ফসলকে বুঝায়। উচ্চমূল্য ফসল বলতে সাধারণত ফলমূল, রকমারি ফুল,

সৌন্দর্যবর্ধক ও ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছগাছড়া, ডাল, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ইত্যাদিকে বুঝায়। উচ্চমূল্য ফসল খাতে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখবে এবং ঋণ বিতরণ করবে।

বিশেষ বিশেষ সবজি (করল্লা, লাউ, বেগুন, বাঁধাকপি, গাজর, ফুলকপি, বরবটি, সীম, মটরশুটি, ঢেঁড়শ, পটল, আলু, মিষ্টি কুমড়া, টমেটো, ব্রোকলি, কাকরোল, ক্যাপসিকাম, শসা), ফল (কলা, লেবু, পেয়ারা, বরই, লিচু, আম, পেঁপে, তরমুজ, মাল্টা, সফেদা, বাউকুল, স্ট্রবেরী, কমলা, আমড়া, রাম্বুটান, লটকন, ড্রাগন ফল), মসলা (আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ, ধনিয়া), তৈলবীজ (উফশী সূর্যমুখী, চিনাবাদাম ও ওয়েল পাম), কাজু বাদাম এবং পোলাউ'র (সুগন্ধি) চাল, উফশী ভুট্টা, মুগ ডাল ইত্যাদি উচ্চমূল্য ফসল হিসেবে বিবেচিত।

৬.১০। টিস্যু কালচার খাতে ঋণ প্রদান

টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশেই স্বল্প ব্যয়ে আলু, স্ট্রবেরি ও ইক্ষুসহ কিছু কিছু ফল ও ফুল গাছের উন্নতমানের বীজ/চারা উৎপাদন করা সম্ভব। টিস্যু কালচার খাতে বিনিয়োগ মূলত পুঁজিঘন হলেও তা কিছুটা সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নতমানের বীজ/চারা সরবরাহের মাধ্যমে কৃষকের উপকারে আসতে পারে। বিনিয়োগ ঝুঁকি পর্যালোচনাপূর্বক কৃষি ঋণের আওতায় টিস্যু কালচার খাতে ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদান করতে পারে।

৬.১১। পাট চাষ খাতে ঋণ প্রদান

পাট চাষে বাংলাদেশের রয়েছে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। সম্প্রতি পাটের জীবন রহস্য (genome sequence) আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ফলে পাট বীজের গুণগত মান, পুষ্টি, আঁশ উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, বেড়ে উঠার অবস্থা ইত্যাদি তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। এটি পাট চাষের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে। এর মাধ্যমে কম পানিতে পাট পঁচানো, রোগ ও আগাছা প্রতিরোধী, লবণাক্ততা সহনশীল এবং উন্নত আঁশ উৎপাদনকারী জাত উদ্ভাবন করে তা অল্প খরচে কৃষকের নিকট সরবরাহ করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন। বাংলাদেশের আবহাওয়া পাট চাষের উপযোগী হওয়ায় পৃথিবী জুড়ে বাংলাদেশী পাটের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পাট চাষের ক্ষেত্রে যে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তাকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। সঙ্গতকারণে, বাংলাদেশের যে সব অঞ্চলে পাট চাষ হয় সে সব অঞ্চলে উন্নত পাট বীজ উৎপাদন, পাট চাষ, চাষের সরঞ্জাম ক্রয় খাতে ব্যাংকগুলো সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে পারে।

৬.১২। ওয়েলপাম চাষে ঋণ প্রদান

ওয়েলপাম বাংলাদেশের তরল সোনা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। আমদানি নির্ভর ভোজ্য তেলের চাহিদা মেটানো এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে নতুন কৃষিপণ্য হিসেবে বাংলাদেশে ওয়েলপাম চাষ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। দেশের পাহাড়ি এলাকাসহ ২৭টি কৃষি অঞ্চল ওয়েলপাম চাষের জন্য খুবই উপযোগী। বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেট বিভাগের বেশকিছু এলাকায় সীমিত আকারে ওয়েলপাম চাষ শুরু হলেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এখনও ওয়েলপাম চাষ হচ্ছে না। চারা রোপণের সাড়ে তিন থেকে চার বছরের মধ্যে ওয়েলপাম গাছ থেকে তেল উৎপাদনের জন্য পরিপক্ক ফল পাওয়া যায় এবং বাণিজ্যিকভাবে ওয়েলপামের চাষ করলে তা থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে যে ওয়েলপামের বীজ উৎপাদিত হয় তা থেকে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে তেল উৎপাদন করা হয়, যা বাণিজ্যিকভাবে খুব একটা লাভজনক নয়। কিন্তু ক্রাশার মেশিনের মাধ্যমে অটোমেটিক পদ্ধতিতে পাম তেল উৎপাদন করা খুবই লাভজনক। তাই সমগ্র দেশে পরিকল্পিতভাবে ওয়েলপাম চাষ ছড়িয়ে দেয়া এবং উৎপাদিত ওয়েলপাম আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করা সম্ভব হলে তা ভোজ্য তেলের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

বাণিজ্যিকভাবে ওয়েলপাম চাষে সফলতা লাভের জন্য এ খাতে ব্যাংক ঋণের প্রয়োজন রয়েছে। ব্যাংক থেকে আর্থিক সহায়তা পেলে কৃষকগণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ওয়েলপাম চাষে আগ্রহী হবেন। তাই ওয়েলপাম চাষে আগ্রহীদেরকে ব্যাংকগুলো ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করে মধ্য/দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করতে পারে।

৬.১৩। আম, লিচু ও পেয়ারা চাষে ঋণ প্রদান

আম বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় ফল। আমকে বাংলাদেশের ফলের রাজা বলা হয়ে থাকে। ২০১৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম আম উৎপাদনকারী দেশ। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই কমবেশী আম উৎপাদিত হয়ে থাকে। তবে, রাজশাহী,

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে আমের চাষ করা হয়ে থাকে। এসব অঞ্চলে উৎপাদিত আম বর্তমানে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে চাষাবাদের মাধ্যমে আমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে আম রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। আমাদের দেশে সাধারণতঃ এপ্রিল-জুলাই মাসে আমের আবাদ শুরু হয় এবং মে-আগষ্ট মাসে পাকা আম বাজারে পাওয়া যায়। তবে, এ সময়কাল ছাড়াও, বাণিজ্যিকভাবে আম চাষের জন্য প্রায় সারাবছর আম বাগানের পরিচর্যা করার প্রয়োজন হয়। উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে একটু যত্নবান হলে আমের ফলন কয়েকগুণ বাড়ানো যায়। আর তাই এর যত্ন নিতে হয় আম সংগ্রহের পর থেকেই। মৌসুমের পর পরেই রোগাক্রান্ত ও মরা ডালপালা একটু ভাল অংশসহ কেটে ফেলতে হয়। এছাড়া প্রায় সারাবছর ধরে জমি তৈরি, সেচ প্রদান, সার ও কীটনাশক প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন হয়। এ সকল কারণে উৎপাদন মৌসুম ছাড়াও অন্যান্য সময়ে বাণিজ্যিকভাবে আম চাষের জন্য ঋণের প্রয়োজন হয়। তাই সমগ্র দেশে পরিকল্পিতভাবে আম চাষ ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে আমের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আম চাষীদের অনুকূলে সারাবছর ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে, এ ক্ষেত্রে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে ঋণ নিয়মাচার নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা যাবে।

অন্যদিকে, লিচু আমাদের দেশের একটি জনপ্রিয় ফল। দেশের সকল স্থানেই কমবেশি লিচু চাষ হয়ে থাকে। পরিকল্পিতভাবে লিচুবাগান করতে হলে চারা রোপণ থেকে শুরু করে সারাবছর ধরে জমি তৈরি, কীটনাশক প্রদান, সার প্রয়োগ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন হয়। এছাড়া আবহাওয়া ও মাটির ধরণ অনুসারে লিচু গাছে ফুল আসার পরে সপ্তাহ অন্তর সেচ দিতে হয়। লিচু চাষে ফল সংগ্রহের পর পর রোগাক্রান্ত ও মরা ডালপালা একটু ভাল অংশসহ কেটে ফেলতে হয়। লিচু ফলের মৌসুম শেষ হওয়ার পর পরই গুটি কলমকৃত লিচুর চারা রোপণ কার্যক্রম শুরু করতে হয়। তাই সারাবছর ধরেই লিচু চাষে অর্থের যোগান প্রয়োজন হয়। এ প্রেক্ষিতে, লিচু উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিচু চাষীদের অনুকূলে সারাবছর ঋণ প্রদান করা যাবে।

পেয়ারা ভিটামিন-সি, ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান সমৃদ্ধ একটি জনপ্রিয় ফল। দেশীয় ফলসমূহের মধ্যে পেয়ারা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত অন্যতম লাভজনক ফল হিসেবেও বিবেচিত। বর্তমানে বিভিন্ন উন্নত জাত উদ্ভাবন হওয়ায় বিভিন্ন ঋতুতে তথা সারা বছরই ব্যাপক হারে এবং প্রচুর পরিমাণে পেয়ারার উৎপাদন হচ্ছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলসহ প্রায় সমগ্র এলাকায় পেয়ারা চাষ হয়ে থাকে। পরিকল্পিতভাবে বাগান করে বাণিজ্যিকভাবে পেয়ারা চাষ করা হয়। অধিক উৎপাদনের জন্য উন্নত জাতের চারা রোপন, জমির পরিচর্যা, সার প্রয়োগ, বালাইনাশক পদ্ধতি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। পেয়ারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাগান পরিচর্যা এবং চাষে সারা বছরই চাষিদের অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঋণ নিয়মাচার এবং কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুসারে সমগ্র দেশে পেয়ারা উৎপাদনে সারা বছর ঋণ প্রদান করা যাবে।

৬.১৪। অমৌসুমি সবজি/ফল চাষে ঋণ প্রদান

বাংলাদেশে সারা বছরই বিভিন্ন ধরণের সবজি/ফল উৎপাদিত হয়। এ সকল সবজি/ ফল সাধারণত মৌসুম অনুযায়ী উৎপাদিত হয়ে থাকে। তবে, বর্তমানে বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহসহ অন্যান্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বেসরকারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ক্রমাগত গবেষণার ফলে এ সকল সবজি/ফলের অমৌসুম জাতও আবিষ্কৃত হয়েছে। সবজি/ফলের এ ধরণের অমৌসুম জাত চাষাবাদের ক্ষেত্রে সাধারণত অত্র নীতিমালা ও কর্মসূচিতে সংযোজিত ঋণ নিয়মাচারে উল্লিখিত একর প্রতি ঋণসীমার অধিক খরচ হয়। ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা বিবেচনায় এ ধরণের অমৌসুমী সবজি/ ফলের চাষাবাদ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ এ খাতে কৃষি ঋণ প্রদান করতে পারবে। অমৌসুমী সবজি/ ফলের চাষাবাদে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে ঋণ নিয়মাচারে উল্লিখিত একর প্রতি ঋণ সীমার অনধিক ২৫% বেশী পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

৬.১৫। নার্সারি স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান

দেশে মরুকরণ প্রক্রিয়া রোধ করে সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সরকারের ব্যাপক বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি এবং গ্রামীণ ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির প্রেক্ষিতে গাছের চারার বিপুল চাহিদা পূরণের নিমিত্তে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেসরকারি খাতে নার্সারী স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করার লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাণিজ্যিকভাবে ফুল ও ফল চাষ এবং এদের বীজ উৎপাদন এবং বাহারী উদ্ভিদ, ক্যাকটাস ও অর্কিড চাষের জন্যও চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা যাবে। এসব খাতে ঋণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনে

উদ্যানতত্ত্ববিদ ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ব্যাংকগুলো নিজেরাই ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করতে পারবে।

৬.১৬। ঘৃত কুমারী (Aloe Vera) চাষে ঋণ প্রদান

Aloe Vera একটি বহুবর্ষজীবি (Perennial) গাছ। যা শুষ্ক অঞ্চলে জন্মে থাকে। সারা পৃথিবীতে এর ঔষধি গুণের জন্য বিশেষভাবে সমাদৃত। এটা লিলিয়েসী পরিবারের উদ্ভিদ। বিভিন্ন পরিবর্তিত আবহাওয়ায় জন্মে। কম বৃষ্টিপাত এবং বেলে মাটিতেও ভাল জন্মে। এটা রুট সাকার/রাইজোম চারার মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে।

চারাঃ প্রতি হেক্টরে ৩৭,০০০ - ৫০,০০০ সাকারের প্রয়োজন হয়।

গাছ থেকে গাছের দূরত্বঃ ৪০ x ৪৫ cm অথবা ৬০ x ৩০ cm

সেচঃ রেইনফেড এবং ইরিগেটেড অবস্থায় জন্মাতে পারে। মাটি তুলে দেয়া এবং আগাছা দমন করা উচিত।

চারা লাগানোর ২য় বছর হতে ফসল তোলা শুরু হয়। ১(এক) হেক্টর জমি থেকে ৪০-৪৫ মেঃ টন ঘন রসালো পাতা পাওয়া যায়। ঘৃত কুমারী চাষে কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান করতে পারবে।

৬.১৭। ড্রাগন ফল চাষে ঋণ প্রদান

ড্রাগন ফল ক্যাকটাস দলীয় লতানো গাছ। এ কারণে ড্রাগন ফল গাছকে সোজাভাবে বাড়তে সহায়তা দেয়ার জন্য খুটি বা পিলারের প্রয়োজন হয়। এটা একটা অতি দ্রুত বর্ধনশীল, তিন শিরা, ক্ষুদ্র কাঁটা বিশিষ্ট লতানো গাছ। এটা ক্যাকটাস পরিবারভূক্ত হলেও এ গাছের খরা সহিষ্ণু গুণ কম। বিগত ৫-৭ বছর ধরে ড্রাগন ফল চাষ হাইভ্যালু ফল হিসাবে এদেশে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। ড্রাগন ফলের ঠান্ডা সরবতের স্বাদ অপূর্ব; জ্যাম, জেলী, সিরাপ, জুস, ক্যান্ডি, ওয়েন এবং আইস ক্রীম তৈরীতে ড্রাগন ফ্লেভার অতি আকর্ষণীয়। কচি ফল তরকারী হিসাবে যথেষ্ট সুস্বাদু। প্রচুর জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ মাটি এ ফল চাষের জন্য উপযোগী। এ ফলের অধিকাংশ জাতের কিছুটা লবণাক্ত সহিষ্ণু গুণ আছে। এ জন্য দক্ষিনাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে এ ফল চাষ সম্প্রসারণে প্রচুর সুযোগ রয়েছে। ড্রাগন ফল চাষে কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান করতে পারবে।

৬.১৮। চা চাষে (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত) ঋণ প্রদান

চা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল ও রপ্তানী পণ্য। দেশের বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম এবং উত্তরাঞ্চলীয় পঞ্চগড় এলাকায় চা চাষ হয়। দেশের বিভিন্ন এলাকায় চা চাষ উপযোগী জমিতে চায়ের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি করা সম্ভব, যার ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে আরো অধিক চা বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। চা চাষ উপযোগী জমিতে নতুন চা বাগান সৃজন বা বাগানের সম্প্রসারণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে চা চাষে সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত কার্যক্রমে কৃষি ঋণ প্রদান করা যাবে। চা বাগান সৃজনের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ যথা- চা চারা উৎপাদন, রোপণ ও পরিচর্যা, প্রুনিং, প্লাকিং ইত্যাদি কৃষি খাতের (৬০%) আওতায় পড়বে। তবে, প্লাকিংকৃত সবুজ চা পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপটি শিল্প (৪০%) পর্যায়ে পড়বে। চা চাষে কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান করতে পারবে। তবে, এই ঋণ সর্বোচ্চ পাঁচ বছর মেয়াদে শুধুমাত্র চা চাষ উপযোগী জমিতে নতুন বাগান সৃজন বা বাগানের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৬.১৯। বিশেষ/অগ্রাধিকার খাতসমূহ

৬.১৯.১। নির্দিষ্ট ফসলের জন্য রেয়াতি সুদহারে ঋণ বিতরণ

দেশে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টার প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন সে অনুযায়ী যথেষ্ট নয় বিধায় এ সব পণ্য আমদানি বাবদ প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। কৃষকদের এ ধরনের ফসল চাষকে উৎসাহ দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ খাতে ঋণ বিতরণে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি বাণিজ্যিক ও বিদেশী ব্যাংকগুলোকে উৎসাহ দিতে সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরের ০১ জুলাই থেকে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য প্রদত্ত কৃষি ঋণের ওপর কৃষক পর্যায়ে বিদ্যমান সুদহার ৪ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়।

রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ লক্ষ্যমাত্রার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের সুদক্ষতি পূরণ সুবিধা গ্রহণ করে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

সরকারের সুদ ক্ষতি পূরণ সুবিধার আওতায় ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে কৃষি ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধার্থে মূল অনুসরণীয় বিষয়গুলো নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

৬.১৯.১.১ । ঋণ বিতরণ ও আদায়

(১) নিম্নোক্ত ফসলসমূহের ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ হার সুদে অর্থায়ন সুবিধা প্রযোজ্য হবেঃ

ক) ডাল জাতীয় ফসল ঃ মুগ, মশুর, খেসারী, ছোলা, মটর, মাষকলাই, অড়হর ইত্যাদি।

খ) তৈলবীজ জাতীয় ফসল ঃ সরিষা, তিল, তিসি, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী, সয়াবিন ইত্যাদি।

গ) মসলা জাতীয় ফসল ঃ আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ, জিরা ইত্যাদি।

ঘ) ভুট্টা।

(২) উল্লিখিত ফসল চাষের জন্য রেয়াতি সুদে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে ঃ

ক) একর প্রতি উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে ঋণের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ, ঋণ বিতরণের মৌসুম ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতি অর্থবছরের শুরুতে জারীকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত ঋণ নিয়মাচার প্রযোজ্য হবে।

খ) প্রকৃত ঋণ চাহিদার আলোকে ব্যাংকসমূহ রেয়াতি সুদের জন্য উল্লিখিত ফসল চাষের উদ্দেশ্যে প্রদেয় ঋণের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বছরের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহকে যথাযথ নির্দেশনা জারি করবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য শাখাসমূহের ঋণ বিতরণ অগ্রগতির সাপ্তাহিক তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে।

গ) কৃষি ঋণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বর্তমানে অনুসৃত অন্যান্য নীতিমালা যেমনঃ কৃষক প্রতি ঋণের সর্বোচ্চ সীমা, জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরুপণ, পাস বইয়ের ব্যবহার, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় ইত্যাদি এ সব ফসলের ক্ষেত্রেও যথারীতি অনুসৃত হবে।

৬.১৯.১.২ । রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোর আর্থিক ক্ষতিপূরণ

(১) ব্যাংকগুলো ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষ খাতে গ্রাহক পর্যায়ে রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত/সমন্বয়কৃত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় প্রযোজ্য সুদ হারের (বর্তমানে সর্বোচ্চ ৮%) তুলনায় প্রকৃত সুদ ক্ষতি বাবদ অর্থ ভর্তুকি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট আবেদন পেশ করবে। উক্ত আবেদনের সঙ্গে তাদের বিতরণকৃত ঋণের বিস্তারিত তথ্য যেমন ঋণ গ্রহীতাভিত্তিক বিবরণী (গ্রাহকের মোবাইল নম্বর থাকলে তা উল্লেখপূর্বক) এবং শাখাভিত্তিক মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, ঋণ মঞ্জুরির সময়কাল, বিতরণকৃত ঋণের মোট পরিমাণ, সমন্বয়কৃত ঋণের পরিমাণ, রেয়াতি সুদ অরোপের ফলে মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি সম্বলিত একটি বিবরণী দাখিল করবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন (random sampling) ভিত্তিতে রেয়াতি হারে যোগ্য বলে দাবীকৃত ঋণের ন্যূনপক্ষে ১০ শতাংশ ঋণ সরেজমিনে যাচাই করবে এবং যাচাইকৃত ঋণের মধ্যে যে পরিমাণ ঋণ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় হয়নি বলে প্রমাণিত হবে তার শতকরা হার নির্ণয় করে তা পুরো দাবীকৃত ঋণের ওপর কার্যকরপূর্বক প্রকৃত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবে। এই হিসাবের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিল হতে ব্যাংকগুলোর সুদ ক্ষতির অর্থ পরিশোধ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিকট পুনর্ভরণের দাবী পেশ করবে।

(৩) ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণ গ্রহীতাদের তালিকাসহ এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য যেমন মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, ঋণ গ্রহীতার ঠিকানা, জমির পরিমাণ, ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, সমন্বয়ের তারিখ ইত্যাদি সংরক্ষণ করবে যাতে করে প্রয়োজনবোধে ক্ষতিপূরণের অর্থ পুনর্ভরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তার যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব হয়। এছাড়া ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বিবরণী আকারে স্ব স্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত বিশেষ ঋণ মনিটরিং সেল-এর নিকটও প্রেরণ করবে।

(৪) নির্ধারিত ফসল চাষে প্রকৃত চাষিদের অনুকূলে রেয়াতি সুদে প্রদত্ত ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণার্থে আলোচ্য ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলো ফলপ্রসূ তদারকির কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(৫) মঞ্জুরির সময় নির্ধারিত মেয়াদের সাথে গ্রেস পিরিয়ড ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে প্রদত্ত ঋণের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিরূপিত হবে। নির্ধারিত মেয়াদ শেষে কোন ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিক অনাদায়ী থাকলে তার ওপর রেয়াতি সুদ প্রযোজ্য হবে না। মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার ওপর ব্যাংকের নির্ধারিত স্বাভাবিক সুদ হারই ঋণ বিতরণের তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

(৬) উপর্যুক্ত ব্যবস্থার অধীনে ঋণ বিতরণ এবং সুদসহ যথানিয়মে আদায় করার জন্য তদারকি জোরদার করতে হবে।

(৭) ৪ শতাংশ হারে বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এ খাতে ঋণ গ্রহণকারী কৃষকদের তালিকা ব্যাংক স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/উপসহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাকে সরবরাহ করবে। ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি বলে কোন কৃষক সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/উপসহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হতে তথ্য পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ঋণের ক্ষেত্রে রেয়াতি ৪ শতাংশ হারের পরিবর্তে স্বাভাবিক সুদহার প্রযোজ্য হবে।

(৮) একজন কৃষক অন্য কোনো ফসল চাষের জন্য ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে উপর্যুক্ত রেয়াতি সুদহারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদ হারে ঋণ দেওয়া যাবে।

(৯) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই) এর সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে এ খাতে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রেও কৃষক পর্যায়ে ৪% সুদ হার নিশ্চিত করতে হবে।

৬.১৯.২। রেয়াতি সুদহারে লবণ চাষিদেরকে ঋণ প্রদান

বাংলাদেশে খাবার এবং শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য লবণের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণ চাষের অনুকূল পরিবেশও বিদ্যমান। উপকূলীয় এলাকায় লবণ চাষের সাথে প্রচুর ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষি জড়িত। তারা প্রায়ই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকারের ফলে আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ায় তাদেরকে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে লবণ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণ প্রদান করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে এরিয়া এপ্রোচ ভিত্তিতে উপকূলীয় এলাকার ব্যাংক শাখাসমূহ লবণ চাষের জন্য কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ বিতরণ করবে।

প্রকৃত লবণ চাষিদেরকে জনপ্রতি ০.৫ বিঘা হতে ২.৫ একর পর্যন্ত এলাকায় লবণ চাষের জন্য সরকারি ভর্তুকি ব্যবস্থায় ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে একক/গ্রুপ ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, লবণ চাষিগণ কর্তৃক গৃহীত ঋণের অর্থ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখের মধ্যে পরিশোধিত হতে হবে।

জমির ভাড়া, পলিথিন ক্রয়, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে একটি ঋণ নিয়মাচার প্রণয়ন ও জারি (এসিডি সার্কুলার লেটার নং-০১/২০১১) করা হয়েছে। যে সকল লবণ চাষির নিজস্ব জমি রয়েছে তাদের ঋণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য জমির ভাড়া বাদ দিতে হবে। তবে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো প্রয়োজনে স্থানীয় অবস্থাভেদে একর প্রতি লবণ চাষের জন্য ঋণের পরিমাণ নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারণ করতে পারবে।

৬.১৯.৩। পান চাষের জন্য ঋণ বিতরণ

পান চাষ তুলনামূলকভাবে লাভজনক হওয়ায় জীবিকা নির্বাহের জন্য অনেক কৃষক পান চাষের সাথে জড়িত। উৎপাদিত পান অভ্যন্তরীন চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সহায়তা করছে। দেশে সাধারণভাবে বরজে পান চাষ করা হয়ে থাকে। সিলেট অঞ্চলে আদিবাসীরা অন্য গাছের গায়ে লতানো পদ্ধতিতে পান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলেও যথেষ্ট পরিমাণ পান চাষ হয়ে থাকে। পান চাষের ক্ষেত্রে ঋণ বিতরণের জন্য বিদ্যমান ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করতে হবে। বরজে পান চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ সরবরাহের পাশাপাশি প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পানচাষিদেরকে একক/দলভিত্তিতে ঋণ প্রদান করবে।

৬.১৯.৪। মধু চাষের জন্য ঋণ বিতরণ

মধু প্রকৃতির একটি অনন্য দান। মধু পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। বাজারে খাঁটি মধুর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। ঔষধি গুণের কারণেও মধুর চাহিদা ব্যাপক। ক্ষেতে অন্যান্য ফল/ফুল/ফসল চাষের পাশাপাশি খাঁচায় মৌমাছির চাক সৃষ্টি করে মধু চাষ একটি লাভজনক খাত। যেসব এলাকায় মধু চাষ করা

হয়ে থাকে অথবা মধু চাষের সম্ভাবনা রয়েছে, সেসব এলাকায় মৌচাষিদের অনুকূলে প্রয়োজনীয় ঋণ নিয়মাচার ("পরিশিষ্ট-ঙ", ক্রমিক নং-১১৯) অনুসরণে ঋণ বিতরণ করতে হবে। ছোট আকারে মৌমাছি পালন ও মধু চাষিদেরকে একক/ গ্রুপভিত্তিতে ঋণ প্রদান করতে হবে। একক ব্যক্তিকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি এবং গ্রুপভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রুপ গ্যারান্টি ও প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণ করে সর্বোপরি ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাংকগুলো এ খাতে ঋণ বিতরণ করতে পারে।

৬.১৯.৫। অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান

কৃষি ও পল্লী ঋণ সুবিধা ভূমিহীন বর্গাচাষিসহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কাছে পৌছানোর পাশাপাশি আয় উৎসারী কর্মকান্ড ও দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য লাঘবকরণ কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় (যেমন চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকা, পাহাড়ী অঞ্চল, বাংলাদেশের মূল ভূ-খন্ডে অন্তর্ভুক্ত সাবেক ছিটমহলসমূহ ইত্যাদি) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। অনগ্রসর এলাকার কৃষকদের ঋণের ওপর সুদের হার তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম ধার্য করা যেতে পারে।

৬.১৯.৬। প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে ঋণ প্রদান

ভূমিহীন কৃষক (যাদের জমির পরিমাণ ০.৪৯৪ একরের কম), ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক (যাদের জমির পরিমাণ ০.৪৯৪ একর থেকে ২.৪৭ একর) এবং বর্গাচাষিদেরকে (যেসব কৃষক অন্যের জমি বর্গা চাষ করে এবং নিজস্ব মালিকানায় জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ ১ একর) ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কৃষি উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বর্গাচাষিরা এ নীতিমালার আওতায় কৃষি ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বর্গাচাষির জাতীয় পরিচয়পত্র থাকতে হবে। কৃষি ঋণ বিতরণকারী ব্যাংক শাখার আওতাধীন এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা কোনো প্রকৃত কৃষক জমির মালিকের কাছ থেকে একটি প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহপূর্বক তা ব্যাংকে জমা দিয়ে কৃষি ঋণ নিতে পারবেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত 'কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড' থাকলে এক্ষেত্রে তাও প্রযোজ্য হবে। সম্প্রতি ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক খোলা একাউন্টধারী কৃষকদেরকে সনাক্তকরণের জন্য উক্ত একাউন্ট/কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ব্যতীত পৃথক কোনো কাগজপত্রের প্রয়োজন হবে না। জমির মালিকের প্রত্যয়নপত্র পাওয়া না গেলে স্থানীয় এলাকার দায়িত্বশীল ও গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছ থেকে সংগৃহীত প্রত্যয়নপত্রের বিপরীতেও ব্যাংক বর্গাচাষিদেরকে কৃষি ঋণ দিতে পারবে। জাতীয় পরিচয়পত্র আছে কিন্তু কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড নেই সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা স্থানীয় স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ অথবা ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির দেওয়া প্রত্যয়নপত্রও প্রকৃত কৃষক সনাক্তকরণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রকৃত বর্গাচাষি সনাক্তকরণের পর বার্ষিক শস্য ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী তাদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করতে হবে। বর্গাচাষি যদি সংশ্লিষ্ট জমি ভাড়ার ভিত্তিতে চাষ করে থাকে সে ক্ষেত্রে জমির ভাড়াসহ ঋণের পরিমাণ নির্ধারিত হবে। বর্গাচাষিদের অনুকূলে ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালায় পাশ বই ইস্যু করা যেতে পারে। প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, ভূমিহীন ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে ব্যাংক ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে একক/গ্রুপভিত্তিতে কৃষি ঋণ প্রদান করতে হবে।

কোনো বর্গাচাষি যদি একই মালিকের জমি পর পর তিন বছর চাষাবাদ করে, সেক্ষেত্রে "আবর্তনশীল শস্য ঋণসীমা পদ্ধতি" নীতিমালা তাদের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে। বর্গাচাষির নামে যাতে কোন অ-কৃষক ঋণ গ্রহণ করতে না পারে সেজন্য ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক নিবিড় মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬.১৯.৭। সফল কৃষকদের অনুকূলে ঋণ প্রদান

সফল কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এতে করে তাদের সাফল্যে অন্যান্য কৃষকরাও উৎসাহিত হবেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সফল কৃষকদের তালিকা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে অনেক সফল কৃষকের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না-ও থাকতে পারে; তালিকার বাইরে থাকা অনেক কৃষক সম্প্রতি সাফল্য লাভ করে থাকতে পারেন। সে প্রেক্ষিতে তালিকায় না থাকা সফল কৃষকদেরকেও ব্যাংক প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ প্রদান করবে।

৬.১৯.৮। মাশরুম চাষের জন্য ঋণ বিতরণ

খাদ্য চাহিদা, পুষ্টিগত দিক ও বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষোপযোগিতা বিবেচনায় এবং বেকারত্ব নিরসনে ক্ষুদ্র উদ্যোগে মাশরুম চাষ উৎসাহিত করা প্রয়োজন। বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষে সফলতা লাভের জন্য এ খাতে ব্যাংক ঋণের প্রয়োজন রয়েছে। সেলক্ষ্যে মাশরুম চাষে ঋণ প্রদান করতে হবে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। মাশরুম চাষে আগ্রহী কৃষকগণকে ব্যাংকসমূহ ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করে ঋণ প্রদান করতে পারবে।

৬.১৯.৯। নেপিয়ার ঘাস চাষে ঋণ প্রদান

বর্তমানে দেশে গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ঘাসের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বাণিজ্যিকভাবে ঘাস উৎপাদন লাভজনক বিবেচিত হওয়ায় দেশের উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশে ঘাসের চাষাবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে ঘাস চাষে সফলতা লাভের জন্য এখাতে ব্যাংক ঋণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে লক্ষ্যে নেপিয়ার ঘাস চাষে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার (পরিশিষ্ট 'ঞ') অনুসারে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

৬.১৯.১০। রেশম চাষে ঋণ প্রদান

রেশম জাতীয় বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রেশম চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজশাহীসহ যে সব অঞ্চলে রেশম চাষের সম্ভাবনা রয়েছে সেসব এলাকায় ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রেশম চাষ/রেশম কীট উৎপাদন, তুঁত গাছের চাষ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রেশম চাষ সম্প্রসারণ কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে উপর্যুক্ত কর্মকাণ্ডে ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করা যেতে পারে। এছাড়া, বাণিজ্যিকভাবে রেশম উৎপাদনের জন্য সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করে ঋণ প্রদান করতে পারবে।

৬.১৯.১১। তুলা চাষে ঋণ প্রদান

তুলা একটি অর্থকরী ফসল। এটি বাংলাদেশের বস্ত্র খাতের অপরিহার্য কাঁচামাল। দেশে চাহিদার তুলনায় উৎপাদনের বিপুল ঘাটতি মেটাতে তুলা আমদানিতে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। চাহিদার প্রায় পুরোটাই গুটিকয়েক দেশ থেকে আমদানি করতে হয় বিধায় তা আমাদের বস্ত্র শিল্পে বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করছে। ভবিষ্যতে তুলা রপ্তানিকারক দেশগুলো কর্তৃক যে কোনো ধরনের সংকোচনমূলক রপ্তানী নীতি গ্রহণের ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় দেশে তুলা উৎপাদনের ওপর জোর দিতে হবে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ খাতে ঋণ প্রদানের জন্য স্থানীয় তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে ব্যাংকগুলো নিজেরাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে অথবা সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করে ঋণ প্রদান করতে পারবে।

৬.১৯.১২। কাজু বাদাম চাষে ঋণ প্রদান

কাজু বাদাম একটি উচ্চ মূল্য ফল। দেশে এর চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা প্রধানত আমদানীর মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। তবে, দেশেও কাজু বাদাম চাষের সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর মাধ্যমে দেশের চাহিদা পূরণ করা হলে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব। ইনসিটো পদ্ধতিতে কাজু বাদাম চাষ খুবই সময় উপযোগী একটি প্রযুক্তি। এটি পাহাড়ী এলাকার ঢালু ও টিলাযুক্ত পতিত অনুর্বর জমির বাণিজ্যিক ফসল। বিশ্বে পুষ্টি গুণাগুণের বিবেচনায় এ বাদামকে সুপারফুড বলা হয়। ইনসিটো পদ্ধতিতে কাজু বাদামের চাষাবাদ পাহাড়ী ঢালের মাটি ক্ষয় রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ কারণে পাহাড়ী টিলাযুক্ত অনুর্বর পতিত জমিতে এর চারা রোপণ করা যেতে পারে যেখানে অন্যান্য ফলের বাগান তৈরী করা কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। মাদার গর্ত গভীর করে সরাসরি বীজ বপনকে ইনসিটো পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে কাজু বাদামের চারা অতি দ্রুত বর্ধনশীল এবং বীজ বপনের ২ বছর থেকেই কাজু বাদাম পাওয়া সম্ভব। এছাড়া, কাজু বাদাম প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে কাজু বাদামের তেল উৎপাদন করা যায়; যা হতে উন্নতমানের প্রসাধনী সামগ্রী তৈরী করা যায়। উপযুক্ত অঞ্চলে কাজু বাদাম চাষাবাদের উদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত নিয়মাচার অনুযায়ী কৃষি ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

৬.১৯.১৩। রাম্বুটান চাষে ঋণ প্রদান

লাভজনক হিসেবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে এমন বিদেশী ফলের মধ্যে রাম্বুটান অন্যতম। এ ফল অনেকটা লিচুর মতো তবে আকারে লিচুর চেয়ে বড়, ডিম্বাকৃতি ও কিছুটা চ্যাপ্টা। পাকা ফল উজ্জল লাল, কমলা বা হলুদ রঙের হয়ে থাকে। বর্ষাকালে জুলাই-আগস্ট মাসে এ ফল পাকে। ফল পুষ্ট হলে উজ্জল লাল/ মেরুন রঙে পরিবর্তন হতে থাকে এবং এর দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে পাকা ফল সংগ্রহ করার উপযোগী হয়। ট্রপিক্যাল ও সাবট্রপিক্যাল আবহাওয়া বিশিষ্ট অঞ্চল রাম্বুটান চাষের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পার্বত্য অঞ্চলীয় জেলাসহ বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও যশোর জেলায় এ ফলের চাষাবাদের সম্ভাবনা বিরাজ করছে। প্রায় সব ধরণের মাটিতে এ ফল চাষ করা যায়। তবে পানি সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত উর্বর দো-আঁশ মাটি এ ফল চাষে বেশি উপযোগী। রাম্বুটান একটি ঔষধিগুণ সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্য ফল। এতে প্রচুর আয়রন, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফাইবার এবং ক্যালরি রয়েছে। এন্টি অক্সিডেন্টাল গুণ সমৃদ্ধ ফ্যাট ফ্রি এ ফলে সব ধরণের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভিটামিন ও মিনারেলস আছে। বর্তমানে এ ফলের চাহিদা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং আমদানী করে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি, দেশের কিছু অঞ্চলে এ ফলের চাষাবাদ শুরু হয়েছে। রাম্বুটান ফল চাষে আগ্রহী কৃষকগণকে ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত নিয়মাচার অনুযায়ী কৃষি ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

৬.১৯.১৪। গ্রামীণ অর্থায়ন

কৃষি ঋণ ছাড়াও গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি এবং অকৃষি নানাবিধ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ একক/দলীয় ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যেমন- বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাঙ্গানো, চিড়া/মুড়ি তৈরি, কামার ও কুমারের কাজ, নৌকা ক্রয়, মৌমাছি পালন, সেলাই মেশিন/দর্জি, কৃত্রিম গহনা তৈরি, মোমবাতি তৈরি, কাঠের কাজ, মুদি দোকান, শারীরিক প্রতিবন্ধী, দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি'র সাথে জড়িতদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে।

৬.১৯.১৫। তাঁত শিল্পে ঋণ প্রদান

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক তাঁত ঋণের জন্য পৃথক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করে থাকে। অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহও অনুরূপভাবে কৃষি ঋণের পাশাপাশি গ্রামীণ তাঁত শিল্পে ঋণ প্রদান করতে পারে। এছাড়া, ব্যাংকসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় তাঁত শিল্পে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

৬.১৯.১৬। কৃষি ও কৃষি বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত নারীদের ঋণ প্রদান

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। জনসংখ্যার এ কাঠামোর কারণে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্তভাবে অপরিহার্য।

কৃষি ও কৃষির সাথে সম্পর্কিত আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে তাদেরকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। গ্রামের দরিদ্র মহিলারা যাতে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারেন সে জন্য তাদেরকে শস্য/ফসল উৎপাদন, ছোট আকারে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ব্যবসা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য ঋণ প্রদানের মাধমে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। কৃষি কর্মকাণ্ড যেমন বাগান করা, নার্সারি, শস্য উত্তোলন পরবর্তী কর্মকাণ্ড, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, মৌমাছি পালন ও মধু চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ইত্যাদি খাতে নারীদেরকে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৬.১৯.১৭। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদান

প্রতিবন্ধীরা যাতে মর্যাদার সাথে সমাজে অর্থবহ, ফলপ্রসূ ও অবদানমূলক জীবনযাপন করতে পারেন তার জন্য প্রতিবন্ধকতার ধরণ বিবেচনা করে কৃষি/অকৃষি নানাবিধ আত্মকর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণের ব্যবস্থা করবে। প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে তাদেরকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ প্রচলিত শর্তসমূহ কিছুটা শিথিল করতে পারে। কৃষি ঋণ প্রদান ছাড়াও বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাঙ্গানো, নার্সারি, মৌমাছি পালন, মধু চাষ, ক্ষুদ্র মুদি দোকান ইত্যাদি খাতসহ সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্য সুবিধাজনক খাতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৬.২০। সমন্বিত কৃষি প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কৃষি ঋণ প্রদান

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমির পরিমাণ, কৃষি উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বহুবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কৃষি খাতকে এগিয়ে নেবার জন্য কৃষি খাতে বিভিন্ন ধরণের উদ্ভাবনী পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। তারই ধারাবাহিকতায়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কৃষক/উদ্যোক্তা কর্তৃক সমন্বিত কৃষি প্রকল্প পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করা হচ্ছে।

সমন্বিত কৃষি প্রকল্প ব্যবস্থা হলো এমন এক কৃষি ব্যবস্থা যাতে কৃষির বিভিন্ন খাতে সমন্বিতভাবে চাষাবাদ করা হয়। এ পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে এক খাতের বর্জ্য/অপ্রয়োজনীয় অংশ অন্য খাতে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা যায় বলে উৎপাদন খরচ হ্রাস পায় যা ফার্মের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এছাড়াও, বিভিন্ন খাতে সমন্বিতভাবে চাষাবাদ করা হয় বলে এধরণের প্রকল্প থেকে সারাবছর ধরেই আয় করা সম্ভব। এ পদ্ধতিতে চাষাবাদ মাটির উর্বরতা ধরে রাখতে সহায়তা করে, একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, কৃষি বর্জ্য হ্রাস করাসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে। অর্থাৎ, সমন্বিত কৃষি প্রকল্প ব্যবস্থা জনপ্রিয় করার মাধ্যমে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, কৃষি উৎপদান খরচ হ্রাস, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ বহুবিধ সুবিধা পাওয়া সম্ভব। এছাড়াও, যেহেতু সকল খাতেই একসাথে বিপর্যয় আসে না তাই এ ধরণের প্রকল্পে বিতরণকৃত ঋণ খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি কম।

এ ধরণের চাষাবাদ লাভজনক ও অধিক টেকসই বিবেচিত হওয়ায় সম্প্রতি কিছু কৃষক/উদ্যোক্তা এ পদ্ধতিতে চাষাবাদে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এ পদ্ধতিতে যেহেতু কৃষির একাধিক খাত জড়িত সেহেতু এ ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী (এককালীন) ও দীর্ঘমেয়াদী (কিস্তিভিত্তিক) বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। এছাড়া, এলাকাভেদে জমির মূল্য, মজুরীসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচ বিভিন্ন হওয়ার দরুন প্রকল্পের বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন হয়ে থাকে।

সমন্বিত কৃষি প্রকল্পে ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংকগুলো নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেঃ

১. সমন্বিত কৃষি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খাতের ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও অন্যান্য বিষয়াদি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে এবং এধরণের প্রকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কৃষি ঋণ বিতরণ করা যাবে।

২. প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত কোন খাতের নিয়মাচার বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতমালায় অন্তর্ভুক্ত না থাকলে, ব্যাংকগুলো নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, মৎস্য কর্মকর্তা এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে উক্ত খাতের জন্য ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করবে।

৩. প্রকল্পে বিভিন্ন খাতের ঋণের পরিমাণ যাচাইপূর্বক সমন্বিতভাবে প্রকল্পে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

৪. সামষ্টিকভাবে লাভজনক এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ৩-৫টি কম্পোনেন্টের সমন্বয়ে গঠিত ছোট অথবা মাঝারি আকারের সমন্বিত প্রকল্পসমূহে ঋণ প্রদান করা যাবে ।

৬.২১। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদে ঋণ প্রদান

ভাসমান পদ্ধতিতে চাষ হলো যে সকল এলাকা দীর্ঘ সময় যাবৎ জলমগ্ন অবস্থায় থাকে সে সকল অঞ্চলে কচুরিপানা ব্যবহারের মাধ্যমে বীজতলা তৈরী করে পানির উপর সবজি বা ফসল উৎপাদন করা। বাংলাদেশের নিচু অঞ্চল সমূহে বন্যা বা জোয়ার ভাটার কারণে জমি সারা বছর জলাবদ্ধ থাকে বিধায় এ সকল অঞ্চলে কচুরিপানা ব্যবহারের মাধ্যমে ভাসমান বীজতলা তৈরী করে পানির উপর সবজি বা ফসল উৎপাদন করা হয়। বাংলাদেশে ভাসমান পদ্ধতিতে চাষের উপযোগী অঞ্চলসমূহ হচ্ছে বরিশাল, গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর, কিশোরগঞ্জসহ দেশের অন্যান্য বন্যাপ্রবণ, খরাপ্রবণ, লবণাক্ত ও উপকূলীয় অঞ্চলসহ হাওর অঞ্চলসমূহ। এছাড়া নাজিরপুর, বানারীপাড়া, দেউলবাড়ী, দোবড়া, মালিখালী, পদ্মডুবি, বিলডুমুরিয়া প্রভৃতি এলাকায় ভূপ্রকৃতিগত জলাভূমিতে বাণিজ্যিকভাবে ভাসমান পদ্ধতিতে শাকসবজির চারা উৎপাদন করা যায়। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষের উপযোগী সবজি ও ফসলসমূহ হচ্ছে লালশাক, পালংশাক, ঝিঙা, মিষ্টিকুমড়া, টমেটো, করলা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শিম, বরবটি, বেগুন, লাউ, চিচিঙ্গা ইত্যাদি। এছাড়া বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে আবাদী জমিসমূহ দীর্ঘদিন পানির নিচে থাকায় ঐসব অঞ্চলের কৃষকরা সঠিক সময়ে আমন ধানের বীজ বপন করতে পারে না বিধায় এ সকল অঞ্চলে এ পদ্ধতিতে আমন ধানের বীজ বপন করা হয়ে থাকে। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষের জন্য ব্যাংকসমূহ উল্লিখিত অঞ্চলসহ অন্যান্য যে সকল এলাকায় ভাসমান পদ্ধতিতে চাষ হয় সে সকল অঞ্চলে চাষিদের ঋণ প্রদান করতে পারে। ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার-পরিশিষ্ট 'ঢ' এবং উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধ সূচী-

পরিশিষ্ট 'ণ' ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হ'ল। সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচারে অন্তর্ভুক্ত নেই এমন সবজি/মসলা বা ফসল চাষে ঋণ প্রদনের জন্য ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই স্থানীয় পরিস্থিতিতে সবজি/ মসলা বা ফসল চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করবে।

৭.০। এডিবি'র অর্থায়ণে পরিচালিত কৃষি ও গ্রামীণ সহায়ক কার্যক্রম

৭.০১। দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প/Second Crop Diversification Project (SCDP)

বাংলাদেশের দরিদ্রতম উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কৃষকদের বেশিরভাগই ধান উৎপাদন করে থাকে যার বাজার মূল্য তুলনামুলকভাবে কম। উর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যক্লিষ্ট উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দারিদ্র্য নিরসনে সনাতনী কৃষির পরিবর্তে উচ্চমূল্য ফসল/সবজি/ফল (অনুচ্ছেদ ৬.০৯-এ বর্ণিত) উৎপাদনের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (NCDP)-এর মেয়াদ ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে শেষ হয়। উত্তর পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (NCDP)-এর সফলতা বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (SCDP) নামে একটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটির ক্রেডিট কম্পোনেন্ট এর বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রকল্পটির আওতায় রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের পাশাপাশি খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের ২৭ টি জেলার ৫২টি উপজেলায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। মোট দুই লক্ষ তিন হাজার কৃষক এ ঋণ সুবিধা পাচ্ছেন। এ প্রকল্পটির ক্রেডিট কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করার জন্য বেসিক ব্যাংক লিঃ এবং ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ-কে হোল সেলিং এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের ঋণ প্রদানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানে অভিজ্ঞ এমএফআই ব্র্যাক কে নির্বাচন করা হয়েছে।

NCDP এর ন্যায় এ প্রকল্পেও উচ্চমূল্য ফসল (অনুচ্ছেদ ৬.০৯ এ বর্ণিত) চাষের জন্য ঋণ প্রদান করা হচ্ছে সেই সাথে উচ্চমূল্য বৃক্ষরোপণের জন্যও এ প্রকল্প হতে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পটির ক্রেডিট কম্পোনেন্ট ২৬ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ প্রায় ২০৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী দুটি হোলসেল ব্যাংককে বরাদ্দকৃত অর্থের সমপরিমাণ প্রায় ২০৩.০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

৮.০ । JICA অর্থায়নে পরিচালিত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদেরকে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি

৮.০১। Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project (SMAP)

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের স্বল্প সুদে জামানতবিহীন ঋণ সহায়তার পাশাপাশি কার্যকর কারিগরী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষকদের জীবনমানের পরিবর্তনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাপান সরকারের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা JICA'র (Japan International Cooperation Agency) অর্থায়নে 'Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project' (SMAP) শীর্ষক প্রকল্পটি যাত্রা শুরু করে। বিগত ১৬ জুন ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং JICA'র মধ্যে প্রকল্পটির ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ উক্ত প্রকল্পের Executing Agency এবং বাংলাদেশ ব্যাংক Implementing Agency হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল সেপ্টেম্বর, ২০১৪ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পের আকার স্থানীয় মুদ্রায় প্রায় ৮২৩.০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে সরকারী অংশের পরিমাণ ৬৬.৩৫ কোটি টাকা, যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয়। এ প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদে সর্বোচ্চ দুই (০২) লক্ষ টাকা শস্য, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং প্রাণিসম্পদ এ তিনটি খাতে নির্বাচিত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে দেশব্যাপী উপরোক্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি কৃষকগণ বিনামূল্যে কার্যকর কারিগরী সহায়তাও পাচ্ছেন। প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে প্রায় ৫,০১,৩৭৪ জন কৃষকের অনুকূলে ১১ টি ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় ২,৬১০.০২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ৫% হার সুদে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থায়ন করছে যা ১৯% হার সুদে (ক্রমহ্রাসমান) কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর, ২০২১ সালে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পের তহবিল আরো ৮ বছর অর্থাৎ আগামী ২০২৯ সাল পর্যন্ত একইভাবে ঘূর্ণায়মান থাকবে।

৯.০। কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বস্তরের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। যতদূর সম্ভব সকল কৃষি ও পল্লী ঋণ গ্রহীতার মোবাইল নম্বর ব্যাংকসমূহের শাখা পর্যায়ে সংরক্ষণ করতে হবে। যে সকল কৃষি ও পল্লী ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব মোবাইল ফোন রয়েছে, তাদের মোবাইল ফোন নম্বর ব্যাংক শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে। কৃষকের নিজের মোবাইল ফোন না থাকলে আত্মীয়/প্রতিবেশীর মোবাইল ফোন নম্বরও সংরক্ষণ করা যাবে। তবে, মোবাইল ফোন নম্বর না থাকার অজুহাতে কোনো কৃষককে কৃষি ঋণ প্রদান হতে বঞ্চিত করা যাবে না। ব্যাংক শাখা/সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় ফোন করে কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তি ও আদায়ের ব্যাপারে খবরাখবর নিতে হবে। কৃষি ঋণ প্রাপ্তি ও আদায় সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে জানতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতেও অনুরূপভাবে মাঝে মাঝে মোবাইল ফোনে কৃষকদের খোঁজ খবর নেওয়া হবে।

এছাড়া, কৃষকের সুবিধার্থে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় ব্যবস্থায় মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটসহ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে নীতিগতভাবে সমর্থন প্রদান করা হবে।

১০.০। কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং

১০.০১। ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং

কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি অনুযায়ী প্রকৃত কৃষকরাই যাতে সময়মত কৃষি ঋণ পান, কৃষি ঋণ পেতে যাতে কোনো হয়রানির শিকার হতে না হয় এবং কৃষি ঋণের নির্ধারিত বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার পাশাপাশি আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা যাতে পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব হয় সে জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

কৃষি ও পল্লী ঋণ মনিটরিং-এর মুখ্য উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

ক) সামগ্রিকভাবে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;

খ) মোট কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার ৬০ শতাংশ শস্য/ফসল খাতে বিতরণ;

গ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদসহ কৃষির অন্য দুটি প্রধান খাতে পৃথকভাবে লক্ষ্যমাত্রার ১০ শতাংশ ঋণ প্রদান;

ঘ) ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভাল হয় সেদিকে গুরুত্ব আরোপ;

ঙ) চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকা, পাহাড়ী অঞ্চল, সাবেক ছিটমহলসহ অনগ্রসর এলাকা এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান;

চ) প্রকৃত কৃষকদের স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ঋণদান নিশ্চিতকরণ এবং

ছ) বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

ব্যাংক শাখা কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ঋণ যথাসময়ে বিতরণ এবং সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়মিত পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। মাঠ পর্যায়ে ঋণের চাহিদার নিরিখে ব্যাংক শাখা কর্তৃক ঋণ প্রদানের ব্যাপারে প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয় হতে তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ঋণ সরবরাহের স্বল্পতার কারণে শস্য উৎপাদন কোন ক্রমেই ব্যাহত না হয়। সার্বিক কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ব্যাপারে প্রধান কার্যালয় পাক্ষিক/মাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করে শাখা/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করবে এবং সময়ে সময়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১০.০২। কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের প্রকৃত কৃষকদের স্বার্থে গৃহীত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মনিটরিং কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগে মনিটরিং উপবিভাগ এবং শাখা অফিসসমূহে মনিটরিং ইউনিট কাজ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ মনিটরিং কার্যক্রমের মূল দিকগুলি নিম্নরূপ ঃ

ক) তফসিলি ব্যাংকসমূহ থেকে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্বলিত মাসিক বিবরণী সংগ্রহের মাধ্যমে অফ-সাইট মনিটরিং সম্পন্ন করা হয়।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (ডিবিআই) কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহের অন্যান্য ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমের অন-সাইট মনিটরিং সম্পন্ন করা হয়। পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃকও সময় সময় নমুনা ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই করা হচ্ছে।

গ) কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করার জন্য রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর সাথে মাসিক ভিত্তিতে এবং বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকগুলোর সাথে দ্বিমাসিক ভিত্তিতে ঋণ বিতরণের অগ্রগতি, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা, তার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, ঋণ আদায় ইত্যাদি বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ঘ) অনেক বেসরকারি ব্যাংক শাখা স্বল্পতার কারণে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের (MFI) মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করছে বিধায়, এমএফআই-এর মাধ্যমে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতা পর্যায়ে সরেজমিনে যাচাই করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তাদের দাখিলকৃত রিপোর্ট/প্রতিবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইসহ বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেও নমুনা ভিত্তিতে সরেজমিনে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় বর্তমানে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাংক অথবা উক্ত অঞ্চলে কর্মরত তাদের মনোনীত এমএফআই'র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত সভাসমূহে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকেন।

ঙ) ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। গত তিন বছরে ব্যাংকসমূহ এ ধরণের প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং এ ধরণের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকছেন।

চ) নির্দিষ্ট কিছু ফসলে (ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা) ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাপক প্রচারণার ফলে কৃষকদের মাঝে এ জাতীয় ফসল চাষ করার বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, ব্যাংক শাখায় ব্যানার, ফেস্টুন প্রদর্শন করা হচ্ছে। পাশাপাশি এই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করার ফলে এই খাতে ব্যাংকসমূহের ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ছ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকগুলো হতে কৃষি ঋণ গ্রহীতার মোবাইল ফোন নম্বর সংগ্রহ করে ঋণ প্রাপ্তিতে স্বচ্ছতা, ঋণের ব্যবহার, ব্যাংক শাখার সহযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে সরাসরি ঋণ গ্রহীতা কৃষকদের সাথে সময় সময় যোগাযোগ করে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কৃষি ঋণ মনিটরিং এর এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

জ) কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ লিখিত অথবা ফোনের মাধ্যমে জানানো হলে সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে ।

১০.০৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি এবং অভিযোগ জানানোর মাধ্যম/উপায়

কৃষি ও পল্লী ঋণ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি এবং অভিযোগ জানানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ রয়েছে। এ লক্ষ্যে কৃষকগণ এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ০২-৯৫৩০২৮০ নম্বরে ফোন বা gm.acd@bb.org.bd এ ই-মেইল বা ০২-৯৫৩০২০৬ নম্বরে ফ্যাক্স করে কৃষি ঋণ বিষয়ক যে কোন অভিযোগ জানাতে বা তথ্য পেতে পারবেন। এছাড়া, মহাব্যবস্থাপক, কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-এ ঠিকানায় পত্র প্রেরণের মাধ্যমেও কৃষি ও পল্লী ঋণ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি এবং অভিযোগ জানাতে পারবেন।

১০.০৪। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে স্থাপিত 'গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র'-এর সহায়তা গ্রহণ

কৃষি ও পল্লী ঋণসহ ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে সেবা পেতে গ্রাহকগণকে হয়রানির হাত থেকে রক্ষা করা কিংবা তাদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিআইপিসি) স্থাপন করা হয়েছে। কৃষকগণ যে কোনো ফোন থেকে ১৬২৩৬ হটলাইন

নম্বরে ফোন করে সরাসরি অথবা Google Play Store থেকে মোবাইল অ্যাপস BB Complaints ডাউনলোড করে তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন। গ্রাহকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এছাড়া, জনসাধারণ ও সংশ্লিষ্টদের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসসমূহের গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রের ফোন নম্বর, মোবাইল ও ফ্যাক্স নম্বর নিম্নে দেওয়া হলোঃ

কার্যালয়	ফোন	মোবাইল	ফ্যাক্স
চট্টগ্রাম অফিস	০৩১-৬১৬৮০০	০১৫৫৪৩১৭৪৫৯	০৩১-৬৩৪৭৭৬
খুলনা অফিস	০২৪-৭৭৭২৭০৩০	০১৯১৫৭৯৭৫৫২	০২৪-৭৭৭৩২৭৬২
রাজশাহী অফিস	০৭২১-৭৭৪০১১	০১৭৬০৮২৯৮৯৮	০৭২১-৭৭৫৪৯৪
সিলেট অফিস	০৮২১-৭২৫৪৫৯	০১৭৫৫৫৩৪২৯৭	০৮২১-৭১৫৬৮৭
বরিশাল অফিস	০৪৩১-২১৭৪৫০৫	০১৯১৩৮৯২২৩৯	০৪৩১-৬৪২৭১
বগুড়া অফিস	০৫১-৫১৬১৭	০১৭৯৮৫৭৫৫৪৮	০৫১-৫১১৯০
রংপুর অফিস	০৫২১-৬১০৩৭	০১৭৫৫৫০৭৫৪৭	০৫২১-৬৪৮২৯
ময়মনসিংহ অফিস	০৯১-৬২০২৫	০১৭২২৬৪০০৯১	০৯১-৬২০৬৫

১০.০৫। জেলা কৃষি ঋণ কমিটি কর্তৃক মনিটরিং

মাঠ পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে লীড ব্যাংক পদ্ধতির আওতায় জেলা কৃষি ঋণ কমিটি কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। এ পদ্ধতির আওতায় কোন ইউনিয়নে কোন রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক বা বিশেষায়িত ব্যাংক শাখা কৃষি ঋণ বিতরণ করবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম তদারকি এবং সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ এবং কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটি গঠন ও সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি কার্যকর ব্যবস্থাও এই পদ্ধতির আওতায় চালু আছে। প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসক হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষি ঋণ কমিটির সভাপতি এবং প্রত্যেক জেলায় সুনির্দিষ্ট একটি ব্যাংক লীড ব্যাংক হিসেবে স্ব-স্ব জেলার কৃষি ঋণ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। জেলা কৃষি ঋণ কমিটি মাসিক ভিত্তিতে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্ব-স্ব জেলার কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তদারকি এবং সমন্বয়ের এ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বর্তমানে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকের জন্য কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ বাধ্যতামূলক। জেলা পর্যায়ে বেসরকারি ব্যাংকসমূহের অনেকের শাখা থাকলেও অনেক বেসরকারি ব্যাংকের অনেক জেলাতে শাখা নেই। বিদেশী ব্যাংকসমূহের শাখা নেটওয়ার্ক সীমিত। বর্তমানে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহ তাদের শাখার মাধ্যমে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করছে।

সকল ব্যাংকের অংশগ্রহণে কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার বর্তমান প্রেক্ষাপটে কৃষি ঋণ কার্যক্রমকে আরও সমন্বিত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে জেলা কৃষি ঋণ কমিটিতে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন।

লীড ব্যাংক পদ্ধতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বিদ্যমান কাঠামোর অন্যান্য সকল দিক অপরিবর্তিত রেখে জেলা কৃষি ঋণ কমিটিতে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিত্ব নিম্নোক্তভাবে নির্ধারিত হবে ঃ

	কোনো জেলায় সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকের শাখার অবস্থা	উক্ত জেলায় সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অবস্থা	উক্ত জেলার কৃষি ঋণ কমিটিতে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব
ক	সংশ্লিষ্ট জেলায় যে ব্যাংকের শাখা রয়েছে	সংশ্লিষ্ট জেলায় শুধুমাত্র নিজস্ব শাখার মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।	সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান উক্ত জেলার 'জেলা কৃষি ঋণ কমিটি'-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
		নিজস্ব শাখার পাশাপাশি ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমেও সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান নিজস্ব শাখা/জোনের পাশাপাশি উক্ত জেলায় MFIs পার্টনারশিপ সংশ্লিষ্ট কৃষি ও পল্লী ঋণের তথ্যসহ 'জেলা কৃষি ঋণ কমিটি'-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
		নিজস্ব শাখার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয় না তবে, ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান উক্ত জেলায় MFIs পার্টনারশিপ সংশ্লিষ্ট কৃষি ও পল্লী ঋণের তথ্যসহ 'জেলা কৃষি ঋণ কমিটি'-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
খ	সংশ্লিষ্ট জেলায় যে ব্যাংকের কোনো শাখা নেই	সংশ্লিষ্ট জেলায় নিজস্ব শাখা না থাকলেও ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়।	ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর স্থানীয় সমন্বয়কারী ব্যাংকটির পক্ষে 'জেলা কৃষি ঋণ কমিটি'-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

১১.০ । কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়

১১.০১ । কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়ের গুরুত্ব

ঋণ পরিশোধের জন্য কিস্তি এবং সময়সীমা সংশ্লিষ্ট শাখা/আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ এসঙ্গে সংযুক্ত ঋণ পরিশোধসূচির আলোকে নিজেরাই নির্ধারণ করবেন। ফসল তোলার মৌসুম শুরু হওয়ার পর তথা বিপণনের সময় ব্যাংক শাখা ঋণ আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। কৃষি ঋণের সার্বিক আদায়ের হার গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনয়ন করতে হবে। ঋণ আদায় না হলে বিতরণ ব্যবস্থা ব্যাহত হবে। ঋণ মওকুফের মানসিকতা যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে; কারণ ঋণ মওকুফ করা হলে পরবর্তীতে গ্রাহকদের মধ্যে ঋণ পরিশোধে অনাগ্রহ দেখা দেয়। তবে দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ঋণ আদায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শক্রমে সাময়িকভাবে স্থগিত/বিলম্বিত করা যাবে। ব্যাংকসমূহকে ঋণ শ্রেণীবিন্যাসকরণের আর্থিক ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করতে হবে, যাতে কৃষি ও পল্লী ঋণের জন্য তারল্য সংকট সৃষ্টি না হয় এবং তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

১১.০২ । কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় সংক্রান্ত সচেতনতা

কৃষি ঋণ আদায়ের গুরুত্ব উল্লেখ করে সংশ্লিষ্টদের মাঝে সচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১১.০৩ । কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ

কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

ক) ঋণ আদায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ/আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নীতিমালার আলোকে আর্থিক বা অন্য যে কোন প্রকার প্রশংসাপত্র/পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

খ) সময়মত সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করলে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে সুদের ক্ষেত্রে ছাড় প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারে।

গ) দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন থাকা সার্টিফিকেট মামলাসমূহ নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনে এককালীন পরিশোধের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঘ) শ্রেণীকৃত ঋণসমূহ প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী পুনঃতফসিলের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঙ) যে সমস্ত শাখার মেয়াদোত্তীর্ণ/খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫০ শতাংশের বেশি সে সব শাখার ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে পৃথক 'আদায় সেল' গঠন করা যেতে পারে।

চ) কৃষি ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কৃষক সমাগম হয় এমন এলাকায় পূর্ব হতে প্রচার চালিয়ে 'কৃষি ঋণ আদায় ক্যাম্প'-এর আয়োজন করা যেতে পারে।

ছ) কৃষি ঋণ আদায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা যেতে পারে।

১১.০৪। সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা হ্রাসকরণ এবং অনাদায়ী কৃষি ঋণ আদায়ে বিকল্প উপায়/পদ্ধতি

ক. তামাদি ঋণসমূহ নিয়মিতকরণপূর্বক আপোষরফা/সমঝোতা (সোলেনামা) এর মাধ্যমে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার বা নিষ্পত্তি করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ বিষয়ে অর্জিত অগ্রগতি মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগকে জানাতে হবে;

খ. সার্টিফিকেট মামলা এড়ানোর লক্ষ্যে ব্যাংকার-গ্রাহক উভয়ের সম্মতিতে অনাদায়ী ঋণসমূহে Balance Confirmation Certificate, Token Money প্রভৃতির মাধ্যমে ঋণ তামাদি হওয়া প্রতিবিধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা কোনক্রমেই বৃদ্ধি না পায়;

গ. রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ শ্রেণীকৃত ঋণসহ সকল কৃষি ঋণ আদায়ে তদারকি জোরদারকরণ এবং প্রয়োজনে আলাদা আদায় সেল/ইউনিট গঠন করবে;

ঘ. কৃষি ঋণের ব্যবহার ও পরিশোধের গুরুত্ব এবং মামলার ভয়াবহতা ও পরিণতি সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ব্যবস্থা তথা সভা-সমাবেশের আয়োজন করতে হবে;

ঙ. অনাদায়ী ঋণগুলো তামাদি হওয়ার পূর্বে চিহ্নিত করে সহজ কিস্তি আদায়ের মাধ্যমে নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে;

চ. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষি ঋণ আদায় স্থগিতকরণ/নতুন ঋণ প্রদান/পুনঃতফশীল সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং

ছ. নিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধকারী কৃষককে পুরস্কার প্রদান ও তা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অন্যান্য কৃষকগণকে ঋণ পরিশোধে উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১২.০। কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা

কৃষি ঋণ সংক্রান্ত প্রোডাক্ট এবং সুবিধাসমূহ জনসাধারণের কাছে সহজে পৌঁছানোর স্বার্থে তা ব্যাংকসমূহের স্ব স্ব ওয়েবসাইটসহ সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। কৃষি ঋণ বিতরণে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নের উদ্দেশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য শাখার নোটিশবোর্ডে সংরক্ষণ ও নিয়মিত আপডেট করতে হবে।

১৩.০। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা

পৃথিবী জুড়ে শিল্প ক্ষেত্রে অতি মাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসসহ বিভিন্ন গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ ও বনভূমি ধ্বংসের কারণে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বৈশ্বিক উষ্ণায়নই জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ। মূলতঃ ভৌগোলিক কারণেই বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে সামান্য উঁচু দেশগুলোর বেশিরভাগই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত। জলবায়ু পরিবর্তন সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিই শুধু নয় 'পৃথিবীর ধানের ঝুড়ি' হিসেবে পরিচিত এই দেশগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেবে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সাইক্লোন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ততা সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঋতু পরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে বৈচিত্র্য দেখা দিচ্ছে। দেশের মধ্যাঞ্চলের বন্যা ও জলাবদ্ধতা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আকস্মিক বন্যা, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খরা এবং লবণাক্ততা এবং উপকূলীয় অঞ্চলের জলোচ্ছ্বাস ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কৃষির জন্য প্রকট সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

যেহেতু ফসলের ক্ষতি হলে প্রদত্ত কৃষি ঋণ আদায় ঝুঁকির সম্মুখীন হয় সেহেতু ব্যাংকগুলো কৃষিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য নিজেরা সচেতন হওয়ার পাশাপাশি কৃষকদেরকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করবে ঃ

ক) এলাকাভেদে প্রয়োজনে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সময়সীমায় পরিবর্তন আনতে হতে পারে;

খ) লবণাক্ত এলাকায় লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসল চাষ;

গ) জলাবদ্ধ ও বন্যা প্রবণ এলাকায় পানি-সহিষ্ণু ফসল চাষ;

ঘ) খরা প্রবণ এলাকায় খরা-সহিষ্ণু ফসল চাষ;

ঙ) বিপুল ফলন হ্রাস ও ফসল হানি এড়াতে খরার সময় সম্পূরক সেচ প্রদান;

চ) সেচ কাজের জন্য ভূ-নিম্নস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থিত পানির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ;

ছ) রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব সার ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বালাই/কীটনাশকরণ;

জ) বৃক্ষ নিধন করে বা পাহাড় কেটে প্রস্তুতকৃত জমিতে ঋণ প্রদানে ব্যাংকগুলো রক্ষণশীল ভূমিকা গ্রহণ করবে;

ঝ) স্বাভাবিকভাবে বন্যামুক্ত বছরে বাড়ির ভিটায় ফলমূল, শাক-সবজি চাষ, সামাজিক বনায়ন, পশুপালন এবং বসতবাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন ও বাগান উন্নয়ন কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে;

ঞ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলার জন্য বিকল্প এবং কৌশলগত চাষাবাদের বিভিন্ন পদ্ধতি (যেমন-লবণাক্ত এলাকায় ধানের পর মুগ ডালের চাষ, পাহাড়ের পাদদেশে সরিষার পর খরিপ-১ মৌসুমে বারিমুগ-৫ চাষ, রোপা আমন ধানের সাথে মসুরের সাথী ফসল চাষ (রিলে ক্রপ), শুষ্ক ভূমি অঞ্চলে প্রাইম পদ্ধতিতে মসুর চাষ) অনুসরণ করার জন্য কৃষকগণকে উৎসাহিতকরণ।

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা সম্পন্ন কতিপয় ফসলের একটি নমুনা তালিকা নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	ফসল	জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনের সামর্থ্য/সুবিধা
১।	বারিগম-২১ (শতাব্দী)	পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহনশীল।
২।	বারিগম-২৩ (বিজয়)	পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহনশীল।
৩।	বারিগম-২৫	পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। লবণাক্ততা সহিষ্ণু।
৪।	বারিগম-২৬	পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহনশীল।
৫।	বারিগম ট্রিটিক্যালি-১	খরা সহিষ্ণু এবং প্রতিকূল আবহাওয়া সহনশীল।
৬।	বারি বার্লি-৪	লবণাক্ততা সহনশীল এবং রোগ বালাই কম।
৭।	রাই-৫ (সরিষা)	খরা ও কিছুটা লবণাক্ততা সহনশীল।
৮।	বারি সরিষা-৭	অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগ এবং সাময়িক জলাবদ্ধতা সহনশীল।
৯।	বারি সরিষা-৮	অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগ এবং সাময়িক জলাবদ্ধতা সহনশীল।
১০।	বারি সরিষা-১১	আমন ধান কাটার পর এ জাতটি নাবি জাত হিসাবে সহজে চাষ করা যায়। খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল।
১১।	বারি সরিষা-১৬	খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু। অলটারনেরিয়া রোগ ও অরোবাংকি পরজীবী সহনশীল।
১২।	বারি আলু-১ (হীরা)	তাপ সহিষ্ণু। পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থা কিছুটা সহ্য করতে পারে। জাতটি ভাইরাস রোগ সহনশীল।
১৩।	বারি আলু-২২ (সৈকত)	লবণাক্ত এলাকার জন্য উপযোগী। ভাইরাস রোগ সহনশীল।
১৪।	বারি টমেটো-৪	উচ্চ তাপ সহনশীল।
১৫।	বারি টমেটো-৬ (চৈতী)	উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে। ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
১৬।	বারি টমেটো-১০ (অনুপমা)	উচ্চ তাপ ও ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
১৭।	বারি হাইব্রিড টমেটো-৩ (গ্রীষ্মকালীন)	উচ্চ তাপ সহিষ্ণু গ্রীষ্মকালীন সংকর জাত। ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
১৮।	পাট কেনাফ-৩ (বট কেনাফ) ও ৪	জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু।
১৯।	ইক্ষু-৩৯	খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু।
২০।	ইক্ষু-৪০	খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু।
২১।	বারি চিনাবাদাম -৯	উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্প মেয়াদী।

২২।	বারি আম-৫	উচ্চ ফলনশীল ও আগাম জাত।
২৩।	বারি আম-৬	উচ্চ ফলনশীল ও মৌসুমী জাত।
২৪।	বারি আম-৭	উচ্চ ফলনশীল ও মৌসুমী জাত।
২৫।	বারি আম-৮	উচ্চ ফলনশীল ও নাবী জাত।
২৬।	বারি লাউ-৩	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য।
২৭।	বারি লাউ-৪	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য।
২৮।	বারি রাম্বুটান	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য।

উপরোক্ত ফসলসমূহের মধ্যে যেগুলো কৃষি ঋণ নিয়মাচারে নেই সেগুলিতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কৃষি বিশেষজ্ঞ/কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শক্রমে এবং ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ নিয়মাচার নির্ধারণ করা যেতে পারে।

১৪.০। সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ

কৃষি ঋণ বিতরণ বর্তমানে সকল ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু, নীতিমালায় অনেক নতুন বিষয় সংযোজন এবং বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়টি নতুন হওয়ার কারণে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত নীতিমালা এবং অগ্রাধিকার খাতসমূহসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ব্যাপারে মাঠ পর্যায়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকারদের মাঝে আরো বেশি সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ, কর্মশালার আয়োজনসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

১৫.০। তথ্য বিবরণী সরবরাহ

বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মেতাবেক কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত নির্ভুল তথ্য/বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে সময়মত সরবরাহ করবে। দ্বৈত-গণনা (double-counting) এড়াতে এসএমই খাতে প্রদর্শিত কোনো ঋণ কৃষি খাতে প্রদর্শন করা যাবে না।

বিগত কয়েক বছরের ব্যাংকসমূহের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের তথ্য-উপাত্ত তথা গুণগতমান পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুরি, বিতরণ ও তদ্সংক্রান্ত বিবরণীতে প্রদত্ত তথ্যের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়। এরূপ কতিপয় বিষয় নিম্নে স্পষ্টীকরণ করা হলো এবং সেই মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও তথ্যবিবরণী সরবরাহ করতে হবেঃ

১) কৃষি ও পল্লী ঋণ খাতে চলতি মূলধন হিসেবে সিসি (হাইপো), ওভারড্রাফট, রিভলভিং টাইম লোন হিসেবে মঞ্জুরিকৃত ঋণসমূহের মঞ্জুরিপত্রের অন্যান্য শর্ত যাই থাকুক না কেন, নিয়মিত ঋণের মেয়াদকালীন সময়ে গ্রাহককে প্রদত্ত ঋণ সীমা হতে ব্যবহৃত সর্বোচ্চ পরিমাণ সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে একবারই বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে এবং ঋণের মেয়াদকালীন সময়ে ঋণ সীমার অবশিষ্ট অংশ ব্যবহার সাপেক্ষে পরবর্তী অর্থবছরে বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে। উক্ত ঋণসমূহের ক্ষেত্রে বিতরণকৃত ঋণের বকেয়ার সর্বোচ্চ স্থিতি (highest outstanding balance) বিতরণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

২) ইতোমধ্যে বিতরণকৃত ঋণের স্থিতি সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে কোনো ঋণ মঞ্জুর করা হলে উক্ত ঋণ নুতন কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না।

৩) ঋণ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথম ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ ও অধিগ্রহণের জন্য দ্বিতীয় ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ একই অর্থবছরে হলে দ্বিতীয় ব্যাংক কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ঋণ কৃষি ও পল্লী ঋণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না।

৪) পুনঃতফসিলীকরণের উদ্দেশ্যে মঞ্জুরিকৃত ঋণ কৃষি ও পল্লী ঋণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না।

৫) পোল্ট্রি ও মৎস্য খামারের জন্য খাদ্য তৈরীর কাঁচামাল, ঔষধ ইত্যাদি আমদানীর উদ্দেশ্যে এলসি মূল্য পরিশোধের নিমিত্তে মঞ্জুরিকৃত ঋণ মঞ্জুরীকালীন সময়ের মধ্যে একবারই বিতরণ প্রদর্শন করা যাবে।

৬) চলতি মূলধন হিসেবে বিতরণকৃত সিসি (হাইপো), ওভারড্রাফট, রিভলভিং টাইম লোন প্রকৃতির ঋণসমূহ ফসল, মৎস্য সম্পদ ও প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এমন ঋণ ব্যতীত অন্যান্য খাতে বিতরণকৃত ঋণ কৃষি ও পল্লী ঋণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

৭) বিতরণকৃত ঋণ মঞ্জুরিকৃত মেয়াদের মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধকৃত না হলে উক্ত ঋণ পরিশোধ/সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে বর্ধিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত ঋণকে নতুন ঋণ বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না।

এছাড়া, জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় তথ্য প্রেরণের বিষয়ে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবেঃ

১) জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাংককে জেলার লীড ব্যাংক বরাবর চাহিদা মোতাবেক নির্ভুল তথ্য যথাসময়ের প্রেরণ করতে হবে।

২) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা'র আওতায় এমএফআই লিংকেজ এর মাধ্যমে যে সকল জেলায় ঋণ বিতরণ করা হয়েছে সে সকল জেলার ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা উক্ত বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণের তথ্যাদি জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় সরবরাহ করবে।

এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় যাচিত কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তথ্য দ্রুততম সময়ে প্রদান করতে হবে।

১৬.০। কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমে সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রণোদনা

কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাফল্য হিসেবেও দেখা হবে। ফলে এ অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা, অনুমোদিত ডিলার শাখা, বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলার অনুমোদনের ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক CAMELS Rating এর ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কৃষি ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোর সাফল্যকেও বিবেচনা করা হবে। Agri Financing Performance কে CAMELS এর "M" অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা বা Management Component এর রেটিং এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, শস্য খাতে ঋণ বিতরণ, ৪% রেয়াতি হারে ঋণ বিতরণ, নিজস্ব শাখার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ এবং আদায়যোগ্য ঋণের বিপরীতে আদায়ের হারকে বিবেচনা করা হবে। বিশেষ তারল্য সমর্থনের ক্ষেত্রেও কৃষি ঋণ কার্যক্রমে পারদর্শী ব্যাংকগুলো অগ্রাধিকার পাবে।

১৭.০। ব্যাংকসমূহের স্ব-স্ব কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির আলোকে প্রত্যেক ব্যাংক তাদের নির্ধারিত কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য একটি নিজস্ব বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী জারি করবে।

১৮.০। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত কৃষি সহায়ক বিশেষ কর্মসূচি

১৮.০১। পাট খাতে সহায়তা প্রদানের জন্য পাট ক্রয়ের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে ৩০০.০০ (তিনশত) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

পাট খাতে সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ করে কৃষকদের নিকট থেকে ন্যায্যমূল্যে পাট ক্রয়ের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠন করা হয় এবং ০৯ জুন, ২০১৪ তারিখে এ সংক্রান্ত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১ জারী করা হয়। এ স্কীমের অর্থ রপ্তানির সাথে জড়িত/সংশ্লিষ্ট সকল পাটকল/পাট ব্যবসায়ীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয় যা'তে সুদের হার ব্যাংক পর্যায়ে প্রচলিত ব্যাংক হারে (তৎকালীন ৫%) এবং গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৯% নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের মাধ্যমে এ পুনঃঅর্থায়ন স্কীমটি পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণ চুক্তিনামা স্বাক্ষরের মাধ্যমে তফসিলি ব্যাংকগুলো এ স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। উল্লেখ্য, এ স্কীমের আওতায় প্রদত্ত ঋণসমূহ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হয় না। প্রসঙ্গতঃ ২৩ জুন, ২০১৯ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৩ এর মাধ্যমে উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের পরিমাণ আরও ১০০ (একশত) কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকায় উন্নীত করার এবং গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার সর্বোচ্চ ৮% পুনঃনির্ধারণ করে স্কীমটির মেয়াদ পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৯/০৭/২০২০ তারিখ থেকে ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংক হারে (বর্তমানে ৪%) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে এবং ব্যাংক সর্বোচ্চ ৭% সুদ হারে প্রতি ষান্মাসিকে সুদাসলের একটি নির্দিষ্ট হারে পরিশোধ/সমন্বিত হওয়া সাপেক্ষে পাটকল/পাট রপ্তানিকারকদের ঋণ প্রদান করবে। ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকার এ তহবিল হতে নতুনভাবে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ৩৯ কোটি ৪৯ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।

১৮.০২। নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কৃষি খাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কীম

নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব মোকাবিলার জন্য চলতি মূলধন নির্ভরশীল কৃষি খাতসমূহে পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৩/০৪/২০২০ তারিখে জারিকৃত এসিডি সার্কুলার নং-০১ এর মাধ্যমে ৫,০০০.০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠন করা হয়। এ স্কীমটির আওতায় চলতি মূলধন ভিত্তিক কৃষি খাতসমূহে (হর্টিকালচার অর্থাৎ মৌসুম ভিত্তিক ফুল ও ফল চাষ, মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি, ডেইরি ও প্রাণিসম্পদ খাত) বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহ ১% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাচ্ছে। উল্লেখিত খাতসমূহে গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৪% সুদ/মুনাফা হারে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, স্কীমটির মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। এ পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় ব্যাংকসমূহ কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ১,৮৩,০৭০ জন গ্রাহকের অনুকূলে ৪,২৯৫.১৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

১৮.০৩। নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট সঙ্কট মোকাবেলায় কৃষকের অনুকূলে প্রণোদনা সুবিধার আওতায় শস্য ও ফসল খাতে ৪% রেয়াতি সুদ/মুনাফা হারে কৃষি ঋণ প্রদানঃ

নভেল করোনা ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে আগামীতে খাদ্যের উৎপাদন ও খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে কৃষি খাতে শস্য ও ফসল চাষের জন্য কৃষক পর্যায়ে স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ সরবরাহ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এপ্রেক্ষিতে, আমদানী বিকল্প ফসলসমূহের পাশাপাশি কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত ধান, গমসহ সকল দানা শস্য, অর্থকরী ফসল, শাক-সবজি ও কন্দাল ফসল চাষের জন্যও সুদ/মুনাফা ক্ষতি সুবিধার আওতায় কৃষক পর্যায়ে প্রণোদনা হিসেবে ৪% রেয়াতি সুদ/মুনাফা হারে কৃষি ঋণ বিতরণ করার নির্দেশনা প্রদান করে ২৭/০৪/২০২০ তারিখে এসিডি সার্কুলার নং-০২ জারি করা হয়েছিল। বিতরণকৃত ঋণসমূহের বিপরীতে ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রকৃত সুদ/মুনাফা ক্ষতি বাবদ (বর্তমানে 8% হারে) সুদ ক্ষতি পুনর্ভরণ সুবিধা প্রাপ্য হবে। উল্লেখ্য, ৩০ জুন, ২০২১ এর পর চলমান ঋণসমূহের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য স্বাভাবিক সুদ/মুনাফা হার প্রযোজ্য হবে। এ প্রণোদনা সুবিধার আওতায় শস্য ও ফসল খাতে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ৭,০৩,৭৪৭ জন গ্রাহকের অনুকূলে ৪,৮৮০.৭১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

১৮.০৪। কৃষি ঋণ বিতরণ সহজীকরণে সরকারের এটুআই ও অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'কৃষি ও পল্লী ঋণ সহজীকরণ' প্রকল্পঃ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড কর্তৃক **'কৃষি ও পল্লী ঋণ সহজীকরণ'** শীর্ষক প্রকল্পটির পাইলটিং কার্যক্রম বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলার সরকারী ব্যাংকের সকল শাখায় ও বেসরকারী ব্যাংকসমূহের দু'টি করে শাখায় চলমান রয়েছে। কৃষক যে কোন স্থান থেকে অনলাইনে www.onlinekrishi.gov.bd অথবা 'krishiloan' নামীয় এ্যান্ড্রয়েড ভিত্তিক এ্যাপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করে কৃষি ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবে। এ প্রক্রিয়ায় কৃষক নিজে আবেদন করতে সক্ষম না হলেও নিকটস্থ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে কৃষি ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে ঋণ আবেদন গৃহীত হওয়া সাপেক্ষে ঋণ মঞ্জুরীকালে কৃষককে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ শুধুমাত্র একবার ব্যাংক শাখায় যাওয়ার প্রয়োজন হবে। এছাড়া, কৃষক অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে আবেদনের সর্বশেষ অগ্রগতি যাচাই করতে পারবে এবং ঋণ অনুমোদিত হলে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানতে পারবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদন সিস্টেমের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে ঋণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন দিতে পারবে অথবা ঋণ আবেদন গৃহীত না হলে প্রকৃত কারণ উল্লেখ করে কৃষককে পুনরায় আবেদন করার পরামর্শ প্রদান করতে পারবে।

বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচি ঃ খাত/উপখাত

১। স্বল্প মেয়াদি ঋণ

১.১। ফসল ঋণ

(ক) রোপা আমন

(খ) রবি ফসল

১) বোরো

২) গম

৩) আলু

৪) আখ

৫) সরিষা/বাদাম

৬) অন্যান্য রবি ফসল (ডাল, শীতকালীন শাক-সবজি ইত্যাদি)।

গ) গ্রীষ্মকালীন ফসল

১) আউশ/বোনা আমন

২) পাট

৩) ভুট্টা

৪) অন্যান্য গ্রীষ্মকালীন ফসল (তিল, গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজি ইত্যাদি)।

(ঘ) তুলা

(ঙ) বীজ উৎপাদন

(চ) অন্যান্য ফসল (আদা, কচু ইত্যাদি)।

১.২। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন

(ক) মৎস্য চাষ

(খ) চিংড়ি চাষ

(গ) একুয়াকালচার

(ঘ) রেণু উৎপাদন

১.৩। লবণ চাষ

১.৪। অন্যান্য স্বল্প মেয়াদি কর্মকাণ্ড বিবিধ।

১.৫। শস্যগুদাম ও বাজারজাতকরণ।

২। মেয়াদি ঋণ

২.১। সেচ যন্ত্রপাতি

ক) গভীর নলকূপ

খ) অগভীর নলকূপ

গ) এল এল পি

ঘ) হস্তচালিত নলকূপ/ওয়াটার পাম্প/ট্রেডল পাম্প।

২.২। প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন

ক) হালের গরু/মহিষ

খ) প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন

১) গরু মোটাতাজাকরণ

২) দুগ্ধ খামার

৩) ছাগল/ভেড়ার খামার

গ) হাঁস/মুরগির খামার (পোলট্রি)

ঘ) কেঁচো কম্পোস্ট সার ।

২.৩। কৃষি যন্ত্রপাতি

ক) পাওয়ার টিলার

খ) ট্রাক্টর

গ) ফসল কাটা ও মাড়াইয়ের যন্ত্র

ঘ) অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি

২.৪। নার্সারী ও উদ্যানভিত্তিক ফসল (আনারস, বাউকুল, ওয়েল পাম ইত্যাদি)।

২.৫। পান বরজ।

২.৬। মাশরুম চাষ

২.৭। আয় উৎপাদনক্ষম কর্মকাণ্ড

২.৮ । গ্রামীণ পরিবহন (নৌকা, রিক্সা, ভ্যান, গরুর গাড়ি ইত্যাদি) ।

২.৯। জলমহাল ব্যবস্থাপনা।

২.১০। অন্যান্য মেয়াদি কর্মকান্ড [রেশমগুটি উৎপাদন, লাক্ষাগাছ, খয়েরগাছ উৎপাদন, রেশম চাষ, তুঁত গাছ চাষ, চা ফসল (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত) ইত্যাদি]।

বিঃদ্রঃ মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন খাতে মেয়াদি ঋণও বিতরণ করা যাবে।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা	ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা
ক.	**রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক**				
১	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৬০০০	৯	এক্সিম ব্যাংক লিঃ	৭৯১
২	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১৮৫০	১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ	৮৭৮
	(i) উপ সমষ্টি	**৭৮৫০**	১১	আইএফআইসি ব্যাংক লিঃ	৫৪২
			১২	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	১৯৭১
খ.	**রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক**		১৩	যমুনা ব্যাংক লিঃ	৩০৮
১	সোনালী ব্যাংক লিঃ	১২০০	১৪	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ	৪৮০
২	জনতা ব্যাংক লিঃ	৭৫০	১৫	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ	৩৭৯
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	৬৮০	১৬	ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	৮১৭
৪	রূপালী ব্যাংক লিঃ	৪০০	১৭	এনসিসি ব্যাংক লিঃ	৩৪৪
৫	বেসিক ব্যাংক লিঃ	১৫০	১৮	ওয়ান ব্যাংক লিঃ	৪০০
৬	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ	১৫	১৯	প্রাইম ব্যাংক লিঃ	৪০৫
	(ii) উপ সমষ্টি	**৩১৯৫**	২০	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ	৪৩০
			২১	পূবালী ব্যাংক লিঃ	৫৮১
গ.	**বিদেশী ব্যাংক ঃ**		২২	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ	৩৫৯
১	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	৩৪২	২৩	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ	৫৯১
২	ব্যাংক আল-ফালাহ লিঃ	১৯	২৪	সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ	৬০৬
৩	কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন লিঃ	৬৬	২৫	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ	৩১৬
৪	সিটি ব্যাংক এন এ	২৫	২৬	দি সিটি ব্যাংক লিঃ	৫২৫
৫	হাবিব ব্যাংক লিঃ	৫	২৭	ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ	৪০৯
৬	এইচএসবিসি	২০১	২৮	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ	৭০২
৭	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	১৩	২৯	উত্তরা ব্যাংক লিঃ	২৫৪
৮	উরি ব্যাংক	১১	৩০	ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ	৩৬২
	(iii) উপ সমষ্টি	**৬৮২**	৩১	সাউথ বাংলা এগ্রিকালচারাল এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ	১১১
			৩২	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ	১৬৫
ঘ.	**বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ**		৩৩	মেঘনা ব্যাংক লিঃ	৬৭
১	এবি ব্যাংক লিঃ	৪৭৭	৩৪	মিডল্যান্ড ব্যাংক লিঃ	৭৫
২	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ	৬০৮	৩৫	এনআরবি ব্যাংক লিঃ	৭৫
৩	ব্যাংক এশিয়া লিঃ	৪৫৩	৩৬	মধুমতি ব্যাংক লিঃ	৭৮
৪	বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ	২৪	৩৭	গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ	১৯৯
৫	ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ	৫০৯	৩৮	সীমান্ত ব্যাংক লিঃ	১৮
৬	ঢাকা ব্যাংক লিঃ	৩৬৪	৩৯	কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	৫৫
৭	ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিঃ	৫৩৪	৪০	বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ	৫
৮	ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ	৩৯৭		***(iv) উপ সমষ্টি***	**১৬৬৬৪**

সর্বমোট লক্ষ্যমাত্রা $(i + ii + iii + iv)$	**২৮,৩৯১ কোটি টাকা**

কেঁচো কম্পোস্ট সার (Vermicompost) উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার

ক) নতুন প্রকল্প স্থাপনঃ

গরু ক্রয় (২টি)	মাটির চাড়ী ক্রয়/ হাউস নির্মাণ	কেঁচো ক্রয় (৩ কেজি)	ঘর তৈরি/শেড নির্মান	অন্যান্য উপাদান ক্রয়	মোট খরচ	গরু ক্রয় ব্যতীত মোট খরচ
২,০০,০০০	৩০,০০০	১০,০০০	৪৯,০০০	১০০০	২,৯০,০০০.০০	৯০,০০০.০০

খ) পূর্ব হতেই গাভী পালন করছে ঃ

যে সকল ব্যক্তি আগে থেকেই গাভী পালন করে আসছে এবং গাভীর শেড রয়েছে তাদেরকে মাটির চাড়ী/হাউস নির্মাণ ও কেঁচো ক্রয়ের জন্য অর্থ প্রদান করলেই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে ৯০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ একক অথবা যৌথ ভিত্তিতে উৎপাদনকারী পরিবার/প্রতিষ্ঠান।

ঋণ পরিশোধের সময়কালঃ ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে ০৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ অনধিক চার (৪) বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য।

জামানতের পরিমাণঃ নতুন প্রকল্প স্থাপনে জামানত গ্রহণ/ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে জামানত নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং পূর্ব হতেই গাভী পালন করছে এমন ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে জামানত বিহীন ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

স্বল্পমেয়াদি কৃষি (ফসল) ঋণ/বিনিয়োগের নমুনা আবেদন পত্র

ব্যবস্থাপক
. . . . . . .ব্যাংক লিঃ
জেলা . . . .

শাখার জন্য প্রযোজ্যঃ পাস বই নম্বরঃ
দরখাস্ত গ্রহণের তারিখঃ
ঋণ হিসাব নম্বরঃ

ছবি

জনাব,

বিষয়ঃ . . . . .চাষের জন্য ঋণ প্রদান প্রসঙ্গে।

আমি/আমরা আপনার ব্যাংক শাখা হতে. . . . . . . অর্থবছরে শস্য ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণে ইচ্ছুক এবং এতদুদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী সরবরাহ করিতেছি।

১। আবেদনকারীর নাম ঃ . . . . বয়স ঃ. .. . .
২। পিতা/স্বামীর নাম ঃ . . . .
৩। মাতার নাম ঃ . . . .
৪। পূর্ণ ঠিকানা গ্রাম ঃ. . . . . ডাকঘর ঃ . . . .
ইউনিয়ন ঃ . . . . থানা/উপজেলা ঃ . . . .
জেলা ঃ . . . .
৫। জাতীয় পরিচয় পত্র নং ঃ . . . .
৬। মোবাইল ফোন নং ঃ . . . .
৭। আবেদনকৃত ঋণের সংশ্লিষ্ট চাষাধীন জমি ও উৎপাদিত ফসলের বিস্তারিত বিবরণ ঃ-

	মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ	উৎপাদিতব্য ফসলের নাম	প্রার্থীত ঋণ/ বিনিয়োগের পরিমাণ
(ক) নিজ মালিকানাধীন						
(খ) বর্গা চাষাধীন						
(গ) লিজ জমি						

৮। ঋণ/বিনিয়োগের জামানত ঃ প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে উৎপাদিতব্য/উৎপাদিত শস্য ব্যাংকের নিকট বন্ধক থাকিবে।

৯। পরিশোধ পদ্ধতি ও ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ ঃ সংশ্লিষ্ট শস্য ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণের দিন হইতে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদ/মুনাফাসহ পরিশোধযোগ্য।

১০। বর্তমান দায়দেনার পরিমাণঃ অপরিশোধিত ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণঃ (ক) স্বল্প মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগ ঃ
(খ) মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগ ঃ

১১। আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, অত্র আবেদন পত্রে দাখিলকৃত সমগ্র তথ্যাবলী সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সত্য। আমি/আমরা এই মর্মে প্রতিশ্রুতি ও অংগীকার করিতেছি যে, মঞ্জুরিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ উৎপাদিতব্য নির্দিষ্ট ফসল উৎপাদনের কাজে যথাযথভাবে ব্যবহার করিব এবং এই অর্থ কোনক্রমেই অন্য কোন কাজে ব্যবহার করিব না। আমি/আমরা আরো অংগীকার করিতেছি যে, মঞ্জুরিকৃত ঋণ/বিনিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক আরোপিত সকল শর্তাবলী যথাযথভাবে মানিয়া চলিব এবং গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ উৎপাদিত ফসল বিক্রয় করিয়া সময়মত সুদসহ সম্পূর্ণরূপে ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধ করিব। অন্যথায় প্রচলিত আইনের আওতায় আদালতে মামলা দায়ের/কেসের মাধ্যমে ব্যাংক আমার নিকট হইতে সমুদয় পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহির সনাক্তকারীর স্বাক্ষর
নাম ঃ . . . .
পিতার নাম ঃ . . . .
পূর্ণ ঠিকানা ঃ . . . .

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

১২। মাঠকর্মী/পরিদর্শনকারী/সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তার সুপারিশঃ আবেদনকারী কর্তৃক উপরোক্ত তথ্যাবলী আমি সরেজমিনে পরিদর্শন/দাখিলকৃত তথ্যাদি ও দলিলাদি পর্যালোচনা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সনদ প্রদান করিতেছি যে, বর্ণিত তথ্যাবলী সত্য ও নির্ভুল। আবেদনকারীকে চলতি মৌসুমে নিম্নোক্ত শস্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্যে .... টাকা ঋণ মঞ্জুরির সুপারিশ করিতেছি।

ফসলের নাম	জমির পরিমাণ	ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ
ক)		
খ)		
গ)		

মাঠকর্মী/পরিদর্শনকারী/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

১৩। ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পূরণীয়ঃ

ক) মঞ্জুরিকৃত মোট ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ ঃ টাকা .... কথায় ... . মাত্র

খ) মঞ্জুরির তারিখ ঃ .... গ) জামানত ঃ উৎপাদিত শস্য ও মজুত শস্য

ঘ) সুদ/মুনাফার হার ঃ বার্ষিক ....% হারে সরল সুদ/মুনাফা প্রযোজ্য হইবে। সুদ/মুনাফা হার পরিবর্তনশীল। ব্যাংক কর্তৃক সুদ/মুনাফা হার পরিবর্তন করা হইলে পরিবর্তিত সুদ/মুনাফা হার প্রযোজ্য হইবে।

ঙ) ঋণ/বিনিয়োগের ধরন ঃ

চ) ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ ও পরিশোধ পদ্ধতি ঃ

ছ) ফসলওয়ারী ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ ঃ

ফসলের নাম	নগদ টাকা	উপকরণ(টাকায়)	মোট টাকা	ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ	বিতরণের তারিখ	পরিশোধের তারিখ
১)						
২)						
৩)						

তারিখঃ ....

ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

১৪। যেহেতু আমাকে/আমাদিগকে ....ব্যাংক হতে ১৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলীতে মোট টাকা ঃ .... (কথায় ঃ.... ....মাত্র) শস্য ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুর করা হইয়াছে, সেহেতু আমি/আমরা এতদ্বারা অংগীকার করিতেছি যে, আমরা/আমাদের আবেদনপত্রে বর্ণিত জমিতে যে শস্যাদি উৎপন্ন হইবে তৎসমুদয় উৎপাদিত এবং মজুত শস্যাদি যা আমার/আমাদের নিজ হেফাজতে বা অন্য কাহারো হেফাজতে আছে/থাকিবে বা অন্য স্থানে নেওয়া হইতেছে বা হইবে তাহা উক্ত ঋণ/বিনিয়োগের জামানত স্বরূপ গণ্য হইবে এবং ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে। প্রয়োজনবোধে ব্যাংক উক্ত শস্যাদি অথবা আবেদনপত্রে উল্লিখিত নিজ মালিকানাধীন জমি বিক্রয় করিয়া ব্যাংকের ঋণ/বিনিয়োগ বাবদ পাওনা আসল ও সুদ/মুনাফা আদায় করিয়া নিতে পারিবে। ইহাতে আমার/আমাদের কোন ওজর আপত্তি থাকিবে না, কোন আপত্তি থাকিলে তাহা আইনগত অগ্রাহ্য হইবে। ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তফসীল বর্ণিত নিজ মালিকানাধীন জমি কাহারো নিকট দায়বদ্ধ/হস্তান্তর করিব না এবং জমির খাজনাদি নিয়মিত পরিশোধ করিব। উপরোক্ত শর্তাবলীতে ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত মোট টাকা .... (কথায় ঃ................. .... মাত্র) ঋণ/বিনিয়োগের জন্য অত্র দলিল স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে সম্পাদন করিলাম।

চুক্তি সম্পাদনের তারিখঃ ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

১৫ (ক)। জামিনদারের হলফনামা ঃ (বর্গা চাষীদের ক্ষেত্রে জমির মালিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে পরিবারের সদস্যবৃন্দ/আত্মীয়স্বজন অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মেম্বার অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের গ্রাহক জামিনদার হইতে পারিবে)

আমি এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছি যে, উপরোক্ত ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার অনুকূলে মঞ্জুরিকৃত ঋণ/বিনিয়োগের টাকা . . . . (কথায় ঃ. . . . . .মাত্র) যথাসময়ে সুদ/মুনাফা ও অন্যান্য খরচাদিসহ পরিশোধ করা না হইলে আমি ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার পক্ষে জামিনদার হিসেবে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগের সমুদয় টাকা সুদ/মুনাফাসহ ব্যাংক কর্তৃক চাহিবামাত্র পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব।

তারিখ ঃ . . . .

জামিনদারের স্বাক্ষর/টিপসহি
(টিপসই হইলে সনাক্ত করিতে হইবে)

টিপসহির সনাক্তকারীর স্বাক্ষর
সনাক্তকারীর নাম ঃ . . . .
ঠিকানা ঃ . . . .

জামিনদারের নাম ঃ. . . . .
পিতার নাম ঃ . . . .
পূর্ণ ঠিকানা ঃ. . . . .
. . . .
মোবাইল নং . . . .

১৫ (খ)। বর্গাচাষিদের ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে জামিনদার না পাওয়া গেলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি/ ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির প্রত্যয়ন পত্রঃ

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যক্তিগতভাবে আমার পূর্ব পরিচিত। তিনি উপরে বর্ণিত তফসীলের জমিতে চাষ করিতেছেন এবং গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ সে সময়মত পরিশোধ করিবেন। পরিশোধ না করিলে তাহার কাছ থেকে বকেয়া আদায়ে আমি ব্যাংককে সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করিব।

প্রত্যয়নকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি
(টিপসই হইলে সনাক্ত করিতে হইবে)

টিপসহির সনাক্তকারীর স্বাক্ষর
সনাক্তকারীর নাম ঃ . . . .
ঠিকানা ঃ . . . .

প্রত্যয়নকারীর নাম ঃ. . . . .
পিতার নাম ঃ . . . .
পূর্ণ ঠিকানা ঃ. . . . .
. . . .
মোবাইল নং . . . .

১৬। ঋণ/বিনিয়োগ আবেদন বিবেচনা করা না হইলে তাহার কারণঃ

তারিখ ঃ . . . .

ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার ঃ ১৪২৮-১৪২৯ বাং/২০২১-২০২২ ইং

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
দানা শস্য ঃ													
১	আউশ (উফশী)	৪৮০৫	৮০০	১৭০০	০	১০০০	৪৬০০	৩৬০০০	৭০০০	৫৫৯০৫	৫৫৯০৫	২৭৯৫২৫	৯৩১৮
২	আউশ (স্থানীয়)	২৮৬০	৬৫০	১০০০	০	৬০০	৪০০০	৩০০০০	৬৫০০	৪৫৬১০	৪৫৬১০	২২৮০৫০	৭৬০২
৩	রোপা আমন (উফশী)	৫৭৪০	৮০০	১৬০০	০	১০০০	৪৫০০	৩৬০০০	৬৫০০	৫৬১৪০	৫৬১৪০	২৮০৭০০	৯৩৫৭
৪	রোপা আমন (স্থানীয়)	৩৪০০	৬৫০	০	০	১০০০	৪৫০০	৩০০০০	৬৫০০	৪৬০৫০	৪৬০৫০	২৩০২৫০	৭৬৭৫
৫	বোনা আমন (স্থানীয়)	১২৫০	৬০০	০	০	০	৪০০০	৩০০০০	৫৫০০	৪১৩৫০	৪১৩৫০	২০৬৭৫০	৬৮৯২
৬	বোরো (হাইব্রিড)	৭৫২৫	১৪০০	৮০০০	০	১৫০০	৬০০০	৪৮০০০	৭৫০০	৭৯৯২৫	৭৯৯২৫	৩৯৯৬২৫	১৩৩২১
৭	বোরো (উফশী)	৬৫২৫	১০৫০	৮০০০	০	১৩০০	৬০০০	৪৮০০০	৭৫০০	৭৮৩৭৫	৭৮৩৭৫	৩৯১৮৭৫	১৩০৬৩
৮	বোরো (স্থানীয়)	৪৪৩০	৮০০	৫০০০	০	১০০০	৫০০০	৩৬০০০	৬৫০০	৫৮৭৩০	৫৮৭৩০	২৯৩৬৫০	৯৭৮৮
৯	গম (সেচসহ)	৫৫৮৫	৩২০০	৩০০০	০	১০০০	৪৫০০	৩০০০০	৬৫০০	৫৩৭৮৫	৫৩৭৮৫	২৬৮৯২৫	৮৯৬৪
১০	কাউন	২৩১৫	৬০০	১৫০০	০	১০০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	২৯৫১৫	২৯৫১৫	১৪৭৫৭৫	৪৯১৯
১১	জোয়ার (সরগম)	৪৭২২	৫৫০	১৫০০	০	৪০০	৩০০০	১৫০০০	৩৩০০	২৮৪৭২	২৮৪৭২	১৪২৩৬০	৪৭৪৫
১২	বাজরা (পালমিলেট)	২৩১৫	৫৫০	১৫০০	০	৪০০	৩০০০	১৫০০০	৩৩০০	২৬০৬৫	২৬০৬৫	১৩০৩২৫	৪৩৪৪
১৩	বার্লি বা যব	২৩৫৪	৫৫০	১৫০০	০	৫০০	৩০০০	১৫০০০	৩৩০০	২৬২০৪	২৬২০৪	১৩১০২০	৪৩৬৭
১৪	চিনা	২২৬৪	৪৫০	১৫০০	০	৫০০	৩০০০	১৫০০০	৫৫০০	২৮২১৪	২৮২১৪	১৪১০৭০	৪৭০২
১৫	হাইব্রীড ভুট্টা (খরিপ)	৮৬৫০	২৬০০	১৫০০	০	৮০০	৩৬০০	২১০০০	৫৫০০	৪৩৬৫০	৪৩৬৫০	২১৮২৫০	৭২৭৫
১৬	হাইব্রীড ভুট্টা (রবি)	৮৬৫০	২৬০০	২০০০	০	৮০০	৩৬০০	২১০০০	৫৫০০	৪৪১৫০	৪৪১৫০	২২০৭৫০	৭৩৫৮
অর্থকরী ফসল													
১৭	পাট	৩১২০	৩৫০	০	০	১০০০	৪৬০০	৩০০০০	৩৩০০	৪২৩৭০	৪২৩৭০	২১১৮৫০	৭০৬২
১৮	শন পাট	২১২৬	৩৫০	০	০	৮০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	২৫১৭৬	২৫১৭৬	১২৫৮৮০	৪১৯৬

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/ হাল	শ্রম	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৯	আখ	১৬৩০৩	৪০০০	৪০০০	০	২৫০০	৩৬০০	৩০০০০	৬৫০০	৬৬৯০৩	৬৬৯০৩	১৬৭২৫৭ (সর্বোচ্চ ২.৫ একরের জন্য)	১১১৫১
২০	মিষ্টিপান	১০১৮২৫	২৫০০০০	১২০০০	২৬০০০০	১৩০০০	১২০০০	৩৬০০০০	৪৩০০০	১০৫১৮২৫	১০৫১৮২৫	৫২৫৯১২৫	১৭৫৩০৪
	পান	৭৭০০০	৬০০০০	৭০০০	১৭০০০০	৭০০০	৬০০০	৩০০০০০	২৭০০০	৬৫৪০০০	৬৫৪০০০	৩২৭০০০০	১০৯০০০
২১	তুলা (আমেরিকান)	১০৭৯৬	৫০০	১৬০০	০	১০০০	৩৬০০	৩০০০০	৬৫০০	৫৩৯৯৬	৫৩৯৯৬	২৬৯৯৮০	৮৯৯৯
২২	তুলা (কুমিল্লা পাহাড়ী)	৯৪৩৪	৫০০	১৬০০	০	১০০০	৩৬০০	৩০০০০	৬৫০০	৫২৬৩৪	৫২৬৩৪	২৬৩১৭০	৮৭৭২
শাক সবজি ঃ													
২৩	সীম	৭৫১১	৭০০	১৬০০	১৪০০০	৮০০	৩৬০০	২৪০০০	৫৫০০	৫৭৭১১	৫৭৭১১	২৮৮৫৫৫	৯৬১৯
২৪	লাল শাক	৭২০০	৪০০	১০০০	০	৪০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২৭৯০০	২৭৯০০	১৩৯৫০০	৪৬৫০
২৫	পালং শাক	৬৮৫২	২০০	১০০০	০	৪০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২৭৩৫২	২৭৩৫২	১৩৬৭৬০	৪৫৫৯
২৬	কলমী শাক	৭৯৫৪	২০০	১০০০	০	৪০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২৮৪৫৪	২৮৪৫৪	১৪২২৭০	৪৭৪২
২৭	লাউ	৮৫০০	২০০	১০০০	২০০০০	৪০০	৩৬০০	১২০০০	৫৫০০	৫১২০০	৫১২০০	২৫৬০০০	৮৫৩৩
২৮	মুলা	৯২৪৫	২৫০	১৫০০	০	৮০০	৩৬০০	১২০০০	৫৫০০	৩২৮৯৫	৩২৮৯৫	১৬৪৪৭৫	৫৪৮৩
২৯	ফুলকপি	৯৮৭৩	৯০০	৩০০০	০	৮০০	৩৬০০	২১০০০	৫৫০০	৪৪৬৭৩	৪৪৬৭৩	২২৩৩৬৫	৭৪৪৬
৩০	বাঁধাকপি	৯৯৩৩	৯০০	৩০০০	০	৮০০	৩৬০০	২১০০০	৫৫০০	৪৪৭৩৩	৪৪৭৩৩	২২৩৬৬৫	৭৪৫৬
৩১	ওলকপি	১২৩০৫	৯০০	৩০০০	০	৭০০	৩৬০০	২১০০০	৫৫০০	৪৭০০৫	৪৭০০৫	২৩৫০২৫	৭৮৩৪
৩২	শালগম	১২৩০৫	৯০০	৩০০০	০	৭০০	৩৬০০	২১০০০	৫৫০০	৪৭০০৫	৪৭০০৫	২৩৫০২৫	৭৮৩৪
৩৩	গাজর	৮৪৯২	৫০০০	২৩০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৫৫০০	৩৭৫৯২	৩৭৫৯২	১৮৭৯৬০	৬২৬৫
৩৪	মটরসুটি	৭২৮৪	৮০০	৮০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৫৫০০	৩০৬৮৪	৩০৬৮৪	১৫৩৪২০	৫১১৪
৩৫	বরবটি	৭৩৯৮	১৪০০	৮০০	৬০০০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	৪০৩৯৮	৪০৩৯৮	২০১৯৯০	৬৭৩৩
৩৬	লেটুস	৭৪৩২	৮০০	২৩০০	০	৭০০	৩৬০০	২১০০০	৫৫০০	৪১৩৩২	৪১৩৩২	২০৬৬৬০	৬৮৮৯
৩৭	বেগুন	৮৭২৯	১৫০	২৫০০	০	১৮০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	৩৭২৭৯	৩৭২৭৯	১৮৬৩৯৫	৬২১৩

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)									একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/ হাল	শ্রম	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৩৮	টমেটো (গ্রীষ্মকালীন)	৮২৯৫	১৫০	১০০০	৬০০০	১৩০০	৩৬০০	২৪০০০	৫৫০০	৪৯৮৪৫	৪৯৮৪৫	২৪৯২২৫	৮৩০৮
৩৯	টমেটো (রবি)	৮২৯৫	১৫০	২৫০০	৬০০০	৮০০	৩৬০০	২৪০০০	৫৫০০	৫০৮৪৫	৫০৮৪৫	২৫৪২২৫	৮৪৭৪
৪০	শশা	৭৮১০	১৫০	১০০০	১৪০০০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	৪৭৭৬০	৪৭৭৬০	২৩৮৮০০	৭৯৬০
৪১	উচ্ছে/করল্লা	৭৮৫৮	১১০০	৩০০০	১৪০০০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	৫০৭৫৮	৫০৭৫৮	২৫৩৭৯০	৮৪৬০
৪২	পটল	৭৮১০	২২০০	১০০০	১৪০০০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৬৫০০	৫০৮১০	৫০৮১০	২৫৪০৫০	৮৪৬৮
৪৩	ঢেঁড়স	৮৩০৫	৩০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২৯৮০৫	২৯৮০৫	১৪৯০২৫	৪৯৬৮
৪৪	মিষ্টিকুমড়া	৮৩৭৩	১৪০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২৯৭১৩	২৯৭১৩	১৪৮৫৬৫	৪৯৫২
৪৫	চালকুমড়া	৮৩৭৩	১৪০	১৬০০	২০০০০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	৪৯৭১৩	৪৯৭১৩	২৪৮৫৬৫	৮২৮৬
৪৬	কাকরোল	৭৮৬০	১৫০০	১৬০০	১৪০০০	৭০০	৩৬০০	২৪০০০	৫৫০০	৫৮৭৬০	৫৮৭৬০	২৯৩৮০০	৯৭৯৩
৪৭	ঝিংগা	৮৩৭৩	১৪০	১৬০০	১৪০০০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	৪৮৯১৩	৪৮৯১৩	২৪৪৫৬৫	৮১৫২
৪৮	চিচিঙ্গা	৮৩৭৩	১০০	১৬০০	১৪০০০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	৪৮৮৭৩	৪৮৮৭৩	২৪৪৩৬৫	৮১৪৬
৪৯	ধুন্দুল	৮৩৭৩	১৪০	১৬০০	১৪০০০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	৪৮৯১৩	৪৮৯১৩	২৪৪৫৬৫	৮১৫২
৫০	পুঁইশাক	৭৫৪০	৫০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	৩৪৪৪০	৩৪৪৪০	১৭২২০০	৫৭৪০
৫১	ফরাসী সীম	৮১৫১	২৫০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১৮০০০	৫৫০০	৩৭৮০১	৩৭৮০১	১৮৯০০৫	৬৩০০
৫২	ডাটা	৭৮৬৬	১৫০	১০০০	০	৫০০	৩৬০০	১৫০০০	৩০০০	৩১১১৬	৩১১১৬	১৫৫৫৮০	৫১৮৬
৫৩	ক্যাপসিকাম	১৯৭৭০	১২০০০	৫০০০	৬০০০	৬০০০	৬৬০০	৬০০০০	৫৫০০	১২০৮৭০	১২০৮৭০	৬০৪৩৫০	২০১৪৫
৫৪	ব্রোকলি	১০২০০	১৮০০	৪০০০	০	১৩০০	৩৬০০	১৮০০০	৬৫০০	৪৫৪০০	৪৫৪০০	২২৭০০০	৭৫৬৭
৫৫	স্কোয়াস	৯৭০০	১৩০০	৪০০০	০	১৩০০	৩৬০০	১৮০০০	৬৫০০	৪৪৪০০	৪৪৪০০	২২২০০০	৭৪০০
মসলা জাতীয় ফসল ঃ													
৫৬	মরিচ	৯০৯৫	২৫০	১৬০০	০	৮০০	৫৪০০	৩০০০০	৫৫০০	৫২৬৪৫	৫২৬৪৫	২৬৩২২৫	৮৭৭৪
৫৭	পেঁয়াজ	৯০০০	১৮০০০	৩০০০	০	৩৬০০	৬৫০০	৩৫৫০০	১৫০০০	৯০৬০০	৯০৬০০	৪৫৩০০০	১৫১০০
৫৮	রসুন	৯৪২৭	২৫০০০	১৬০০	০	৭০০	৫৪০০	১৫০০০	৫৫০০	৬২৬২৭	৬২৬২৭	৩১৩১৩৫	১০৪৩৮
৫৯	আদা	৯২৬১	৬৮০০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১৮০০০	৫৫০০	১০৬৬৬১	১০৬৬৬১	৫৩৩৩০৫	১৭৭৭৭

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/ হাল	শ্রম	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৬০	হলুদ	৮৬৫৩	৮৫০০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	১১৯৪৫৩	১১৯৪৫৩	৫৯৭২৬৫	১৯৯০৯
৬১	ধনিয়া	৮৫১১	১৪০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২৯৮৫১	২৯৮৫১	১৪৯২৫৫	৪৯৭৫
৬২	জিরা	৮১২৯	১৩০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	৩৫৮২৯	৩৫৮২৯	১৭৯১৪৫	৫৯৭২
ফল ঃ													
৬৩	কলা	২৬২৫৪	১৬৫০০	৩০০০	৫১০০০	১৩০০	৩৬০০	২১০০০	১০০০০	১৩২৬৫৪	১৩২৬৫৪	৬৬৩২৭০	২২১০৯
৬৪	পেঁপে	২৫২৭২	১০০০০	১৬০০	৫২৫০০	৭০০	৩৬০০	২১০০০	১০০০০	১২৪৬৭২	১২৪৬৭২	৬২৩৩৬০	২০৭৭৯
৬৫	আনারস	১১২৯৬	২০০০০	২৫০০	০	৭০০	৩৬০০	২১০০০	১০০০০	৬৯০৯৬	৬৯০৯৬	৩৪৫৪৮০	১১৫১৬
৬৬	তরমুজ	৮৬২৯	৬০০০	৩০০০	০	১৩০০	৩৬০০	২৪০০০	৫৫০০	৫২০২৯	৫২০২৯	২৬০১৪৫	৮৬৭২
৬৭	বাংগী	৯০২৬	৫০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১৮০০০	৫৫০০	৩৮৯২৬	৩৮৯২৬	১৯৪৬৩০	৬৪৮৮
৬৮	আম	৭৪৮১০	৭০০০	১৬০০	০	৩৫০০	৩৬০০	১৮০০০	২৩০০০	১৩১৫১০	১৩১৫১০	৬৫৭৫৫০	২১৯১৮
৬৯	লেবু	২৫০০৫	১০০০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	১৪০০০	৬৯৩০৫	৬৯৩০৫	৩৪৬৫২৫	১১৫৫১
৭০	লটকন	১৪১৪০	১০০০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	১৪০০০	৫৮৪৪০	৫৮৪৪০	২৯২২০০	৯৭৪০
৭১	পেয়ারা	১৫৫৩৬	১০০০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	২৪০০০	১৪০০০	৬৮৮৩৬	৬৮৮৩৬	৩৪৪১৮০	১১৪৭৩
৭২	স্ট্রবেরী	১৫৭৩৭	১১০০০০	১৬০০	০	১৩০০	৩৬০০	৩০০০০	১৪০০০	১৭৬২৩৭	১৭৬২৩৭	৪৪০৫৯৩ (সর্বোচ্চ ২.৫ একরের জন্য)	২৯৩৭৩
৭৩	লিচু	২১৭০০	৫৩০০	১৬০০	০	৩৫০০	৩৬০০	২১০০০	২৩০০০	৭৯৭০০	৭৯৭০০	৩৯৮৫০০	১৩২৮৩
৭৪	কমলা লেবু (নতুন বাগান সৃজন)	১৬৬৯২	৭৫০০	১৬০০	০	১৩০০	৩৬০০	২১০০০	১০৫০০	৬২১৯২	৬২১৯২	৩১০৯৬০	১০৩৬৫

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক / হাল	শ্রম	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৭৫	কমলা লেবু (পুরাতন বাগানের উৎপাদন বৃদ্ধি)	৩৫৭৫১	০	১৬০০	০	১৩০০	৩৬০০	২১০০০	১০৫০০	৭৩৭৫১	৭৩৭৫১	৩৬৮৭৫৫	১২২৯২
৭৬	মাল্টা	৮৪৮৭	১০০০০	৩৬০০	০	৭০০	৬৪০০	১৮০০০	৬৫০০	৫৩৬৮৭	৫৩৬৮৭	২৬৮৪৩৫	৮৯৪৮
৭৭	সফেদা	৮৩৬০	৪০০০	৩৬০০	০	৭০০	৬৪০০	১৮০০০	৬৫০০	৪৭৫৬০	৪৭৫৬০	২৩৭৮০০	৭৯২৭
৭৮	আমড়া	৮৫৪২	২০০০	৩৬০০	০	৭০০	৬৪০০	১৮০০০	৬৫০০	৪৫৭৪২	৪৫৭৪২	২২৮৭১০	৭৬২৪
৭৯	নারিকেল	১০০৩০	৫০০০	৩৬০০	০	৭০০	৬৪০০	১৮০০০	৬৫০০	৫০২৩০	৫০২৩০	২৫১১৫০	৮৩৭২
৮০	বাউকুল/আপেলকুল	১৮২৮৮	১৮০০০	১৬০০	০	৩৫০০	৩৬০০	৬০০০০	২৩০০০	১২৭৯৮৮	১২৭৯৮৮	৬৩৯৯৪০	২১৩৩১
৮১	ড্রাগন ফল	২৫১৫৫	৭০০০০	৭০০০	২০০০০০	২৫০০	২০০০	৬০০০০	১১৫০০	৩৭৮১৫৫	৩৭৮১৫৫	১৮৯০৭৭৫	৬৩০২৬
৮২	রাম্বুটান	২১৭০০	২২০০০	৫০০০	৬০০০	৩৫০০	৩৬০০	২১০০০	৬৫০০	৮৯৩০০	৮৯৩০০	৪৪৬৫০০	১৪৮৮৩
কন্দাল ফসল ঃ													
৮৩	আলু (উফশী)	৯১৯০	৩০০০০	২৫০০	০	৩৬০০	৩৬০০	২১০০০	৫৫০০	৭৫৩৯০	৭৫৩৯০	১৮৮৪৭৫ (সর্বোচ্চ ২.৫ একরের জন্য)	১২৫৬৫
৮৪	মিষ্টি আলু	৮৯২১	৫২০০	১৬০০	০	৮০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	৩৮৪২১	৩৮৪২১	১৯২১০৫	৬৪০৪
৮৫	আলু (কচুরিপানার ডাবল বেড পদ্ধতিতে)	৯১৯০	৩০০০০	১৫০০	৬০০০	১৮০০	০	১৫০০০	৫৫০০	৬৮৯৯০	৬৮৯৯০	৩৪৪৯৫০	১১৪৯৮
৮৬	কচু (মুখী কচু)	৭৯৮৮	৪৩০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	৩৬৪৮৮	৩৬৪৮৮	১৮২৪৪০	৬০৮১
৮৭	পানি কচু	৮১৬২	১৬০০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	৪৭৭৬২	৪৭৭৬২	২৩৮৮১০	৭৯৬০
৮৮	ওলকচু	৯৪৩৫	৯০০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	৪২৬৩৫	৪২৬৩৫	২১৩১৭৫	৭১০৬
৮৯	কাসাবা	৬৮০০	১৮০০	১৩০০	০	৫০০	২৬০০	১৫০০০	৯০০০	৩৭০০০	৩৭০০০	১৮৫০০০	৬১৬৭
তৈল জাতীয় ঃ													
৯০	সরিষা (উফশী)	৮৯১৬	২৪০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	৩২৭৫৬	৩২৭৫৬	১৬৩৭৮০	৫৪৫৯
৯১	সরিষা (স্থানীয়)	৮২০৯	২৪০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	৩২০৪৯	৩২০৪৯	১৬০২৪৫	৫৩৪২
৯২	চিনাবাদাম (খরিপ)	২৫১৫	৩২০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	২৪০০০	৩৩০০	৩৮৯১৫	৩৮৯১৫	১৯৪৫৭৫	৬৪৮৬
৯৩	চিনাবাদাম (রবি)	২৫১৫	৩২০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	২৪০০০	৩৩০০	৩৮৯১৫	৩৮৯১৫	১৯৪৫৭৫	৬৪৮৬
৯৪	সূর্যমুখী	৮৮০৯	৪০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	৯০০০	৩৩০০	২৭৪০৯	২৭৪০৯	১৩৭০৪৫	৪৫৬৮

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৯৫	কাজুবাদাম	১০৫০০	৩০০০	৫০০০	৩৫০০	১০০০	১৩০০০	৩০০০০	৯০০০	৭৫০০০ (১ম বছরে ৪০০০০ ও পরবর্তী দুই বছরে ৩৫০০০)	৭৫০০০	৩৭৫০০০	১২৫০০
৯৬	তিল (খরিপ)	৮১৬৫	২৪০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২৯০০৫	২৯০০৫	১৪৫০২৫	৪৮৩৪
৯৭	তিল (রবি)	৮১৬৫	২৪০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২৯০০৫	২৯০০৫	১৪৫০২৫	৪৮৩৪
৯৮	কুসুম ফুল	৬৯৭৮	২৪০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	৯০০০	৩৩০০	২৪৮১৮	২৪৮১৮	১২৪০৯০	৪১৩৬
৯৯	তিসি	৮৯৬	২৪০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	৯০০০	৩৩০০	১৮৭৩৬	১৮৭৩৬	৯৩৬৮০	৩১২৩
১০০	সয়াবিন (খরিপ)	৮৩৭৭	২৩০০	০	০	১০০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	৩০৫৭৭	৩০৫৭৭	১৫২৮৮৫	৫০৯৬
১০১	সয়াবিন (রবি)	৮৩৭৭	২৩০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	৩১৮৭৭	৩১৮৭৭	১৫৯৩৮৫	৫৩১৩
ডাল জাতীয় ঃ													
১০২	মুগডাল (খরিপ-১)	১৫৯৪	৯০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	২৬০৯৪	২৬০৯৪	১৩০৪৭০	৪৩৪৯
১০৩	মুগডাল (রবি)	১৫৯৪	৯০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	২৬০৯৪	২৬০৯৪	১৩০৪৭০	৪৩৪৯
১০৪	মাসকলাই (খরিপ)	৬৮১	১২০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২২৪৮১	২২৪৮১	১১২৪০৫	৩৭৪৭
১০৫	মাসকলাই (রবি)	৬৮১	১২০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২২৪৮১	২২৪৮১	১১২৪০৫	৩৭৪৭
১০৬	ছোলা	১৬৫১	১৫০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২৩৭৫১	২৩৭৫১	১১৮৭৫৫	৩৯৫৯
১০৭	অড়হড়	৫০৮০	৬০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২৬২৮০	২৬২৮০	১৩১৪০০	৪৩৮০
১০৮	মসুর	২১৭৪	১৫০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	২৭২৭৪	২৭২৭৪	১৩৬৩৭০	৪৫৪৬
১০৯	খেসারী	৭০৯	১২০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	২৫৫০৯	২৫৫০৯	১২৭৫৪৫	৪২৫২
১১০	মটর	৬১৯	১৮০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৩২০০	৩৩০০	২৪২১৯	২৪২১৯	১২১০৯৫	৪০৩৭
১১১	গোমটর	৬১৯	১৮০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৩২০০	৩৩০০	২৪২১৯	২৪২১৯	১২১০৯৫	৪০৩৭

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ফুল জাতীয় ঃ													
১১২	জারবেরা ফুল	৫৭২৮০	৭৮০০০০	২৭৫০০০	৩৪০০০০	২৫০০০	১৭৫০০০	৩৪৪৪০০	৩৫০০০	২০৩১৬৮০	২০৩১৬৮০	১০১৫৮৪০০ ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে।	৩৩৮৬১৩
১১৩	গোলাপ ফুল	৩৪১৩৫	১২৫০০০	২০০০০	৩৫০০০	১২০০০	৮০০০	৪৪৪৬০০	৫০০০০	৭২৮৭৩৫	৭২৮৭৩৫	৩৬৪৩৬৭৫ ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে।	১২১৪৫৬
১১৪	গ্লাডিওলাস ফুল	২৭০৭০	২০০০০০	৬৫০০	৩০০০	৬০০০	৪৫০০০	১৩২০০০	৩৩০০০	৪৫২৫৭০	৪৫২৫৭০	২২৬২৮৫০ ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে	৭৫৪২৮
১১৫	রজনীগন্ধা ফুল	২৫০৬০	১৪০০০	৭০০০	২০০০	৮০০০	৫৫০০	১৫৯০০০	৩৩০০০	২৫৩৫৬০	২৫৩৫৬০	১২৬৭৮০০ ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে।	৪২২৬০
১১৬	গাঁদা ফুল	১৩৭৪০	১৭০০০	১২০০০	৩০০০	৯০০০	৫০০০	৮৭০০০	৩৩০০০	১৭৯৭৪০	১৭৯৭৪০	৮৯৮৭০০ ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে	২৯৯৫৭

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/ খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
অন্যান্য ঃ													
১১৭	ঘৃত কুমারী	১৩৫৯০	৫০০০০	২৫০০	-	১২০০	২০০০	৬০০০	১১৫০০	৮৬৭৯০	৮৬৭৯০	৪৩৩৯৫০	১৪৪৬৫
১১৮	চা ফসল (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত)	২৪৮৭৬	৩৫০০০	১৬০০০	৩৮০০	৩৪৫০০	৩২০০০	১২০০০০	১১৫০০	২৭৭৬৭৬	২৭৭৬৭৬	১৩৮৮৩৮০	৪৬২৭৯
১১৯	মৌচাষ	মৌমাছিসহ ৫০টি বাক্স তৈরী খরচ ২৮০০*৫০=১৪০০০০					৪৭০০০	বাক্স পরিবহন ও অন্যান্য ৪৫০০০		২৩২০০০	২৩২০০০	৫৮০০০০ (সর্বোচ্চ ঋণ)	৩৮৬৬৭ (সর্বনিম্ন ঋণ)
১২০	আগর	৬১৫৫	১৪৫০০	৭০০০	০	৬০০০	৩৬০০	২৭০০০	১১৫০০	৭৫৭৫৫	৭৫৭৫৫	১৮৯৩৮৮ (সর্বোচ্চ ঋণ ২.৫ একরের জন্য)	১২৬২৬
১২১	ওয়েল পাম	১৫৭৫০	৪০০	৩০০০	০	৬০০	৩৬০০	২৪০০০	১০৫০০	৫৭৮৫০	৫৭৮৫০	১৪৪৬২৫ (সর্বোচ্চ ঋণ ২.৫ একরের জন্য)	৯৬৪২
১২২	মাশরুম বীজ উৎপাদন	অটোক্লেব ৩টি ১৮০০০০	ক্লিনকেঞ্চ ১টি ১২০০০০	ইয়ারকন্ডিশনার ৩টি ২৪০০০০	০	র‍্যাক ২০টি লোহার তৈরী ৩৫০০০০	রানিংকস্ট কাঠের গুড়া, গমের ভুসি ২৭৫০০০	শ্রমিক ৬ জন ৯০০০০	বিদ্যুৎ সংযোগ ও অন্যান্য ৮৫০০০	খরচের বিবরণী সংযুক্ত ১৩৪০০০০	১৩৪০০০০	সর্বোচ্চ ঋণ ১৩৪০০০০	সর্বনিম্ন ২২৩৩৩৩
১২৩	মাশরুম উৎপাদন (প্রতি মাসে ৫০০ কেজি)	র‍্যাক ২০টি ৩০০০০০	রানিং কস্ট ৬৫০০০	০	০	০	০	শ্রমিক ৫৭০০০	০	খরচের বিবরণী সংযুক্ত ৪২২০০০	৪২২০০০	সর্বোচ্চ ঋণ ৪২২০০০	সর্বনিম্ন ৭০৩৩৩
১২৪	ধৈঞ্চা	৮৩০	৪০০	০	০	০	৩৬০০	৬০০০	৪২০০	১৫০৩০	১৫০৩০	৭৫১৫০	২৫০৫

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে।

পরিশিষ্ট -'চ'

ফসল উৎপাদনের পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধ সূচিঃ ১৪২৮-১৪২৯বাং/২০২১-২০২২ইং

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
(ক) দানা শস্য ঃ				
১	আউশ (উফশী)	১৯ মাঘ-১৬ জৈষ্ঠ ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মে	১৬ আষাঢ়-১৫ ভাদ্র ১ জুলাই-৩১ আগস্ট	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
২	আউশ (স্থানীয়)	১ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৬ আষাঢ়-১৫ ভাদ্র ১ জুলাই-৩১ জুলাই	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৩	রোপা আমন (উফশী)	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৪ আশ্বিন ১ জুন-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ
৪	রোপা আমন (স্থানীয়)	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৪ আশ্বিন ১ জুন-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ
৫	বোনা আমন (স্থানীয়)	১৭ ফাল্গুন-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ মার্চ-৩০ মে	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৫ ফাল্গুন ২৮ ফেব্রুয়ারী
৬	বোরো (উফশী/হাইব্রিড)	১ কার্তিক-১ চৈত্র ১৫ অক্টোবর-১৫ মার্চ	১৭ বৈশাখ-১৫ আষাঢ় ১ মে--৩০ জুন	১৪ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
৭	বোরো (স্থানীয়)	১৬ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৫ আষাঢ় ১ এপ্রিল-৩০ জুন	১৪ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
৮	গম (সেচসহ)	১৭ কার্তিক-১ পৌষ ১ নভেম্বর-১৫ ডিসেম্বর	১৮ মাঘ-১৭ ফাল্গুন ৩১ জানুয়ারী-১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৯	কাউন	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১০	জোয়ার (সরগম)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১১	বাজরা (পালমিলেট)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১২	বার্লি/যব	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১৩	চিনা	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১৪	ভুট্টা (খরিপ)	১৭ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৫ শ্রাবণ ১ জুন-৩১ জুলাই	১৬ পৌষ ৩১ আগস্ট
১৫	ভুট্টা (রবি)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
(খ) অর্থকরী ফসল ঃ				
১৬	পাট	৩ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১৫ ফেব্রুয়ারী-৩০ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ-৩০ ভাদ্র ১৫ জুন-১৫ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর
১৭	শন পাট	৩ ফাল্গুন-১ চৈত্র ১৫ ফেব্রুয়ারী-১৫ মার্চ	৩১ জ্যৈষ্ঠ-৩০ ভাদ্র ১৫ জুন-১৫ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর
১৮	আখ	১৬ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ (পরের বছর)
১৯	পান	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
২০	আমেরিকান জাতের তুলা (ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ)	১৭ আষাঢ়-১৫ আশ্বিন ১ জুলাই-৩০ সেপ্টেম্বর	১ পৌষ-১ চৈত্র ১৫ ডিসেম্বর-১৫ মার্চ	১৬ বৈশাখ ৩০ এপ্রিল
২১	কুমিল্লা তুলা (বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা)	১৮ চৈত্র- ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১ অগ্রহায়ণ-১৭ পৌষ ১৫ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৭ চৈত্র ৩১ মার্চ

বিঃদ্রঃ অঞ্চলভেদে ফসল বপন/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল বপন/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
(গ) শাক সবজি ঃ				
২২	সীম	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৩	লালশাক	২ মাঘ-৩০ ভাদ্র ১৫ জানুয়ারী- ১৫ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১৫ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৪	পালংশাক	৩০ শ্রাবণ-১৭ পৌষ ১৫ জানুয়ারী-৩১ ডিসেম্বর	১৬ কার্তিক-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৫ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
২৫	কলমি শাক	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
২৬	লাউ	৩০ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৭ চৈত্র ১ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৭	মুলা	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৮	ফুলকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৯	বাঁধাকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩০	ওলকপি	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩১	শালগম	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩২	গাজর	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩৩	মটরসুটি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩৪	বরবটি	২ মাঘ-৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩১ চৈত্র-৩০ ভাদ্র ১৪ এপ্রিল-১৫ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর
৩৫	লেটুস	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩৬	ঢেঁড়স	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৩৭	বেগুন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৩৮	টমেটো	৩১ শ্রাবণ-১৭ পৌষ ১৫ আগস্ট-৩১ ডিসেম্বর	১৭ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৪ আশ্বিন ৩০ এপ্রিল
৩৯	টমেটো (গ্রীষ্মকালীন)	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪০	শশা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪১	উচ্ছে	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
৪২	পটল	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৪৩	মিষ্টি কুমড়া	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৪৪	চাল কুমড়া	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৪৫	করল্লা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
৪৬	কাকরোল	১৭ ফাল্গুন-১৭ চৈত্র ১ মার্চ-৩১ মার্চ	১৬ জ্যৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ় ৩১ মে-৩০ জুন	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪৭	ঝিংগা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪৮	চিচিংগা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪৯	ধুন্দুল	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর

বিঃদ্রঃ অঞ্চলভেদে ফসল বপন/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল বপন/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ক্রঃ	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
নং		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
৫০	পুঁই	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৫১	ডাটা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ মাস
৫২	ফরাসী সীম	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৫৩	ক্যাপসিকাম	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৫৪	ব্রোকলি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৫৫	স্কোয়াস	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
(ঙ) মসলা জাতীয় ফসলঃ				
৫৬	মরিচ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৫৭	পেঁয়াজ	১৬ আশ্বিন-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৫৮	রসুন	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই (পরের বছর)
৫৯	আদা	১৭ কার্তিক-১৫ আষাঢ় ১ নভেম্বর-৩০ জুন	১৮ চৈত্র -১৫ অগ্রহায়ণ ১ এপ্রিল-৩০ নভেম্বর	১৭ মাঘ ৩১ জানুয়ারী (পরের বছর)
৬০	হলুদ	১৭ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৭ অগ্রহায়ণ-১৭ মাঘ ১ ডিসেম্বর-৩১ জানুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৬১	জিরা	৩ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৫ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩০ মাঘ-২৯ ফাল্গুন ১৩ ফেব্রুয়ারী-১৪ মার্চ	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
৬২	ধনিয়া	১৬ আশ্বিন-১৭ পৌষ ১ অক্টোবর-৩১ ডিসেম্বর	১ অগ্রহায়ণ-১৫ ফাল্গুন ১৫ নভেম্বর-৩০ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
(চ) ফল ঃ				
৬৩	পেঁপে	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৬৪	কলা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৬৫	আনারস	২ চৈত্র-৩০ বৈশাখ ১৬ মার্চ-১৪ মে	৩০ ফাল্গুন-৩০ বৈশাখ ১৫ মার্চ-১৪ মে (পরের বছর)	৩০ কার্তিক ১৪ নভেম্বর (পরের বছর)
৬৬	তরমুজ	৩০ আশ্বিন-১৮ মাঘ ১৫ অক্টোবর-৩১ জানুয়ারী	১৭ ফাল্গুন-৩১ জ্যৈষ্ঠ ১ মার্চ-১৫ জুন	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
৬৭	বাংগী	১৯ মাঘ-১ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-১৬ মার্চ	১৮ বৈশাখ-৩১ জ্যৈষ্ঠ ১ মে-১৬ জুন	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
৬৮	আম	সারা বছর	১৫ বৈশাখ- ৩০ শ্রাবণ ২৮ এপ্রিল-১৫ আগস্ট	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৬৯	লিচু	সারা বছর	মে - জুন	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৭০	বাউকুল/আপেল কুল	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মার্চ-এপ্রিল	মার্চ-এপ্রিল (ফসল সংগ্রহের বছর)
৭১	কমলা লেবু	এপ্রিল-মে	নতুন বাগানের ক্ষেত্রে ৪-৫ বছর পর ডিসেম্বর মাস ও পুরাতন বাগানের ক্ষেত্রে ঐ বছরের ডিসেম্বর মাস।	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী (পরের বছর)
৭২	স্ট্রবেরী	অক্টোবর-নভেম্বর	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফসল সংগ্রহের মাস থেকেই (পরের বছর)
৭৩	লেবু	সারা বছর	সারা বছর	সারা বছর
৭৪	লটকন	১ বৈশাখ-৩০ আষাঢ় ১৫ এপ্রিল-১৫ জুলাই	১ বৈশাখ-৩০ শ্রাবণ ১৫ এপ্রিল-১৫ আগস্ট	৩০ শ্রাবণ ১৫ আগস্ট (ফসল সংগ্রহের বছর)
৭৫	পেয়ারা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৭৬	মাল্টা	১৫ বৈশাখ-৩০ জ্যৈষ্ঠ মে-জুন	১ বছর পর পৌষ-মাঘ ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পরবর্তী বছর ১৫ ভাদ্র-১৫ কার্তিক সেপ্টেম্বর-অক্টোবর

বিঃদ্রঃ অঞ্চলভেদে ফসল বপন/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল বপন/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
৭৭	সফেদা	১৫ বৈশাখ-৩০ জ্যৈষ্ঠ মে-জুন	১ বছর পর ১৫ আষাঢ়-১৫ ভাদ্র জুলাই-আগস্ট	পরবর্তী বছর ১৫ মাঘ-১৫ চৈত্র ফেব্রুয়ারী-মার্চ
৭৮	আমড়া	১৫ বৈশাখ-৩০ জ্যৈষ্ঠ মে-জুন	১ বছর পর ১৫ ভাদ্র-১৫ আশ্বিন সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	পরবর্তী বছর ১৫ কার্তিক-১৫ পৌষ নভেম্বর-ডিসেম্বর
৭৯	নারিকেল	১৫ বৈশাখ-১৫ ভাদ্র জুন-আগস্ট	৬-৭ বছর ১৫ আশ্বিন-১৫ অগ্রহায়ণ অক্টোবর-নভেম্বর	৬-৭ বছর ১৫ পৌষ-১৫ ফাল্গুন জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী
৮০	ড্রাগন ফল	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	রোপনের ৬-৭ মাস পর থেকে ১৫-২০ বছর পর্যন্ত	পরবর্তী বছর থেকে
৮১	রাম্বুটান	১৮ ফাল্গুন-১৭ বৈশাখ ১ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৭ আষাঢ়-১৬ শ্রাবণ ১ জুলাই-৩১ জুলাই	ঋণ বিতরণের ০৩ বছর পর
(ছ) কন্দাল ফসল ঃ				
৮২	আলু (উফশী)	১৭ ভাদ্র-১৭ পৌষ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র ৩০ আগস্ট
৮৩	আলু (স্থানীয়)	১৭ ভাদ্র-১৭ পৌষ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র ৩০ আগস্ট
৮৪	আলু (কচুরিপানার ডাবল বেড পদ্ধতিতে)	১৭ ভাদ্র-১৬ কার্তিক ১ সেপ্টেম্বর-৩১ অক্টোবর	১৭ অগ্রহায়ণ-১৮ মাঘ ১ ডিসেম্বর-৩১ জানুয়ারী	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন
৮৫	মিষ্টি আলু	১৭ ভাদ্র-১৬ অগ্রহায়ণ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ ভাদ্র ৩১ আগস্ট
৮৬	কচু (মুখী কচু)	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৮৭	ওলকচু	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	মে-জুন (পরের বছর)
৮৮	পানি কচু	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	মে-জুন (পরের বছর)
৮৯	কাসাবা	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৬ আশ্বিন-১৬অগ্রহায়ণ (পরের বছর) ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর (পরের বছর)	১৫ পৌষ ৩০ ডিসেম্বর
(জ) তৈল জাতীয় ঃ				
৯০	সরিষা (উফশী)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৯১	সরিষা (স্থানীয়)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৯২	চিনাবাদাম	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৯৩	চিনাবাদাম (রবি)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ ভাদ্র ৩১ আগস্ট
৯৪	কাজুবাদাম	১৬ ফাল্গুন-১৭ বৈশাখ ১ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৮ বৈশাখ-১৭ জৈষ্ঠ্য ১ মে-৩১ মে	ঋণ বিতরণের ০৩ বছর পর
৯৫	সূর্যমুখী (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৯৬	তিল (খরিপ)	১৯ মাঘ-৩০ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ় ১ জুন-৩০ জুন	১৫ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৯৭	তিল (রবি)	১৬ আশ্বিন-১৫ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১ চৈত্র ১ জানুয়ারী-১৫ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৯৮	গর্জন তিল/গুজি তিল	১৬ আশ্বিন-৩০ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৪ ডিসেম্বর	২ মাঘ-১ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-১৫ মার্চ	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৯৯	কুসুম ফুল (স্যাফ ফ্লাউয়ার)	১৬ আশ্বিন-৩০ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৪ ডিসেম্বর	২ মাঘ-১ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-১৫ মার্চ	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
(ঝ) ডাল জাতীয় ঃ				
১০০	মুগডাল (খরিপ)	১৭ ফাল্গুন-১ বৈশাখ ১ মার্চ-১৫ এপ্রিল	২৯ বৈশাখ-১৬ আষাঢ় ১৩ মে-১ জুলাই	১৫ আশ্বিন ১ অক্টোবর

বিঃদ্রঃ অঞ্চলভেদে ফসল বপন/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল বপন/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
১০১	মুগডাল (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১৫ ডিসেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ শ্রাবণ ১ আগস্ট
১০২	মাসকলাই (খরিপ)	৩১ বৈশাখ-৩০ আষাঢ় ১৫ মে-১৪ জুলাই	৩০ শ্রাবণ-২৯ আশ্বিন ১৫ আগস্ট-১৫ অক্টোবর	১৭ পৌষ ১ জানুয়ারী
১০৩	মাসকলাই (রবি)	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২৪ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ৭ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
১০৪	ছোলা	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
১০৫	অড়হর	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ আষাঢ় ৩১ জুলাই
১০৬	মসুর	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ মাঘ- ৩০ ফাল্গুন ১৪ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩০ বৈশাখ ১৪ মে
১০৭	খেসারী	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ- ৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩০ বৈশাখ ১৪ মে
১০৮	মটর	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
১০৯	গো-মটর	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
১১০	সয়াবিন (খরিপ)	৩০ আষাঢ়-১৪ আশ্বিন ১৫ জুলাই-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৭ মাঘ ১ নভেম্বর-৩১ জানুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
১১১	সয়াবিন (রবি)	১৭ কার্তিক-১৮ মাঘ ১ নভেম্বর-৩১ জানুয়ারী	১৭ ফাল্গুন-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ মার্চ-৩১ মে	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
ফুল জাতীয় ঃ				
১১২	জারবেরা ফুল	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর	ডিসেম্বর-নভেম্বর	মে-জুন
১১৩	গোলাপ	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	মে-জুন
১১৪	গ্লাডিওলাস	সেপ্টেম্বর-জানুয়ারী	জানুয়ারী-ডিসেম্বর	মে-জুন
১১৫	রজনীগন্ধা	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	মে-জুন
১১৬	গাঁদা (রবি-খরিপ)	অক্টোবর-ডিসেম্বর মে-জুন	জানুয়ারী-জুন মে-ডিসেম্বর	মার্চ-এপ্রিল আগস্ট-সেপ্টেম্বর
অন্যান্য ফসলঃ				
১১৭	আগর	মে-জুন	রোপনের ১৫-২০ বছর পর এবং আগর গাছ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়ে পরিপক্ক হলে সারা বছরই গাছ কর্তন করা যায়।	গাছ কর্তনের শুরু থেকেই
১১৮	মৌচাষ	নভেম্বর-ডিসেম্বর	শীত মৌসুমে ১৫ ফেব্রুয়ারী বসন্ত মৌসুমে ১৫ জুন	মধু সংগ্রহের মাস থেকেই
১১৯	পামওয়েল	জুন-জুলাই	রোপনের ৫-৭ বছর পর	ফসল সংগ্রহের পর
১২০	মাশরুম বীজ উৎপাদন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১২১	মাশরুম উৎপাদন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১২২	সবুজ সার (ধৈঞ্চা)	এপ্রিল-মে	জুলাই-আগস্ট	৩১ ডিসেম্বর
১২৩	ঘৃত কুমারী	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	রোপনের ১ বছর পর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত	পরবর্তী বছর থেকে
১২৪	চা ফসল	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	রোপনের ১ বছর পর থেকে ১৫-২০ বছর পর্যন্ত	পরবর্তী বছর থেকে

বিঃদ্রঃ অঞ্চলভেদে ফসল বপন/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল বপন/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

১। মাশরুম বীজ (Spawn) উৎপাদন খরচের বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	ফসল	স্পন (Spawn) প্যাকেট উৎপাদন খরচ প্রতি মাসে ২৫০০০ প্যাকেট							মোট টাকার পরিমাণ
		অটোক্লেভ (৩টি)	ক্লিন বেঞ্চ (১টি)	এয়ার কন্ডিশনার (৩টি)	র‍্যাক (২০টি লোহার তৈরী)	রানিং কস্ট (কাঠের গুড়া, গমের ভুষি ইত্যাদি)	শ্রমিক (৬জন)	বিদ্যুৎ সংযোগ ও অন্যান্য খরচ	
১	মাশরুম বীজ	১৮০০০০	১২০০০০	২৪০০০০	৩৫০০০০	২৭৫০০০	৯০০০০	৮৫০০০	১৩৪০০০০

মাশরুম বীজ উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদানে বিবেচ্য বিষয় ঃ

- ল্যাবরেটরি বিল্ডিং (৩০০০ বঃ ফুট) থাকতে হবে।
- ল্যাবরেটরি বিল্ডিং ছাড়াও মালামাল উঠানো নামানো ও কাঁচামাল সংরক্ষণের জন্য অন্তত ৩০০০ বর্গফুট ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে।
- ল্যাবরেটরি বিল্ডিং ও ফাঁকা জায়গা নিজস্ব না হলে অন্তত ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদী ভাড়া চুক্তি থাকতে হবে।
- মোটর যানে যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে।
- বিদ্যুৎ সংযোগ থাকতে হবে।
- জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।

ঋণ প্রদান ও পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা ঃ সারা বছর।

২। মাশরুম উৎপাদন খরচের বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	ফসল	প্রতি মাসে ৫০০ কেজি মাশরুম উৎপাদন			মোট টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
		র‍্যাক (২০টি)	রানিং কস্ট (প্যাকেটের মূল্য ইত্যাদি)	শ্রমিক (৩জন)		
১	মাশরুম	৩০০০০০	৬৫০০০	৫৭০০০	৪২২০০০	রানিং কস্টের সুবিধা পরবর্তী মাসেও বলবৎ থাকবে

মাশরুম উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদানে বিবেচ্য বিষয় ঃ

- চাষঘর (৩০০০ বঃফুট) থাকতে হবে।
- চাষঘর ছাড়াও মালামাল উঠানো নামানোর জন্য অন্তত ১০০০ বর্গফুট ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে।
- চাষঘর ও ফাঁকা জায়গা নিজস্ব না হলে অন্তত ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদী ভাড়ার চুক্তি থাকতে হবে।
- মোটর যানে যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে।
- বিদ্যুৎ সংযোগ থাকতে হবে।
- জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।

ঋণ প্রদান ও পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা ঃ সারা বছর।

রেশম চাষে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ১ বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমিতে তুঁতচাষ ও পলুপালন বাবদ খরচের বিবরণী এবং উৎপাদন পঞ্জিকা

১। তুঁতচাষ সংক্রান্তঃ

(ক) নতুন তুঁতচারা রোপন ও উৎপাদনশীলকরণ বাবদ ব্যয়ঃ

পলুপোকা (Silk Worm) ২০-২২ দিন তুঁতগাছের পাতা খায়। এরপর মুখ নিঃসৃত লালা দিয়ে ৭২ ঘন্টার মধ্যে রেশম গুটি তৈরী করে। পলুর একমাত্র খাদ্য তুঁতগাছের পুষ্টিমানসমৃদ্ধ পাতা। তাই পলুপালনের উদ্দেশ্যে তুঁতগাছের আবাদ করতে হয়। তুঁতগাছ বহুবর্ষজীবি উদ্ভিদ। একবার তুঁতগাছ রোপণ করলে প্রায় ২৫-৩০ বছর পর্যন্ত পাতা পাওয়া যায়। ১ম বছরে তুঁতচারা রোপণ ও রোপণোত্তর বাবদ যে খরচ হয় তা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

স্থায়ী খরচ (এককালীন)

ক্রঃ নং	খরচের খাত	শ্রমিক সংখ্যা/পরিমাণ	মূল্য/মজুরি	মোট খরচ (টাকায়)
	রোপণ খরচ			
১.	১৬০০টি তুঁতচারা (রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে)	১৬০০টি	-	-
২.	তুঁতচারা রোপণের জন্য গর্ত করা (১৬০০ টি)	১৬ জন	৪৫০/-	৭২০০/-
৩.	সার ক্রয় ও প্রয়োগ বাবদ (প্রতি গর্তে ২ কেজি গোবর, ২৫ গ্রাম টিএসপি ও ১৫ গ্রাম এমপি)	-	-	৭৬৫০/-
৪.	চারা রোপণ	১৬ জন	৪৫০/-	৭২০০/-
৫.	টপ কাটিং	৪ জন	৪৫০/-	১৮০০/-
৬.	বিবিধ			৪০০/-
			উপমোটঃ	**২৪,২৫০/-**
	রোপণোত্তর খরচ			
৭.	গাছের গোড়া খোঁড়া ও আগাছা পরিস্কার ৮ জন*২বার	১৬ জন	৪৫০/-	৭২০০/-
৮.	সার ক্রয় ও প্রয়োগ (বছরে ২ বার) (অজৈব সার ৪৫ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি ফসফেট, ২০ কেপি পটাশ)	-	-	২৬৫০/-
৯.	সেচ	২বার	৩০০/-	৬০০/-
১০.	হালকা খোঁড়া (২বার)	১৬ জন	৪৫০/-	৭২০০/-
১১.	বিবিধ			৩০০/-
			উপমোটঃ	**১৭,৯৫০/-**
			মোটঃ	**৪২,২০০/-**

(খ) বর্ধনশীল ও উৎপাদনশীল তুঁতবাগান পরিচর্যা বাবদ ব্যয় (প্রতি বছর)ঃ

তুঁতচারা রোপণের পর বর্ধনশীল তুঁতগাছগুলি ৩ বছরান্তে উৎপাদনশীল তুঁতগাছে পরিণত হয়। গুণগত মানের তুঁতপাতা উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রতি বছরে তুঁতবাগান পরিচর্যা করতে হয়। এজন্য প্রতি বছর তুঁতবাগান পরিচর্যা বাবদ যে খরচ হবে তা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

অস্থায়ী/রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (প্রতি বছর)

ক্রঃ নং	খরচের খাত	শ্রমিক সংখ্যা/পরিমাণ	মূল্য/মজুরি	মোট খরচ (টাকায়)
১.	গাছের গোড়া খোঁড়া ও আগাছা পরিষ্কার (৯ জন*৪ বার)	৩৬ জন	৪৫০/-	১৬,২০০/-
২.	জৈব সার (বছরে ১ বার)	২০০ ঘনফুট	২৫/-	৫০০০/-
৩.	অজৈব সার ক্রয় (ইউরিয়া ৮৮ কেজি, টিএসপি ৪৪ কেজি, এমপি ২৮ কেজি)	-	-	৩৫৫০/-
৪.	সেচ	২বার	৩০০/-	৬০০/-
৫.	হালকা খোঁড়া (৮ জন*২বার)	১৬ জন	৪৫০/-	৭২০০/-
৬.	সার প্রয়োগ	৩ জন	৪৫০/-	১৩৫০/-
৭.	গাছ ছাঁটাই (১০ জন*২বার)	২০ জন	৪৫০/-	৯০০০/-
৮.	বিবিধ			২০০/-
			মোটঃ	**৪৩,১০০/-**

২। পলুপালন সংক্রান্ত (প্রতিশত ডিমের পলুপালন বাবদ ব্যয়):

১ বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমিতে আবাদকৃত তুঁতগাছের পাতা দিয়ে প্রায় ১০০ টি ডিমের পলুপালন করা যায়। পলুপালন করার জন্য পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদির প্রয়োজন। এ বাবদ যে খরচ হয় তা নিম্নে প্রদত্ত হল-

স্থায়ী খরচ (এককালীন)

১.	১ টি পলুঘর তৈরী ব্যয় (২০'x১৫'xউচ্চতা ১২')	৮০,০০০/-
২.	কাঠের পিড়া	৪০০/-
৩.	পাতা কাটা ছুরি	৩০০/-
৪.	গাছ ছাটইয়ের দা/ প্রুনিং সিজার	৪০০/-
৫.	হাইগ্রোমিটার	৭০০/-
৬.	ঘড়া কাঠি	১৫০০/-
৭.	বাশেঁর ডালা (৩.৫'x৫.৫'=১৯.২৫ বর্গফুট) পলুপালনে ৪৫০ বর্গফুট জায়গার জন্য x ২৫ টি ডালা (প্রতি ডালা ২০০/- হিসাবে)	৫০০০/-
৮.	বাশেঁর চন্দ্রকী ২০ টি (প্রতিটি ৩০০/- হিসাবে)	৬০০০/-
৯.	পলিথিন	৩০০/-
১০.	সুতার জাল ৫০ টি (৮০/- হিসাবে)	৪০০০/-
১১.	চটের বস্তা	৫০০/-
১২.	বিবিধ	২০০০/-
	উপমোট:	**১,০১,১০০/-**

অস্থায়ী/রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (প্রতি বছর)

১৩.	শ্রমিক ব্যয় বাবদ (৩০ জন x ৪৫০/- x ৪ টি ক্রপ)	৫৪,০০০/-
১৪.	পলুপালন ঘর মেরামত ও সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৩৫০০/-
১৫.	অন্যান্য/ আনুসাংগিক ব্যয়	৫০০/-
	উপমোট:	৫৮,০০০
	মোট:	**১,৫৯,১০০/-**

স্থায়ী খরচ: তুঁতচাষ ও পলুপালন ৪২,২০০/- + ১,০১,১০০/- = ১,৪৩,৩০০/-
অস্থায়ী/রক্ষণাবেক্ষণ: তুঁতচাষ ও পলুপালন ৪৩,১০০/- + ৫৮,০০০/- = ১,০১,১০০/-
মোট খরচ = ২,৪৪,৪০০/-

২। ঋণ পরিশোধের সময় ও কিস্তি নির্ধারণ:

তুঁতচারা রোপনের পর তুতঁচারাগুলি ৩ বছর পর উৎপাদনশীল তুতঁগাছে পরিণত হলে উক্ত গাছের পাতা দিয়ে পলুপালন ও রেশম গুটি উৎপাদন তথা রেশম চাষীগণ রেশম চাষের মাধ্যমে আয় রোজগার শুরু করতে পারে। তাই এই কর্মকান্ডে ঋণ দেওয়া হলে ঋণ পরিশোধের জন্য ৩ বছর গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা যেতে পারে। এরপর পরবর্তী ৪র্থ হতে ১০ম বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধের সময় সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে। নিম্নোক্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী পলুপালন তথা রেশম গুটি উৎপাদন হয়ে থাকে।

ক্র:নং	মৌসুমের নাম	চাষীদেরকে ডিম সরবরাহ	রেশম গুটি উৎপাদন
১	ভাদুরী বন্দ	৩-৮ আগস্ট	২৮ আগস্ট-২ সেপ্টেম্বর
২	অগ্রহায়নী বন্দ	২০-২৫ অক্টোবর	১৪-১৯ নভেম্বর
৩	চৈতা বন্দ	৫-৮ মার্চ	৩০ মার্চ- ৪ এপ্রিল
৪	জ্যৈষ্ঠা বন্দ	২০-২৫ মে	১৪-১৯ জুন

বছরের তিন মাস পরপর ৪টি মৌসুমে রেশম গুটি উৎপাদন হয়। তাই বছরে ৪ বার ঋণের কিস্তি নির্ধারণ করা যেতে পারে। কিস্তি পরিশোধের মাসসমূহ এপ্রিল, জুন, সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর হতে পারে।

পরিশিষ্ট-'ছ'

ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার ঃ ১৪২৮-১৪২৯ বাং/২০২১-২০২২ ইং
শ্রেণী বিন্যাস/মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষ ভিত্তিক বাৎসরিক উৎপাদন পরিকল্পনা

ফসল (একর প্রতি)
ঋণের পরিমাণ টাকায় (একর প্রতি)

ক্রঃ নং	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
১	রোপা আমন (উফশী)-আলু -বোরো (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	আলু+বোরো (উফশী) ৭৫৩৯০+৭৮৩৭৫	--	২০৯৯০৫	৩০০%
২	রোপা আমন (উফশী)- আলু-রোপা আউশ (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	আলু ৭৫৩৯০	রোপা আউশ (উফশী) ৫৫৯০৫	১৮৭৪৩৫	৩০০%
৩	আলু-পানি কচু	--	আলু ৭৫৩৯০	পানি কচু ৪৭৭৬২	১২৩১৫২	২০০%
৪	রোপা আমন (উফশী)-গম-মুগ	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	গম ৫৩৭৮৫	মুগ ২৬০৯৪	১৩৬০১৯	৩০০%
৫	রোপা আমন (স্থানীয়)-ভুট্টা (রবি)-সবুজ সার	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৬০৫০	ভুট্টা ৪৪১৫০	সবুজ সার ১৩৫০০	১০৩৭০০	৩০০%
৬	রোপা আমন (উফশী)-বোরো (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	বোরো (উফশী) ৭৮৩৭৫	--	১৩৪৫১৫	২০০%
৭	মাসকলাই (রবি)-ভুট্টা (খরিপ)	--	মাসকলাই ২২৪৮১	ভুট্টা (খরিপ) ৪৩৬৫০	৬৬১৩১	২০০%
৮	রোপা আমন (উফশী)-গম-পাট	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	গম ৫৩৭৮৫	পাট ৪২৩৭০	১৫২২৯৫	৩০০%
৯	আলু-বোনা আমন	-	আলু ৭৫৩৯০	বোনা আমন ৪১৩৫০	১১৬৭৪০	২০০%
১০	রোপা আমন (স্থানীয়)-আলু-সবুজ সার	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৬০৫০	আলু ৭৫৩৯০	সবুজ সার ১৩৫০০	১৩৪৯৪০	৩০০%
১১	আলু-কচু (মুখী কচু)	-	আলু ৭৫৩৯০	কচু ৪৭৭৬২	১২৩১৫২	২০০%
১২	রোপা আমন (উফশী)-সূর্যমূখী-মুগ	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	সূর্যমূখী ২৭৪০৯	মুগ ২৬০৯৪	১০৯৬৪৩	৩০০%
১৩	রোপা আমন (উফশী)-সূর্যমূখী-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	সূর্যমূখী ২৭৪০৯	সবুজ সার ১৩৫০০	৯৭০৪৯	৩০০%
১৪	রোপা আমন (উফশী)-সরিষা-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	সরিষা ৩২৭৫৬	সবুজ সার ১৩৫০০	১০২৩৯৬	৩০০%
১৫	তুলা-ছোলা	তুলা ৫৩৯৯৬	ছোলা ২৩৭৫১	-	৭৭৭৪৭	২০০%
১৬	মাসকলাই-মুগ -রোপা আউশ	মাসকলাই ২২৪৮১	মুগ ২৬০৯৪	রোপা আউশ ৫৫৯০৫	১০৪৪৮০	৩০০%
১৭	সরিষা-রোপা আউশ	-	সরিষা ৩২৭৫৬	রোপা আউশ ৫৫৯০৫	৮৮৬৬১	২০০%
১৮	মাসকলাই-সরিষা+মসুর-আউশ(স্থানীয়)	মাসকলাই ২২৪৮১	সরিষা+মসুর ৩২৭৫৬+২৭২৭৪	আউশ (স্থানীয়) ৪৫৬১০	১২৮১২১	৪০০%
১৯	রোপা আমন (স্থানীয়)-সরিষা-বোরো (উফশী)	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৬০৫০	সরিষা+বোরো (উফশী) ৩২৭৫৬+৭৮৩৭৫		১৫৭১৮১	৩০০%
২০	রোপা আমন (স্থানীয়)-সরিষা-সবুজ সার	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৬০৫০	সরিষা ৩২৭৫৬	সবুজ সার ১৩৫০০	৯২৩০৬	৩০০%
২১	তিল (রবি)-আউশ (উফশী)	-	তিল (রবি) ২৯০০৫	আউশ (উফশী) ৫৫৯০৫	৮৪৯১০	২০০%
২২	মিষ্টি আলু-কাউন	-	মিষ্টি আলু ৩৮৪২১	কাউন ২৯৫১৫	৬৭৯৩৬	২০০%
২৩	রোপা আমন (উফশী)-আলু-ভুট্টা (খরিপ)	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	আলু ৭৫৩৯০	ভুট্টা ৪৩৬৫০	১৭৫১৪০	৩০০%
২৪	রোপা আমন (উফশী)-সরিষা-আউশ(উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	সরিষা ৩২৭৫৬	আউশ(উফশী) ৫৫৯০৫	১৪৪৮০১	৩০০%

ক্রঃ নং	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
২৫	রোপা আমন (স্থানীয়)-সরিষা-রোপা আউশ (উফশী)	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৬০৫০	সরিষা ৩২৭৫৬	আউশ(উফশী) ৫৫৯০৫	১৩৪৭১১	৩০০%
২৬	মুলা-আলু-পাট	মুলা ৩২৮৯৫	আলু (উফশী) ৭৫৩৯০	পাট ৪২৩৭০	১৫০৬৫৫	৩০০%
২৭	রোপা আমন (উফশী)-আলু (উফশী)-আউশ (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	আলু (উফশী) ৭৫৩৯০	আউশ(উফশী) ৫৫৯০৫	১৮৭৪৩৫	৩০০%
২৮	সরিষা-পাট	-	সরিষা(উফশী) ৩২৭৫৬	পাট ৪২৩৭০	৭৫১২৬	২০০%
২৯	আলু-পাট	-	আলু (উফশী) ৭৫৩৯০	পাট ৪২৩৭০	১১৭৭৬০	২০০%
৩০	রোপা আমন (উফশী)-আলু (স্থানীয়)-বোরো (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	আলু (স্থানীয়)+ বোরো (উফশী) ৭৫৩৯০+৭৮৩৭৫	--	২০৯৯০৫	৩০০%
৩১	মসুর-পাট	-	মসুর ২৭২৭৪	পাট ৪২৩৭০	৬৯৬৪৪	২০০%
৩২	মসুর+সরিষা-পাট	-	মসুর+সরিষা ২৭২৭৪+৩২৭৫৬	পাট ৪২৩৭০	১০২৪০০	৩০০%
৩৩	মুগ-মসুর-পাট	মুগ ২৬০৯৪	মসুর ২৭২৭৪	পাট ৪২৩৭০	৯৫৭৩৮	৩০০%
৩৪	রোপা আমন (স্থানীয়) মসুর-পাট	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৬০৫০	মসুর ২৭২৭৪	পাট ৪২৩৭০	১১৫৬৯৪	৩০০%
৩৫	মুলা-মসুর-পাট	মুলা ৩২৮৯৫	মসুর ২৭২৭৪	পাট ৪২৩৭০	১০২৫৩৯	৩০০%
৩৬	বোনা আমন-সরিষা-আউশ (স্থানীয়)	--	সরিষা ৩২৭৫৬	বোনা আমন+ আউশ (স্থানীয়) ৪১৩৫০+৪৫৬১০	১১৯৭১৬	৩০০%
৩৭	তিল- আউশ (স্থানীয়)	-	তিল ২৯০০৫	আউশ (স্থানীয়) ৪৫৬১০	৭৪৬১৫	২০০%
৩৮	রোপা আমন (উফশী)-সয়াবিন-পাট	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	সয়াবিন ৩১৮৭৭	পাট ৪২৩৭০	১৩০৩৮৭	৩০০%
৩৯	সরিষা-বোনা আউশ+ বোনা আমন	-	সরিষা ৩২৭৫৬	বোনা আউশ+ বোনা আমন ৩৪১৬০+৪১৩৫০	১০৮২৬৬	৩০০%
৪০	মুগ-গম-পাট	মুগ ২৬০৯৪	গম ৫৩৭৮৫	পাট ৪২৩৭০	১২২২৪৯	৩০০%
৪১	মাসকলাই-মসুর- আউশ (উফশী)	মাসকলাই ২২৪৮১	মসুর ২৭২৭৪	আউশ (উফশী) ৫৫৯০৫	১০৫৬৬০	৩০০%
৪২	রোপা আমন (স্থানীয়)-ছোলা-পাট	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৬০৫০	ছোলা ২৩৭৫১	পাট ৪২৩৭০	১১২১৭১	৩০০%
৪৩	চিনাবাদাম- বোনা আউশ	-	চিনাবাদাম ৩৮৯১৫	আউশ (স্থানীয়) ৪৫৬১০	৮৪৫২৫	২০০%
৪৪	রোপা আমন (উফশী)-মিষ্টি আলু-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	মিষ্টি আলু ৩৮৪২১	সবুজ সার ১৩৫০০	১০৮০৬১	৩০০%
৪৫	রোপা আমন (উফশী)-সয়াবিন- আউশ(উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	সয়াবিন ৩১৮৭৭	আউশ(উফশী) ৫৫৯০৫	১৪৩৯২২	৩০০%
৪৬	রোপা আমন (উফশী)-মিষ্টি আলু	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	মিষ্টি আলু ৩৮৪২১	--	৯৪৫৬১	২০০%
৪৭	পাট-মরিচ	--	মরিচ ৫২৬৪৫	পাট ৪২৩৭০	৯৫০১৫	২০০%
৪৮	আলু-মরিচ	--	আলু ৭৫৩৯০	মরিচ ৫২৬৪৫	১২৪০৩৫	২০০%
৪৯	রোপা আমন-পেঁয়াজ	রোপা আমন ৫৬১৪০	পেঁয়াজ ৯০৬০০	--	১৪৬৭৪০	২০০%

ক্রঃ নং	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
৫০	রোপা আমন -রসুন	রোপা আমন ৫৬১৪০	রসুন ৬২৬২৭	--	১১৮৭৬৭	২০০%
৫১	তরমুজ-বোনা আমন	--	তরমুজ ৫২০২৯	বোনা আমন ৪১৩৫০	৯৩৩৭৯	২০০%
৫২	ক্যাপসিকাম-গ্রীষ্মকালীন মুগ+ টমেটো	--	ক্যাপসিকাম ১২০৮৭০	গ্রীষ্মকালীন মুগ+ টমেটো ২৬০৯৪+৪৯৮৪৫	১৯৬৮০৯	৩০০%
মিশ্র ফসল ঃ						
৫৩	মসুর+সরিষা	-	মসুর+সরিষা ২৭২৭৪+৩২৭৫৬	-	৬২০৩০	২০০%
৫৪	আখ+ আলু	-	আখ+আলু ৫৩৫০৩+৭৫৩৯০	-	১২৮৮৯৩	২০০%
৫৫	আখ+সরিষা	-	আখ+সরিষা ৫৩৫০৩+৩২৭৫৬	-	৬৮২৫৯	২০০%
৫৬	আখ+মসুর	-	আখ+মসুর ৫৩৫০৩+২৭২৭৪	-	৮০৭৭৭	২০০%
৫৭	আখ+ছোলা	-	আখ+ছোলা ৫৩৫০৩+২৩৭৫১	-	৭৭২৫৪	২০০%
৫৮	আখ+সয়াবিন	-	আখ+সয়াবিন ৫৩৫০৩+৩১৮৭৭	-	৮৫৩৮০	২০০%
৫৯	আখ+চিনাবাদাম	-	আখ+চিনাবাদাম ৫৩৫০৩+৩৮৯১৫	-	৯২৪১৮	২০০%
৬০	মাল্টা - হলুদ	মাল্টা ৫৩৬৮৭	--	হলুদ ১১৯৪৫৩	১৭৩১৪০	২০০%
৬১	সফেদা - হলুদ	সফেদা ৪৭৫৬০	--	হলুদ ১০৮০০৩	১৫৫৫৬৩	২০০%
৬২	আমড়া - হলুদ	আমড়া ৪৫৭৪২	--	হলুদ ১০৮০০৩	১৫৩৭৪৫	২০০%
৬৩	নারিকেল - হলুদ	নারিকেল ৫০২৩০	--	হলুদ ১০৮০০৩	১৫৮২৩৩	২০০%
বিলে চাষ ঃ						
৬৪	রোপা আমন+সরিষা	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৬০৫০	সরিষা ৩২৭৫৬	-	৭৮৮০৬	২০০%
৬৫	রোপা আমন+খেসারী	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৬০৫০	খেসারী ২৫৫০৯	-	৭১৫৫৯	২০০%
৬৬	রোপা আমন+মসুর	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৬০৫০	মসুর ২৭২৭৪	-	৭৩৩২৪	২০০%
অন্যান্য ফসল						
৬৭	রোপা আমন (উফশী)-পেঁয়াজ বীজ-মুগ	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	পেঁয়াজবীজ ১২০৯৮১	মুগ ২৬০৯৪	২০৩২১৫	৩০০%
৬৮	পুঁইশাক -স্ট্রবেরী-ঢেঁড়স	পুঁইশাক ৩৪৪৪০	স্ট্রবেরী ১৭৬২৩৭	ঢেঁড়স ২৯৮০৫	২৪০৪৮২	৩০০%
৬৯	কমলা লেবু-০-০	কমলালেবু ৭৩৭৫১	--	--	৭৩৭৫১	১০০%
৭০	আগর-০-০	আগর ৭৫৭৫৫	--	--	৭৫৭৫৫	১০০%
৭১	মৌচাষ	--	মৌচাষ ২৩২০০০	--	২৩২০০০	১০০%
৭২	ওয়েলপাম	ওয়েলপাম ৫৭৮৫০	--	--	৫৭৮৫০	১০০%
৭৩	জারবেরা ফুল	--	জারবেরা ফুল ২০৩১৬৮০	--	২০৩১৬৮০	১০০%
৭৪	গোলাপ ফুল	--	গোলাপ ফুল ৭২৮৭৩৫	--	৭২৮৭৩৫	১০০%
৭৫	গ্লাডিওলাস ফুল	--	গ্লাডিওলাস ফুল ৪৫২৫৭০	--	৪৫২৫৭০	১০০%

ক্রঃ নং	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
৭৬	রজনীগন্ধা ফুল	--	রজনীগন্ধা ফুল ২৫৩৫৬০	--	২৫৩৫৬০	১০০%
৭৭	গাঁদা ফুল	--	গাঁদা ফুল ১৭৯৭৪০	--	১৭৯৭৪০	১০০%
৭৮	মাশরুম বীজ উৎপাদন	মাশরুম বীজ উৎপাদন ১৩৪০০০০	--	--	১৩৪০০০০	১০০%
৭৯	মাশরুম উৎপাদন	মাশরুম উৎপাদন ৪২২০০০	--	--	৪২২০০০	১০০%
৮০	ড্রাগন ফল	--	--	ড্রাগন ফল ৩৭৮১৫৫	৩৭৮১৫৫	১০০%
৮১	ঘৃত কুমারী	--	--	ঘৃত কুমারী ৮৬৭৯০	৮৬৭৯০	১০০%
৮২	চা ফসল	--	--	চা ফসল ২৭৭৬৭৬	২৭৭৬৭৬	১০০%
৮৩	কাজুবাদাম	--	--	কাজুবাদাম ৭৫০০০	৭৫০০০	১০০%

ফসল ভিত্তিক বীজ উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার ঃ ১৪২৮-১৪২৯ বাং/২০২১-২০২২ ইং

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)															
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/ খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/ হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	রগিং/ পাতলা করন/ প্রুনিং খরচ	ড্রাইং/ গ্রেডিং/ ক্লিনিং/ পরিবহন ইত্যাদি খরচ	বীজ শোধন খরচ	বীজ সংরক্ষণ খরচ	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
দানা শস্য ঃ (উফশী)																	
১	রোপা আমন (উফশী)	৫৮৫০	৫০০	১২০০	০	৭৫০	৩২০০	১৬২৫০	৬০০০	৪৫০০	৭৩৬০	১০০০	৪৮০০	৫১৪১০	৫১৪১০	২৫৭০৫০	৮৫৬৮
২	বোরো (উফশী)	৬৩০০	৬৮০	৬০০০	০	৭৫০	৩২০০	২১১২৫	৬০০০	৪৫০০	৭৩৬০	১০০০	৪৮০০	৬১৭১৫	৬১৭১৫	৩০৮৫৭৫	১০২৮৫
৩	গম (সেচসহ)	১০৭৫০	২১৬০	২৪০০	০	২০০	৩২০০	১৩৬৫০	৬০০০	৩০০	৭৩৬০	১০০০	৪৮০০	৫৪৫২০	৫৪৫২০	২৭২৬০০	৯০৮৬
অর্থকরী ফসলঃ (উফশী)																	
৪	পাট	৮৪০০	৩০০	০	০	৫০০	৪০০০	১৩৬৫০	৩০০০	৪৫০০	১১৫০	২০০	৭৫০	৩৬৪৫০	৩৬৪৫০	৩৬৪৫০	৬০৭৫
মসলা জাতীয় ফসল ঃ (উফশী)																	
৫	মরিচ	৯৩০০	১৯৫	১২০০	০	৬০০	৪০০০	১৩৬৫০	৫০০০	৩৭৫০	৫৭৫	১০০	৩৭৫	৩৮৭৪৫	৩৮৭৪৫	৩৮৭৪৫	৬৪৫৮
৬	পেঁয়াজ (বাল্ব)	৯৪০০	১৮২৫০	১২০০	০	৫০০	৪৮০০	৬৮২৫	৫০০০	৩৭৫০	১৬১৫০	২৫৫০	১২৭৫০	৮১১৭৫	৮১১৭৫	৪০৫৫৭৫	১৩৫১৯
৭	রসুন	১০০০০	২৪০০০	১২০০	০	৫০০	৪৮০০	৬৮২৫	৫০০০	৩৭৫০	৯৮৮০	১৫৬০	৭৮০০	৭৫৩১৫	৭৫৩১৫	৩৭৬৫৭৫	১২৫৫২
৮	পেঁয়াজ (প্রকৃত বীজ)	৯৫৪০	৪৭৫০০	২৪০০	০	৩০০০	৩২০০	২০১৫০	৬০০০	৩৭৫০	১০৮০	১৮০	৯০০	৯৮০০০	৯৮০০০	৯৮০০০	১৬৩৩৩
শাক সবজি (উফশী)																	
৯	সীম	৭৬০০	৬৬০	১২০০	১২০০০	৬০০	৩২০০	১০৭৫০	৫০০০	১৫০০	১১৫০	১৫০	৭৫০	৪৪৫৬০	৪৪৫৬০	৪৪৫৬০	৭৪২৬
১০	লাল শাক	৭৩৫০	৩০০	৬০০	০	৩০০	৩২০০	৫৫২৫	৩০০০	১৫০০	৪৬০	৬০	৩০০	২২৫৯৫	২২৫৯৫	২২৫৯৫	৩৭৬৫
১১	পালং শাক	৬৯৫০	১২৮	৬০০	০	৩০০	৩২০০	৫৫২৫	৩০০০	১৫০০	১৩৮০	১৮০	৯০০	২৩৬৬৩	২৩৬৬৩	২৩৬৬৩	৩৯৪৩
১২	কলমী শাক	৮২০০	১৩৫	৬০০	০	৩০০	৩২০০	৫৫২৫	৩০০০	১৫০০	১১৫০	১৫০	৭৫০	২৪৫১০	২৪৫১০	২৪৫১০	৪০৮৫
১৩	লাউ	৮৫০০	১২৫	৬০০	১৮০০০	৩০০	৩২০০	৫৫২৫	৫০০০	১৫০০	৯২০	১২০	২০০	৪৩৯৯০	৪৩৯৯০	৪৩৯৯০	৭৩৩২
১৪	মুলা	৯৫০০	১৮৮	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৫৫২৫	৫০০০	১৫০০	১১৫০	১৫০	৭৫০	২৮৬৬৩	২৮৬৬৩	২৮৬৬৩	৪৭৭৭
১৫	বরবটি	৭৪৫০	১২০০	৬০০	৪৫০০	৫০০	৩২০০	৬৮২৫	৫০০০	১৫০০	১৩৮০	১৮০	৯০০	৩৩২৩৫	৩৩২৩৫	৩৩২৩৫	৫৫৩৯
১৬	বেগুন	৮৯৫০	১০০	১৮০০	০	১৫০০	৩২০০	৬৮২৫	৫০০০	১৫০০	২৩০	৩০	১৫০	২৯২৮৫	২৯২৮৫	২৯২৮৫	৪৮৮০
১৭	উচ্ছে	৮০০০	১০৩০	২৪০০	১২০০০	৫০০	৩২০০	৬৮২৫	৫০০০	১৫০০	৪৬০	৬০	৩০০	৪১২৭৫	৪১২৭৫	৪১২৭৫	৬৮৭৯
১৮	ঢেঁড়স	৮৫০০	২৪০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৫৫২৫	৩০০০	১৫০০	১১৫০	১৫০	৭৫০	২৫৭১৫	২৫৭১৫	২৫৭১৫	৪২৮৬
১৯	পুঁই	৭৭০০	৪০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৬৮২৫	৫০০০	১৫০০	৬৯০	৯০	৪৫০	২৭৫৫৫	২৭৫৫৫	২৭৫৫৫	৪৫৯৩
২০	ডাটা	৮১০০	১০০	৬০০	০	৪০০	৩২০০	৬৮২৫	৩০০০	১৫০০	৪৬০	৬০	৩০০	২৪৫৪৫	২৪৫৪৫	২৪৫৪৫	৪০৯১

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)															
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/ খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/ হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	রগিং/ পাতলা করন/ প্রুনিং খরচ	ড্রাইং/ গ্রেডিং/ক্লিনিং/ পরিবহন ইত্যাদি খরচ	বীজ শোধন খরচ	বীজ সংরক্ষণ খরচ	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
কন্দাল ফসল ঃ (উফশী)																	
২১	আলু (উফশী)	৯৪৩০	২৮৪০০	১৮০০	০	৩০০০	৩২০০	৯৭৫০	৫০০০	৩৭৫০	২৯৭৯২	৪৭০৪	২৩৫২০	১২২৩৪৬	১২২৩৪৬	৩০৫৮৬৫	২০৩৯১
তৈল জাতীয়																	
২২	সরিষা (উফশী)	৯১২০	২০০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬৮২৫	৩০০০	৩০০০	২০২৪	২৬৪	১৩২০	৩০০৫৩	৩০০৫৩	১৫০২৬৫	৫০০৯
২৩	সয়াবিন (রবি)	২৩৮০	২১০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৫৫২৫	৩০০০	৩০০০	৩২২০	৪২০	২১০০	২৬৬৪৫	২৬৬৪৫	১৩৩২২৫	৪৪৪১
২৪	চিনাবাদাম (রবি)	২৫৯৫	২৮৬০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	১০৭৫০	৩০০০	৩০০০	১৮৪০	২৪০	১২০০	৩০৩৮৫	৩০৩৮৫	১৫১৯২৫	৫০৬৪
২৫	সূর্যমূখী	৯০৩০	৩০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৩৯০০	৩০০০	৩০০০	২৯৯০	৩৯০	১৯৫০	২৯৪৬০	২৯৪৬০	২৯৪৬০	৪৯১০
ডাল জাতীয়ঃ																	
২৬	মুগডাল (খরিপ-১)	১৬৩০	৭২০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬৮২৫	৩০০০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	২২৭৬৫	২২৭৬৫	১১৩৮২৫	৩৭৯৪
২৭	মুগডাল (রবি)	১৬৩০	৭২০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬৮২৫	৩০০০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	২২৭৬৫	২২৭৬৫	১১৩৮২৫	৩৭৯৪
২৮	মাসকলাই (খরিপ)	৭২০	১০২০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৫৫২৫	৩০০০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	২০৮৫৫	২০৮৫৫	১০৪২৭৫	৩৪৭৬
২৯	ছোলা	১৭১০	১৩২০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৫৫২৫	৩০০০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	২২১৪৫	২২১৪৫	১১০৭২৫	৩৬৯১
৩০	মসুর	২২১০	১২৩২	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬৮২৫	৩০০০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	২৩৮৫৭	২৩৮৫৭	১১৯২৮৫	৩৯৭৬
৩১	খেসারী	৭৪০	১০০০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬৮২৫	৩০০০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	২২১৫৫	২২১৫৫	১১০৭৭৫	৩৬৯৩

বিঃদ্রঃ পাট, মরিচ, পেঁয়াজ (প্রকৃত বীজ), শাক সবজি ও সূর্যমূখী ফসলের জন্য সর্বোচ্চ-১ একর এবং আলু ফসলের জন্য সর্বোচ্চ-২.৫ একর এবং অন্যান্য ফসলের বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫ একর পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

ফসল ভিত্তিক বীজ উৎপাদনের পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধ সূচিঃ ১৪২৮-১৪২৯বাং/২০২১-২০২২ইং

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা	ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা (বীজ উৎপাদন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের জন্য)
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল		
১	২	৩	৪	৫	৬
দানা শস্য ঃ					
১	রোপা আমন (উফশী)	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৪ আশ্বিন ১ জুন-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৭ আষাঢ়-১৬ শ্রাবণ ১ জুলাই-৩১ জুলাই	১৭ পৌষ (পরের বছর) ৩১ ডিসেম্বর (পরের বছর)
২	বোরো (উফশী/হাইব্রিড)	১ কার্তিক-১ চৈত্র ১৫ অক্টোবর-১৫ মার্চ	১৭ বৈশাখ-১৫ আষাঢ় ১ মে-৩০ জুন	১৭ অগ্রহায়ণ-১৬ পৌষ ১ ডিসেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৬ শ্রাবণ (পরের বছর) ৩১ জুলাই (পরের বছর)
৩	গম (সেচসহ)	১৭ কার্তিক-১ পৌষ ১ নভেম্বর-১৫ ডিসেম্বর	১৮ মাঘ-১৭ ফাল্গুন ৩১ জানুয়ারী- ১ মার্চ	১৬ আশ্বিন-১৫ কার্তিক ১ অক্টোবর-৩১ অক্টোবর	১৭ চৈত্র (পরের বছর) ৩১ মার্চ (পরের বছর)
অর্থকরী ফসল ঃ					
৪	পাট	৩ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১৫ ফেব্রুয়ারী-৩০ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ-৩০ ভাদ্র ১৫ জুন-১৫ সেপ্টেম্বর	১ চৈত্র-১ বৈশাখ ১৫ মার্চ-১৫ এপ্রিল	১৫ আশ্বিন (পরের বছর) ৩০ সেপ্টেম্বর (পরের বছর)
মসলা জাতীয় ফসলঃ					
৫	মরিচ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
৬	পেঁয়াজ (বাল্ব)	১৬ আশ্বিন-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৬ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)
৭	রসুন	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৭ চৈত্র (পরের বছর) ৩১ মার্চ (পরের বছর)
৮	পেঁয়াজ (প্রকৃত বীজ)	অক্টোবর-নভেম্বর	মার্চ-এপ্রিল	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
শাক সবজি ঃ					
৯	সীম	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৭ শ্রাবণ- ১৫ ভাদ্র ১ আগস্ট- ৩০ আগস্ট	১৬ শ্রাবণ (পরের বছর) ৩১ জুলাই (পরের বছর)
১০	লালশাক	২ মাঘ-৩০ ভাদ্র ১৫ জানুয়ারী- ১৫ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৭ শ্রাবণ- ১৫ ভাদ্র ১ আগস্ট-৩০ আগস্ট	১৭ বৈশাখ (পরের বছর) ৩০ এপ্রিল (পরের বছর)
১১	পালংশাক	৩০ শ্রাবণ-১৭ পৌষ ১৫ জানুয়ারী-৩১ ডিসেম্বর	১৬ কার্তিক-১৭ চৈত্র ১ নভেম্বর -৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র-১৫ আশ্বিন ১ সেপ্টেম্বর-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ বৈশাখ (পরের বছর) ৩০ এপ্রিল (পরের বছর)
১২	কলমি শাক	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৭ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৬ শ্রাবণ (পরের বছর) ৩১ জুলাই (পরের বছর)
১৩	লাউ	৩০ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৭ চৈত্র ১ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র-১৫ আশ্বিন ১ সেপ্টেম্বর-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ পৌষ (পরের বছর) ৩১ ডিসেম্বর (পরের বছর)
১৪	মুলা	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৭ শ্রাবণ- ১৫ ভাদ্র ১ আগস্ট-৩০ আগস্ট	১৭ পৌষ (পরের বছর) ৩১ ডিসেম্বর (পরের বছর)
১৫	বরবটি	২ মাঘ-৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩১ চৈত্র-৩০ ভাদ্র ১৪ এপ্রিল-১৫ সেপ্টেম্বর	১ চৈত্র- ৩০ চৈত্র ১৫ মার্চ-১৫ এপ্রিল (পরের বছর)	১৬ শ্রাবণ (পরের বছর) ৩১ জুলাই (পরের বছর)
১৬	ঢেঁড়স	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
১৭	বেগুন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
১৮	উচ্ছে	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা	ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা (বীজ উৎপাদন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের জন্য)
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল		
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯	পুঁই	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৭ কার্তিক-১৬ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৬ শ্রাবণ (পরের বছর) ৩১ জুলাই (পরের বছর)
২০	ডাটা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
	কন্দাল ফসল ঃ				
২১	আলু (উফশী)	১৭ ভাদ্র-১৭ পৌষ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ শ্রাবণ- ১৫ ভাদ্র ১ আগস্ট-৩০ আগস্ট	১৭ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)
তৈল জাতীয় ঃ					
২২	সরিষা (উফশী)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ শ্রাবণ- ১৫ ভাদ্র ১ আগস্ট-৩০ আগস্ট	১৬ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)
২৩	সয়াবিন (রবি)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৭ ফাল্গুন-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ মার্চ-৩১ মে	১৫ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	-
২৪	চিনাবাদাম (রবি)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৬ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)
২৫	সূর্যমূখী (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র-১৫ আশ্বিন ১ সেপ্টেম্বর-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ বৈশাখ (পরের বছর) ৩০ এপ্রিল (পরের বছর)
ডাল জাতীয় ঃ					
২৬	মুগডাল (খরিপ-১)	১৭ ফাল্গুন-১ বৈশাখ ১ মার্চ-১৫ এপ্রিল	২৯ বৈশাখ-১৬ আষাঢ় ১৩ মে-১ জুলাই	১৭ অগ্রহায়ণ-১৬ পৌষ ১ ডিসেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ মাঘ (পরের বছর) ৩১ জানুয়ারী (পরের বছর)
২৭	মুগডাল (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ শ্রাবণ- ১৫ ভাদ্র ১ আগস্ট-৩০ আগস্ট	১৮ মাঘ (পরের বছর) ৩১ জানুয়ারী (পরের বছর)
২৮	মাসকলাই (খরিপ)	৩১ বৈশাখ-৩০ আষাঢ় ১৫ মে-১৪ জুলাই	৩০ শ্রাবণ-২৯ আশ্বিন ১৫ আগস্ট-১৫ অক্টোবর	১ বৈশাখ-১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ এপ্রিল-১৫ মে	১৮ মাঘ (পরের বছর) ৩১ জানুয়ারী (পরের বছর)
২৯	ছোলা	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১ কার্তিক- ৩০ কার্তিক ১৫ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৬ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)
৩০	মসুর	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ মাঘ- ৩০ ফাল্গুন ১৪ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	১ আশ্বিন-৩০ আশ্বিন ১৫ সেপ্টেম্বর -১৪ অক্টোবর	১ আশ্বিন- ৩০ আশ্বিন ১৫ সেপ্টেম্বর-১৪ অক্টোবর
৩১	খেসারী	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ- ৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	১ আশ্বিন-৩০ আশ্বিন ১৫ সেপ্টেম্বর -১৪ অক্টোবর	১ আশ্বিন- ৩০ আশ্বিন ১৫ সেপ্টেম্বর-১৪ অক্টোবর

নেপিয়ার ঘাস উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচারঃ

১। **জমির প্রকৃতি ও চাষঃ** বেলে দোঁ-আঁশ মাটিতে ভাল চাষ করা যায়। উঁচু জমি যেখানে পানি জমে না এমন জমি নির্বাচন করে (১ বছর পর্যন্ত) ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। এক একর জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষের (১ বছর পর্যন্ত) জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	টাকা
জমি লিজ	৪০,০০০/-
জমি তৈরী (চাষ উপযোগী প্রতি একর জমিতে ট্রাকটর, শ্রমিক ইত্যাদি) বাবদ খরচ	১৮,০০০/-
প্রতি একর জমিতে জৈব সার (১০০-১২০ মণ) বাবদ খরচ	১২,০০০/-
রাসায়নিক সারঃ (ইউরিয়া সার ১২০ কেজি, টি.এস.পি সার ৮০ কেজি, এম.পি সার ৪০ কেজি হিসেবে) বাবদ খরচ	৪,২৮০/-
৩০ দিন পর ইউরিয়া সার প্রয়োগ (একরে ৪০ কেজি হিসেবে) খরচ	৬৪০/-
১ম কাটিং এর পর জমি তৈরী বাবদ খরচ	৬,২০০/-
২য় কাটিং এর পর জমি তৈরী বাবদ খরচ	৬,২০০/-
যন্ত্রপাতি ক্রয় (কোদাল, কাস্তে, নিরানি, হুজপাইপ ইত্যাদি) বাবদ খরচ	৭,০০০/-
নেপিয়ার কাটিং/মুথা (প্রতি শতাংশে ১৩০ টি হিসেবে মোট-১৩,০০০ কাটিং এবং প্রতি কাটিং ২৫ পয়সা হিসেবে আনুমানিক খরচ	৫,০০০/-
পানি সেচ বাবদ খরচ	২৪,০০০/-
পরিবহন খরচ	১২,০০০/-
ঘাস কাটিং শ্রমিক খরচ বাবদ	৩০,০০০/-
মোট খরচ = (একলক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশত বিশ টাকা) মাত্র।	**১,৬৫,৩২০/-**

৩। এক একর জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষের জন্য অনধিক **১,৬৫,৩২০/-** (একলক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশত বিশ টাকা) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ এক একর জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষ করার জন্য খামারী জমি লিজ নিতে পারবেন এবং ঘাস চাষ বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। এক একরের উপর অধিক জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষের জন্য প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট -'ট'

এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের মাসিক বিবরণী

ব্যাংকের নাম

..........................সালের..........................মাসের প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	এজেন্ট বুথ	কৃষক/গ্রাহকের নাম	ঋণের খাত	ঋণের পরিমাণ	ঋণ বিতরণের তারিখ	ঋণের মেয়াদ	সুদ হার + সার্ভিস চার্জ (ভ্যাটসহ)	আদায়ের পরিমাণ	বাৎসরিক/ কিস্তি (সংখ্যা)

ব্রয়লার মুরগি (মাংস উৎপাদনের জন্য) পালনের জন্য ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচার

১। ১ (এক) দিন বয়সের ব্রয়লার বাচ্চা ক্রয় করে পালনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। প্রতি ১০০০টি ব্রয়লার মুরগি পালনের (৩০ দিন পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব
ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন)	৬,০০,০০০/-
বাচ্চা ক্রয় বাবদ	৪০,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ	১,৬২,০০০/-
খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র ক্রয় বাবদ	১৫,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	৩৫,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খরচ (প্রতি মাসে)	২০,০০০/-
শ্রমিক বাবদ (প্রতি মাসে)	৩০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	১৫,০০০/-
মোট (নয় লক্ষ সতের হাজার টাকা মাত্র)	৯,১৭,০০০/-

৩। ১০০০টি ব্রয়লার মুরগি পালনের জন্য অনধিক ৯,১৭,০০০/- (নয় লক্ষ সতের হাজার) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ১০০০টি ব্রয়লার মুরগির খামার (নতুন) তৈরিতে ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে, ১০০০ এর অধিক পরিমাণে ব্রয়লার মুরগির খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে ব্রয়লার মুরগি উৎপাদনে অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এর চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

লেয়ার মুরগি (ডিম উৎপাদনের জন্য) পালনের জন্য ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচার (খাঁচা পদ্ধতিতে)

১। ১ (এক) দিন বয়সের লেয়ার বাচ্চা ক্রয় করে পালনপূর্বক ডিম উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। প্রতি ১০০০টি লেয়ার মুরগি পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব
ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন)	৬,০০,০০০/-
খাঁচা ক্রয় বাবদ	২,৫০,০০০/-
বাচ্চা ক্রয় বাবদ	৬৫,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ	৬,৫০,০০০/-
খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র ক্রয় বাবদ	২০,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	১,২০,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খরচ (৬ মাসের জন্য)	৫০,০০০/-
শ্রমিক বাবদ (৬ মাসের জন্য)	৯৬,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৩৫,০০০/-
মোট (আঠার লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা মাত্র)	**১৮,৮৬,০০০/-**

৩। ১০০০টি লেয়ার মুরগি পালনের জন্য অনধিক **১৮,৮৬,০০০/-** (আঠার লক্ষ ছিয়াশি হাজার) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ১০০০টি লেয়ার মুরগির খামার (নতুন) তৈরিতে ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে, ১০০০ এর অধিক পরিমাণে লেয়ার মুরগির খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে লেয়ার মুরগি উৎপাদনে অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

১০০০টি তিতির পালনের (মেঝে পদ্ধতিতে) জন্য ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচারঃ

০১। ০১(এক) দিন বয়সের বাচ্চা ক্রয় এবং পালন করে ডিম উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

০২। ১০০০টি লেয়ার তিতির পালনের (০৬ মাস পর্যন্ত) উদ্দেশ্যে ব্যয় প্রাক্কলনঃ-

খরচের বিবরণী	টাকার পরিমাণ
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব
ঘর তৈরী বাবদ ব্যয় (এককালীন)-টিনশেড পাকা ফ্লোর	৬,৫০,০০০/-
লিটার (তুষ) ও চুন ক্রয় বাবদ ব্যয়	২০,০০০/-
বাচ্চা ক্রয় বাবদ ব্যয়	১,০০,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ ব্যয়-০৬ মাসের জন্য	৬,৫০,০০০/-
খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র ক্রয় বাবদ ব্যয়	২০,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন সামগ্রী ক্রয় বাবদ ব্যয়	২০,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খরচ (০৬ মাসের জন্য)	৩০,০০০/-
শ্রমিক বাবদ খরচ	৯০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৩০,০০০/-
মোট খরচ=(ষোল লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র)	**১৬, ১০,০০০/-**

৩। ১০০০টি লেয়ার তিতির পালনের জন্য অনধিক ১৬,১০,০০০/-(ষোল লক্ষ দশ হাজার) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ১০০০টি লেয়ার তিতির খামার (নতুন) তৈরীতে ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে ১০০০ টির অধিক পরিমাণ লেয়ার তিতির পালন খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে লেয়ার তিতির পালন খামার সৃজনের জন্য অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচ্য নয়।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংকের শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবেন। প্রয়োজন বোধে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষিত তথ্যাদি সরবরাহ করবে।

১০০০ টি সোনালি মুরগি পালনের জন্য ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচার

১। ১ (এক) দিন বয়সের সোনালি বাচ্চা ক্রয় করে পালনপূর্বক ডিম উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। প্রতি ১০০০টি সোনালি মুরগি পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব
১ দিনের সোনালি মুরগির বাচ্চা ক্রয় বাবদ (পরিবহনসহ)	১,৭৫,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ	৫,৭৫,০০০/-
খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ	৩০,০০০/-
ঔষধ, ভ্যাকসিন ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	১,৮০,০০০/-
বিদ্যুৎ খরচ	৪০,০০০/-
কর্মচারী/ শ্রমিক বাবদ	১,২০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	২৫,০০০/-
মোট খরচ =	**১১,৪৫,০০০/-**
ঘর তৈরী বাবদ (প্রতিটি সোনালি মুরগির প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ ৪ বর্গফুট হিসেবে ১০০০ টির জন্য প্রয়োজন ৪,০০০ বর্গফুট) প্রতি বর্গফুটের ব্যয় ৪০০.০০ টাকা ধরে।	১৬,০০,০০০/-
সর্বমোট খরচ (সাতাশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) =	২৭,৪৫,০০০/-

৩। সোনালি মুরগি পালনে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিজস্ব জমি ও সেড নির্মাণ থাকতে হবে।

৪। ১০০০টি সোনালি মুরগি পালনের জন্য অনধিক **২৭,৪৫,০০০/-** (সাতাশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৫। ১০০০টি সোনালি মুরগি পালনে অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে না।

৬। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৭। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

১০০০ টার্কি পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচারঃ

১। একদিন বয়সের টার্কির বাচ্চা ক্রয় করে পালনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। প্রতি ১০০০টি টার্কি পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব
১ দিনের বাচ্চা ক্রয় বাবদ (পরিবহনসহ)	৩,০০,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ	৬,৭৫,০০০/-
খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ	৪০,০০০/-
ঔষধ, ভ্যাকসিন ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	১,৮০,০০০/-
বিদ্যুৎ খরচ	৪০,০০০/-
কর্মচারী/ শ্রমিক বাবদ	১,২০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৩৫,০০০/-
মোট খরচ =	**১৩,৯০,০০০/-**
ঘর তৈরী বাবদ (প্রতিটি টার্কির প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ ৪ বর্গফুট হিসেবে ১০০০ টির জন্য প্রয়োজন ৪,০০০ বর্গফুট) প্রতি বর্গফুটের ব্যয় ৪০০.০০ টাকা ধরে।	১৬,০০,০০০/-
সর্বমোট খরচ (ঊনত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) =	**২৯,৯০,০০০/-**

৩। টার্কি পালনে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিজস্ব জমি এবং সেড নির্মাণ থাকতে হবে।

৪। ১০০০ টি টার্কি পালনের জন্য অনধিক **২৯,৯০,০০০/-** (ঊনত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এর চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

৫০ টি ভেড়া পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচারঃ (৬ মাসের জন্য)

১। ৫-১২ মাস বয়সের ভেড়া ক্রয় করে পালন পূর্বক মাংস উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
২। প্রতি ৫০টি ভেড়া পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব
ঘর তৈরী বাবদ এককালীন (ছন ও বাঁশের দ্বারা তৈরী)	৬০,০০০/-
৫০টি ভেড়ার মূল্য (৫-১২ মাস বয়সের প্রতিটি ৪,০০০/- হিসেবে)	২,০০,০০০/-
পরিবহন খরচ	১৫,০০০/-
খাবার পাত্র ও পানির পাত্র	২৫,০০০/-
শ্রমিক খরচ	৯০,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	২০,০০০/-
দানাদার খাদ্য/ কাঁচা ঘাস ক্রয় বাবদ	৩,০১,৩২০/-
মোট খরচ = (সাত লক্ষ এগার হাজার তিনশত বিশ) টাকা মাত্র।	**৭,১১,৩২০/-**

৩। ৫০ টি ভেড়া পালনের জন্য অনধিক **৭,১১,৩২০/-** (সাত লক্ষ এগার হাজার তিনশত বিশ) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ৫০টি ভেড়ার খামার নতুন ঘর তৈরীতে ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ৫০ টির অধিক পরিমান ভেড়ার খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে ভেড়ার উৎপাদন এর অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।
৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তীক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

৫০ টি ছাগল পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচারঃ (৬ মাসের জন্য)

১। ১২-১৫ মাস বয়সের ছাগল ক্রয় করে পালনপূর্বক মাংস উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। প্রতি ৫০টি ছাগল পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব
ঘর তৈরী বাবদ এককালীন (ছন ও বাঁশের দ্বারা তৈরী)	৬০,০০০/-
৫০টি ছাগলের মূল্য (১২-১৫ মাস বয়সের প্রতিটি ৫,৫০০/- হিসেবে)	২,৭৫,০০০/-
ছাগলের পরিবহন খরচ	১৫,০০০/-
খাবার পাত্র ও পানির পাত্র	২৫,০০০/-
শ্রমিক খরচ	৯০,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	২০,০০০/-
দানাদার খাদ্য/ কাঁচা ঘাস ক্রয় বাবদ	৩,০১,৩২০/-
মোট খরচ = (সাত লক্ষ ছিয়াশি হাজার তিনশত বিশ) টাকা মাত্র।	**৭,৮৬,৩২০/-**

৩। ৫০ টি ছাগল পালনের জন্য অনধিক **৭,৮৬,৩২০**/- (সাত লক্ষ ছিয়াশি হাজার তিনশত বিশ) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ৫০টি ছাগল এর খামার নতুন ঘর তৈরীতে ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ৫০ টির অধিক পরিমাণ ছাগলের খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে ছাগল উৎপাদন এর অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

২০ টি গরু মোটাতাজাকরণ এর জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচারঃ (৬ মাসের জন্য)

১। দেড় থেকে দুই (১.৫-২.০) বছর বয়সের ষাড় বাছুর ক্রয় করে পালন পূর্বক মাংস উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
২। প্রতি ২০টি গরু মোটাতাজাকরণ (মাংস উৎপাদন) এর (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

	খরচের বিবরণী	টাকা
১	প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব
২	ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) ৮০ বর্গ মিটার প্রতি বর্গমিটার ৩৫০০/- হিসেবে	২,৮০,০০০/-
৩	২০টি ষাড় বাছুর মূল্য (১.৫-২.০ বছরের প্রতিটি ৭০,০০০/- হারে)।	১৪,০০,০০০/-
৪	যন্ত্রপাতি (চপার মেশিন, ফিড মিক্সার মেশিন)	১,৮২,০০০/-
৫	পরিবহন খরচ, খাদ্যের পাত্র ইত্যাদি	৪০,০০০/-
৬	খাদ্য খরচ (প্রতিটি গরু ৯০/- টাকা হারে ১৮০ দিনের জন্য)	৩,২৪,০০০/-
৭	শ্রমিক খরচ	১,২০,০০০/-
৮	ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা	৪০,০০০/-
৯	বিদ্যুৎ, জ্বালানী	৩৬,০০০/-
	মোট খরচ = (চব্বিশ লক্ষ বাইশ হাজার) টাকা মাত্র	**২৪,২২,০০০/-**

৩। ২০ টি গরু মোটাতাজাকরণ (মাংস উৎপাদন) এর জন্য অনধিক **২৪,২২,০০০/-** (**চব্বিশ লক্ষ বাইশ হাজার**) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ২০টি গরু-মোটাতাজাকরণ (মাংস উৎপাদন) খামার এর জন্য খামারীর নিজস্ব জমি থাকতে হবে এবং ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ২০ এর অধিক পরিমাণ গরু-মোটাতাজাকরণ খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে গরু-মোটাতাজাকরণ খামার উৎপাদনে অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

২০ টি গাভী লালন পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচারঃ (৩ বছরের জন্য)

১। ১ম বাচ্চা দানের দুধালো গাভী (২-২.৫ বছর) বয়সের গাভী পালনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
২। প্রতি ২০টি গাভী পালনের (৩ বছর পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব
ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) ৮০ বর্গ মিটার প্রতি বর্গমিটার ৩০০০/- হিসেবে	২,৪০,০০০/-
১০টি ১ম বাচ্চা দানের দুধালো গাভী প্রতিটি ১,২০,০০০/- হিসাবে + ১০টি ১-১.৫ বছরের বকনা।	২০,০০,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ খরচ (প্রতিটি গাভী প্রতিদিন ২২০/- হিসাবে ৩ বছর)	৪৮,১৮,০০০/-
যন্ত্রপাতি (চপার, মিল্কিং মেশিন, মিল্ক ক্যান, হুজ পাইপ, পাম্প ইত্যাদি)	৪,০০,০০০/-
টিকা, ঔষধ, ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা বাবদ খরচ	১,৮০,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খরচ	৮০,০০০/-
শ্রমিক বাবদ (জনপ্রতি মাসিক ১০,০০০/- হিসেবে)	১০,৮০,০০০/-
পরিবহন খরচ	৭০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৫০,০০০/-
মোট খরচ = (উননব্বই লক্ষ আঠার হাজার) টাকা মাত্র।	৮৯,১৮,০০০/-

৩। ২০ টি গাভী পালনের জন্য অনধিক **৮৯,১৮,০০০/-** (**উননব্বই লক্ষ আঠার হাজার**) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ২০টি গাভীর ডেইরী ফার্ম (দুগ্ধ উৎপাদন) নতুন তৈরীতে খামারীর নিজস্ব জমি থাকতে হবে এবং ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ২০ এর অধিক পরিমাণ ডেইরী ফার্ম (দুগ্ধ উৎপাদন) অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে ডেইরী ফার্ম (দুগ্ধ উৎপাদন) এর অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

২০টি গয়াল পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচার (৬ মাসের জন্য)

০১। ১.০-১.৫ বছর বয়সের ষাড় গয়াল ক্রয় এবং পালন করে মাংস উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
০২। ২০টি গয়াল মোটাতাজাকরণের (০৬ মাস পর্যন্ত) উদ্দেশ্যে ব্যয় প্রাক্কলনঃ-

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব
ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) -১২০ বর্গমিটার, প্রতি বর্গমিটার ২৫০০/- হিসেবে	৩,০০,০০০/-
২০টি ষাড় গয়াল (১.০-১.৫ বছর বয়সের প্রতিটি ৬০০০০/- হারে)	১২,০০,০০০/-
খাদ্য (প্রতিটির জন্য দৈনিক ১০০/- হারে) ১৮০ দিনের জন্য ব্যয়	৩,৬০,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন সামগ্রী ক্রয় বাবদ ব্যয়	২০,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খরচ (০৬ মাসের জন্য)	২০,০০০/-
শ্রমিক বাবদ খরচ	১,২০,০০০/-
পরিবহন, খাদ্য পাত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি খরচ	৫০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	২০,০০০/-
মোট খরচ (বিশ লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র)	**২০,৯০,০০০/-**

৩। ২০টি গয়াল পালনের জন্য অনধিক ২০,৯০,০০০/-(বিশ লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ২০টি গয়ালের খামার (নতুন) তৈরীতে ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে ২০ টির অধিক পরিমাণ গয়াল পালন খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে গয়াল পালন খামার সৃজনের জন্য অবকাঠামো গত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচ্য নয়।
৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনে নারী, প্রান্তিক খামারী ও পার্বত্য অধিবাসীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৬। ব্যাংকের শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবেন। প্রয়োজন বোধে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষিত তথ্যাদি সরবরাহ করবে।

৫০ টি গাড়ল পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচারঃ (৬ মাসের জন্য)

১। ৫-১২ মাস বয়সের গাড়ল ক্রয় করে পালন পূর্বক মাংস উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
২। প্রতি ৫০টি গাড়ল পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব
ঘর তৈরী বাবদ এককালীন (ছন ও বাঁশের দ্বারা তৈরী)	৮০,০০০/-
৫০টি গাড়লের মূল্য (৫-১২ মাস বয়সের প্রতিটি ৫,৫০০/- হিসেবে)	৩,২৫,০০০/-
গাড়লের পরিবহন খরচ	২৫,০০০/-
খাবার পাত্র ও পানির পাত্র	৩০,০০০/-
শ্রমিক খরচ (১৫০০/- মাসিক হিসেবে ৬ মাস)	৯০,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	২০,০০০/-
দানাদার খাদ্য/ কাঁচা ঘাস ক্রয় বাবদ	৩,৬০,০০০/-
মোট খরচ = (নয় লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র।	**৯,৩০,০০০/-**

৩। ৫০ টি গাড়ল পালনের জন্য অনধিক **৯,৩০,০০০/- (নয় লক্ষ ত্রিশ হাজার**) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ৫০টি গাড়লের খামার নতুন ঘর তৈরীতে ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ৫০ টির অধিক পরিমাণ ভেড়ার খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে গাড়লের উৎপাদন এর অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।
৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

২০ টি মহিষ লালন পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচারঃ (৩ বছরের জন্য)

১। ১ম বাচ্চা দানের দুধালো মহিষ (২-২.৫ বছর) বয়সের গাভী পালনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
২। প্রতি ২০টি মহিষ পালনের (৩ বছর পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব
ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) ৮০ বর্গ মিটার প্রতি বর্গমিটার ৩৫০০/- হিসেবে	২,৮০,০০০/-
১০টি ১ম বাচ্চা দানের দুধালো মহিষ প্রতিটি ১,২০,০০০/- হিসাবে + ১-১.৫ বছরের ১০ টি বকনা মহিষ প্রতিটি ৮০০০০/- হিসেবে	২০,০০,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ খরচ (প্রতিটি মহিষ প্রতিদিন ২২০/- হিসাবে ৩ বছর)	৪৮,১৮,০০০/-
যন্ত্রপাতি (চপার, মিল্কিং মেশিন, মিল্ক ক্যান, হুজ পাইপ, পাম্প ইত্যাদি)	৫,০০,০০০/-
টিকা, ঔষধ, ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা বাবদ খরচ	২,০০,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খরচ	৮০,০০০/-
শ্রমিক বাবদ (জনপ্রতি মাসিক ১০,০০০/- হিসেবে)	১০,৮০,০০০/-
পরিবহন খরচ	৯০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৫০,০০০/-
মোট খরচ = (নব্বই লক্ষ আটানব্বই হাজার) টাকা মাত্র।	**৯০,৯৮,০০০/-**

৩। ২০ টি মহিষ পালনের জন্য অনধিক ৯০,৯৮,০০০/- **(নব্বই লক্ষ আটানব্বই হাজার)** টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ২০টি মহিষের ডেইরী ফার্ম (দুগ্ধ উৎপাদন) নতুন তৈরীতে খামারীর নিজস্ব জমি থাকতে হবে এবং ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ২০ এর অধিক পরিমাণ ডেইরী ফার্ম (দুগ্ধ উৎপাদন) অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে ডেইরী ফার্ম (দুগ্ধ উৎপাদন) এর অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।
৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৬। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

মৎস্য উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ নিয়মাচারঃ ১৪২৮-১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২০২১-২০২২ খ্রি.

ক্রমিক নং	চাষ প্রযুক্তির নাম	খাতওয়ারী একর প্রতি উৎপাদন খরচ												একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	মন্তব্য
		উৎপাদন পঞ্জিকা	পুকুর সংস্কার	পুকুর লীজ/ভাড়া	মাছের পোনা	সার (জৈব/অজৈব)	সম্পূরক খাবার	ঔষধ/ রাসায়নিক	শ্রমিক মজুরী	বিদ্যুৎ খরচ	বিবিধ ব্যয়	মাছ আহরণ ও বিক্রয়	একর প্রতি মোট খরচ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	কার্প মিশ্র চাষ	১২ মাস	১৫০০০	৩০০০০	৪০০০০	২০০০	৩০০৩৩০	১০০০০	১২০০০০	৩৬০০	১০০০০	৮০০০	৫৩৮৯৩০	৫৩৮৯৩০	চাষ পদ্ধতি বিশেষত মজুদ ঘনত্ব ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে উৎপাদন খরচ পরিবর্তিত হতে পারে।
২	কার্প ও গলদা মিশ্র চাষ	১২ মাস	১৫০০০	৩০০০০	৫৪০০০	২৫০০	২৯০৮৬০	১২০০০	১২০০০০	৩৬০০	৮০০০	৮০০০	৫৪৩৯৬০	৫৪৩৯৬০	
৩	মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১৫০০০	১৫০০০	৩৭৫০০	২৫০০	৪৯০৭৩৯	১০০০০	৪৫০০০	১২০০	৮০০০	৮০০০	৬৩২৯৩৯	৬৩২৯৩৯	
৪	পাঙ্গাস চাষ	১২ মাস	১৫০০০	৩০০০০	৩৬০০০	২০০০	৯৮৭৫৬৪	১০০০০	১২০০০০	৩৬০০	৮০০০	২০০০০	১২৩২১৬৪	১২৩২১৬৪	
৫	কৈ চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১৫০০০	১৫০০০	৫০০০০	২০০০	৪০০০০০	১০০০০	৪০০০০	১৫০০	১২০০০	১৫০০০	৫৬০৫০০	৫৬০৫০০	
৬	শিং চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১৫০০০	১৫০০০	৬০০০০	২০০০	১৪০০০০	১০০০০	৪০০০০	১২০০	১০০০০	১৫০০০	৩০৮২০০	৩০৮২০০	
৭	মাগুর চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১৫০০০	১৫০০০	৫০০০০	২০০০	১৫০০০০	১০০০০	৪০০০০	১৮০০	১০০০০	১৫০০০	৩০৮৮০০	৩০৮৮০০	
৮	গুলশা চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১৫০০০	১৫০০০	৭০০০০	২০০০	১০০০০০	১০০০০	৬০০০০	১৮০০	১০০০০	১০০০০	২৯৩৮০০	২৯৩৮০০	
৯	পাবদা চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১৫০০০	১৫০০০	৭০০০০	২০০০	১০০০০০	১০০০০	৬০০০০	১৮০০	১০০০০	১০০০০	২৯৩৮০০	২৯৩৮০০	
১০	খাঁচায় মাছের চাষ	৭ থেকে ৮ মাস	২০০০০০ (১০টি খাঁচা স্থাপন)		৪০০০০	০	৪৩২০০০	০	১০০০০	০	০	০	৬৮২০০০ (১০টি খাঁচা)	৬৮২০০০	
১১	পেন পদ্ধতিতে মাছের চাষ	৬ থেকে ১২ মাস	১০০০০০ (১একরে পেন স্থাপন)	৮০০০	১০০০০০	০	৫০০০০	৫০০০	০	০	১০০০০ (শ্রমিক মজুরিসহ)	১০০০০	২৮৩০০০	২৮৩০০০	

বাগদা চাষ ও বাগদা চাষ (ক্লাষ্টার ফার্মিং) এর উৎপাদন পঞ্জিকা ও নিয়মাচার

ক্রমিক নং	চাষ প্রযুক্তি	উৎপাদন পঞ্জিকা	পুকুর পুনঃখনন ও সংস্কার	পুকুর লীজ/ ভাড়া	যন্ত্রপাতি/ পানির পাম্প	প্রশিক্ষণ	জীবাণুনাশক (চুন/ ব্লিচিং)	মাছের পোনা বা চিংড়ি পিএল	সার (জৈব/ অজৈব)	সম্পূরক খাদ্য	ঔষধ/ রাসায়নিক/ প্রোবায়োটিক	শ্রমিক/ ব্যবস্থাপক মজুরী	বিদ্যুৎ/ জ্বালানি খরচ	বিবিধ ব্যয়	মাছ আহরণ পরিবহণ ও বিক্রয়	একর প্রতি মোট খরচ	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	মন্তব্য
১	বাগদা চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১১৫০০০	২০০০০	১০০০০০	০০	১৫০০০	১৫০০০	১৫০০০	৬৫০০০	১৫০০০	৪০০০০	৬০০০	১০০০০	৯০০০	৪২৫০০০	৪২৫০০০	চাষ পদ্ধতি বিশেষত মজুদ ঘনত্ব ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে উৎপাদন খরচ পরিবর্তিত হতে পারে।
২	বাগদা চাষ (ক্লাষ্টার ফার্মিং)	৪ থেকে ৫ মাস	১১৫০০০	২০০০০	১৭৫০০	০০	১৫০০০	১৫০০০	১০০০০	৬৫০০০	১০০০০	১৫০০০	৬০০০	১০০০০	৯০০০	৩০৭৫০০	৩০৭৫০০	

পরিশিষ্ট- 'ট'

ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচারঃ ১৪২৮-১৪২৯ বাং/২০২১-২০২২ ইং

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/ খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক /হাল	বেড তৈরীর শ্রমিক বাবদ	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে পরিচর্যার জন্য শ্রমিক বাবদ	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনের জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
শাক সবজি													
১	সীম	-	৭০০	-	১৪০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪২৩০০	২৪২৩০০	১২১১৫০০	৪০৩৮৩
২	লাল শাক	-	৫০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৮১০০	২২৮১০০	১১৪০৫০০	৩৮০১৭
৩	পালং শাক	-	২০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৮০০	২২৭৮০০	১১৩৯০০০	৩৭৯৬৭
৪	কলমী শাক	-	২০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৮০০	২২৭৮০০	১১৩৯০০০	৩৭৯৬৭
৫	লাউ	-	২০০	-	২০০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪৭৮০০	২৪৭৮০০	১২৩৯০০০	৪১৩০০
৬	ফুলকপি	-	৯০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৮৫০০	২২৮৫০০	১১৪২৫০০	৩৮০৮৩
৭	বাধাকপি	-	৯০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৮৫০০	২২৮৫০০	১১৪২৫০০	৩৮০৮৩
৮	বরবটি	-	১৪০০	-	৬০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৩৫০০০	২৩৫০০০	১১৭৫০০০	৩৯১৬৭
৯	বেগুন	-	১৫০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৭৫০	২২৭৭৫০	১১৩৮৭৫০	৩৭৯৫৮
১০	টমেটো (গ্রীষ্মকালীন)	-	১৫০	-	৬০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৩৩৭৫০	২৩৩৭৫০	১১৬৮৭৫০	৩৮৯৫৮
১১	টমেটো (রবি)	-	১৫০	-	৬০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৩৩৭৫০	২৩৩৭৫০	১১৬৮৭৫০	৩৮৯৫৮
১২	শশা	-	১৫০	-	১৪০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪১৭৫০	২৪১৭৫০	১২০৮৭৫০	৪০২৯২
১৩	উচ্ছে/করল্লা	-	১১০০	-	১৪০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪২৭০০	২৪২৭০০	১২১৩৫০০	৪০৪৫০
১৪	ঢেঁড়স	-	৩০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৯০০	২২৭৯০০	১১৩৯৫০০	৩৭৯৮৩
১৫	মিষ্টিকুমড়া	-	১৪০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৭৪০	২২৭৭৪০	১১৩৮৭০০	৩৭৯৫৭
১৬	ঝিংগা	-	১৪০	-	১৪০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪১৭৪০	২৪১৭৪০	১২০৮৭০০	৪০২৯০
১৭	চিচিঙ্গা	-	১০০	-	১৪০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪১৭০০	২৪১৭০০	১২০৮৫০০	৪০২৮৩
১৮	পুঁইশাক	-	৫০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৮১০০	২২৮১০০	১১৪০৫০০	৩৮০১৭
১৯	ডাটা	-	১৫০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৭৫০	২২৭৭৫০	১১৩৮৭৫০	৩৭৯৫৮
২০	ক্যাপসিকাম	-	১২০০০	-	৬০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪৫৬০০	২৪৫৬০০	১২২৮০০০	৪০৯৩৩
২১	ব্রোকলি	-	১৮০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৯৪০০	২২৯৪০০	১১৪৭০০০	৩৮২৩৩

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/ খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক /হাল	বেড তৈরীর শ্রমিক বাবদ	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে পরিচর্যার জন্য শ্রমিক বাবদ	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনের জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
মসলা জাতীয় ফসল													
২২	মরিচ	-	২৫০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৮৫০	২২৭৮৫০	১১৩৯২৫০	৩৭৯৭৫
২৩	পেঁয়াজ	-	২০০০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪৭৬০০	২৪৭৬০০	১২৩৮০০০	৪১২৬৭
২৪	হলুদ	-	৮৫০০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	৩১২৬০০	৩১২৬০০	১৫৬৩০০০	৫২১০০
২৫	পেঁয়াজ (বীজ উৎপাদন)	-	৫০০০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৭৭৬০০	২৭৭৬০০	৬৯৪০০০ (সর্বোচ্চ ঋণ ২.৫ একরের জন্য)	৪৬২৬৭ (সর্বনিম্ন ঋণ)

ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধ সূচীঃ ১৪২৮-১৪২৯ বাং/২০২১-২০২২ ইং

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
শাক সবজি ঃ				
১	সীম	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন	১৫ আষাঢ়
		১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	৩০ জুন
২	লালশাক	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৩	পালংশাক	৩০ শ্রাবণ-১৭ পৌষ	১৬ কার্তিক-১৭ চৈত্র	১৫ আশ্বিন
		১৫ জানুয়ারী-৩১ ডিসেম্বর	১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	৩০ সেপ্টেম্বর
৪	কলমি শাক	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৫ শ্রাবণ
		১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩১ জুলাই
৫	লাউ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৬	ফুলকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন	১৫ আষাঢ়
		১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	৩০ জুন
৭	বাঁধাকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন	১৫ আষাঢ়
		১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	৩০ জুন
৮	বরবটি	২ মাঘ-৩০ ফাল্গুন	৩১ চৈত্র-৩০ ভাদ্র	৩০ কার্তিক
		১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	১৪ এপ্রিল-১৫ সেপ্টেম্বর	১৫ নভেম্বর
৯	ঢেঁড়স	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
১০	বেগুন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
১১	টমেটো	৩১ শ্রাবণ -১৭ পৌষ	১৭ আশ্বিন-১৭ চৈত্র	১৪ আশ্বিন
		১৫ আগস্ট-৩১ ডিসেম্বর	১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	৩০ এপ্রিল
১২	টমেটো (গ্রীষ্মকালীন)	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৬ অগ্রহায়ণ
		১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩০ নভেম্বর
১৩	শশা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৬ অগ্রহায়ণ
		১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩০ নভেম্বর
১৪	উচ্ছে	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
১৫	মিষ্টি কুমড়া	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
১৬	করল্লা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
১৭	কাকরোল	১৭ ফাল্গুন-১৭ চৈত্র	১৬ জ্যৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ়	১৬ অগ্রহায়ণ
		১ মার্চ-৩১ মার্চ	৩১ মে-৩০ জুন	৩০ নভেম্বর
১৮	ঝিংগা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৬ অগ্রহায়ণ
		১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩০ নভেম্বর
১৯	চিচিঙ্গা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৬ অগ্রহায়ণ
		১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩০ নভেম্বর
২০	পুঁই	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৬ অগ্রহায়ণ
		১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩০ নভেম্বর
২১	ডাটা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ মাস
২২	ব্রোকলি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন	১৫ আষাঢ়
		১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	৩০ জুন
মসলা জাতীয় ফসলঃ				
২৩	মরিচ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
২৪	পেঁয়াজ	১৬ আশ্বিন-১৭ পৌষ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৫ শ্রাবণ
		১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩১ জুলাই
২৫	রসুন	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৫ শ্রাবণ
		১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩১ জুলাই (পরের বছর)
২৬	হলুদ	১৭ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ	১৭ অগ্রহায়ণ-১৭ মাঘ	১৫ আষাঢ়
		১ মার্চ-৩১ এপ্রিল	১ ডিসেম্বর-৩১ জানুয়ারী	৩০ জুন
২৭	পেঁয়াজ (বীজ উৎপাদন)	অক্টোবর-নভেম্বর	মার্চ-এপ্রিল	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক জী. এম. আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক প্রকাশিত। ফোন ঃ ৯৫৩০১৪১
ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd, মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৭১৯২৬৯৫, ০১৭২০ ১৮৬৭১৮

ডিসিপি-০৭-২০২১-১৮০০